হইল না যে, যে অবস্থায় সে উক্ত সম্পত্তির কিয়দংশ গ্রহণ করিতে পারে, সে অবস্থা আগত হইয়াছে। পরে সে সংবাদ পাইল সে উক্ত সম্পত্তির অধিকারীর মৃত্যু হইয়াছে। তথনও তাহার সেই সম্পত্তি-গত আচরণের অন্যথা হইল না; সে ভাবিল তাঁহার সন্তান থাকিলে সেই ব্যক্তি এই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী।

চারি বৎসর গত হইল, তাহার প্রতিজ্ঞা বিচলিত না। সে বিবেচনা করিল, যদি তাঁহার সন্তান না থাকে, তাঁহার অন্য কোন উত্তরাধিকারী থাকিতে পারে; যদি তাহাও না থাকে, তাহার উত্তমর্ণ কেহ থাকিতে পারে; থাকিলে উক্ত সম্পত্তি তাহাদেরই প্রাপ্য। ইত্যবসরে রোগ, জরা ও কষ্ট প্রযুক্ত তাহার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল। কিন্তু তাহার সর্ব্বাপেক্ষা এই চিন্তা অধিক হইল, পাছে ঐ ন্যস্ত সম্পত্তি যথার্থ অধিকারীর হস্তে গচ্ছিত না করিয়া তাহার মৃত্যু হয়। অবশেষে সে শুনিতে পাইল যে উক্ত ধনাধিকারী প্রুসিয়াদেশে বিবাহ করিয়াছিলেন। তথায় তাহার বিধবা স্ত্রী ও সন্তান আছে। সে তৎক্ষণাৎ ঐ বিধবা স্ত্রীকে এই সংবাদ দিল। তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন সেই ন্যস্তধন-রক্ষিণীর আনন্দের সীমা রহিল না। যাহার ধন তিনি তাহা পাইলেন। অতঃপর ন্যস্তরক্ষিণীর পুরস্কারের কথা। কিন্তু সে কোন পুরস্কার লইবে না। সে উক্ত বিধবা ধনাধিকারিণীকে বলিল, আপনার স্বামী আমার গাঢ় ভক্তির ভাজন। আমি যে তাঁহার পরিবারের কোন সাহায্য করিতে পারিলাম, ইহাতেই কৃতার্থম্মন্য হইতেছি। আপনি আমাকে স্মরণে রাখিবেন, এই মাত্র আমার প্রার্থনা।

মিবারের কুল-পুরোহিতের আত্মত্যাগ।

(১)
তেজস্বী যুবকদ্বয় বর্শা লয়ে করে—
সম্মুখীন পরস্পর—কেশরীর প্রায়—
মহাবল পরাক্রান্ত! কারেওনা ডরে;
দুলিছে জীবন দুটী সংশয় দোলায়।

(২)
এমন সময় এক সৌম্য মূর্ত্তি সেথা—
আবির্ভূত আচম্বিতে! করি সম্বোধন,
গভীর উন্নত স্বরে কহিলা এ কথা :—
'ক্রীড়া ভূমি' সাবধান ভুলনা কখন।

(৩)
'ভাই ভাই রণ' নহে ক্ষত্রিয় লক্ষণ।
ক্ষান্ত হও খোয়া'ওনা বংশের মর্য্যাদা;
'বাপ্পারাও' কুলোদ্ভব রাখিও স্মরণ;
যে কুল কালিমাশূন্য রয়েছে সর্ব্বদা।

(৪)
ক্ষত্রিয়ের কুলধর্ম্ম অরাতি নিপাত,
বিঁধিবে যরশাঘাতে তাহার হৃদয়,
ভা'য়ের শরীরে কভু তুলিবে না হাত,
রাখিবে অক্ষয় কীর্ত্তি করি শত্রু ক্ষয়।

(৫)

ভা'য়ের শোণিতে 'অস্ত্র' কলঙ্কিত করি
ক্ষত্রিয়ের অপযশ রটে। না জগতে ;
যে অস্ত্র নাশিয়ে রণে শত শত অরি
চির-স্মরণীয় হয়ে রয়েছে ভারতে!

(৬)

কিন্তু সে কথায় নাহি হল কর্ণোদয়,
শাণিত বরশা করে করিয়ে ধারণ
চালাইছে মুহুর্মুহু, জীবন সংশয়!
শূন্য হয় মিবারের রাজ সিংহাসন

(৭)

দেখিলা স্বচক্ষে ইহা কুল পুরোহিত।
কি যেন চিন্তিলা মনে মুহূর্ত্তের তরে?
ভ্রূযুগ কি লাগি যেন করিলা কুঞ্চিত,
না জানি কি মর্ম্মকথা জাগিছে অন্তরে!

(৮)

কুল-পুরোহিত এবে নিস্তব্ধ নীরব!
নিমেষে বাহির করি ক্ষুদ্র তরবারি,
বিধিলা আপন বক্ষ ক্ষত্রিয় গৌরব
রাখিলা অক্ষুণ্ণ ভবে—কিবা হিতকারী;

(৯)

নিরখিয়ে দুই ভাই,—অবাক্ স্তম্ভিত!
অবশ হইল অঙ্গ—শিথিল উদ্যম,
'শক্ত' ও প্রতাপ সিংহ বড়ই ব্যথিত,
অনুতাপ তুষানলে দহিছে মরম।

(১০)

না করিয়ে অস্ত্রাঘাত কনিষ্ঠের গায়
রাজ্য ছাড়ি যেতে তারে করিলা আদেশ,
শিরোধার্য্য করি শক্ত যাইলা সেথায়—
সম্রাটের সন্নিকটে, ত্যজি নিজ দেশ!

(১১)

বিদ্বেষ বুদ্ধির বশ—কুটিল হৃদয়!
দাদার অনিষ্ট চিন্তা মূল মন্ত্র সার—
জপমালা দিবানিশি জুপিবার নয়,
কে জানিত পদানত হইবে আবার?

(১২)

উদার প্রতাপ সিংহ—কনিষ্ঠকে ধরি
প্রেমভরে দিলা আজ গাঢ় আলিঙ্গন;
মিশি গেলা পরস্পর বিদ্বেষ পাসরি:
ভায়ে ভায়ে হল পুন সৌহৃদ্য স্থাপন।

(১৩)

দেশহিতে আত্মোৎসর্গ করে যেই জন
রাজ্যের কুশলে দেয় স্বার্থ বলিদান,
ধন্য! তার জন্মভূমি, ধন্য সে জীবন—
প্রাণ দিয়ে সাধে নিজ দেশের কল্যাণ।

(১৪)

ধন্য 'কুল-পুরোহিত'—ব্রহ্ম তেজোময়!
গাইবে তোমার গুণ ভাবী বংশধর,
রাখিলা যে কীর্ত্তি ভবে—অনন্ত অক্ষয়!
স্মরণ করিবে সবে যুগ যুগান্তর!

(১৫)

অমর হইলা ভবে বরি দেহপাত!
'স্বনামের' সার্থকতা করিলা সাধন,
বাঁচাইয়ে 'যুবাদ্বয়ে'—মরি অকস্মাৎ!
জীবনের মহাব্রত করিলা পালন।

(১৬)

এ 'মহাপ্রাণতা'—আজ কে বুঝিবে হায়!
কোথায় সে আর্য্যকীর্ত্তি—প্রাচীন গৌরব?
ভারত সন্তান এবে 'পুতুলের' প্রায়,
পুরুষত্ব-হীনতায়—অকর্ম্মণ্য সব।

(১৭)

এ মহান আত্মোৎসর্গ জগতে বিরল!
সভ্যজাতি হেট-মাথা ছিল যার কাছে,
সে জাতির অধঃপাত অধর্ম্মের ফল,—
অবশ্য ভুগিতে হবে, অদৃষ্টে যা আছে!

(১৮)

বিদ্যা বুদ্ধি ধন মান যশ সমুদয়
গিয়াছে ভারত ছাড়ি—জনমের মত!
সৌভাগ্য তপন আর হবে না উদয়,
অজ্ঞানতা-অন্ধকার থাকিবে নিয়ত।

(১৯)

সে জাতির অভ্যুদয়—কথনোকি হয়?
'ভাই ভাই' ঠাঁই ঠাঁই—বৈরতা-বিদ্বেষ,
কাটাকাটি মারামারি—নাহিক প্রণয়,
বিচ্ছেদ-অনলে পুড়ি ছার খার দেশ।

(২০)

থাকিও না মৃতপ্রায় ঘুমে অচেতন।
একতা-বন্ধনে বদ্ধ হও অধিবাসী,
জাগিয়া উঠুক পুনঃ মোহ-মুগ্ধ মন,
দ্বেষ হিংসা অজ্ঞানতা সমূলে বিনাশি।

প্রতিজ্ঞা পালন।

মোগল সম্রাট আকবরের মৃত্যু হইয়াছে। কুমার সলিম জাহাঁগীর নাম পরিগ্রহ করিয়া দিল্লীর রত্ন সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছেন। জাহাঁগীর ভারতের চারি দিকে আপনার আধিপত্য বদ্ধমূল করিতে চেষ্টা পাইতেছেন। তাঁহার পিতা, যে বিজয়িনী শক্তিতে গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন, জাহাগীর সে শক্তি সংগ্রহ করিতে যত্নশীল হইয়াছেন। পরাক্রান্ত রাজপুত রাজ্য, আকবরের প্রধান লক্ষ্য ছিল। মিবারের প্রাতঃস্মরণীয় প্রতাপ সিংহ আপনার বীরত্ব ও সহিষ্ণুতাবলে, দীর্ঘকাল মোগল সৈন্যের সমক্ষে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। জাহাঁগীর প্রতাপের ঐ বীরত্ব ও তেজস্বিতার বিষয় বিস্মৃত হন নাই। এখন তিনি স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইয়া, মিবার অধিকার করিতে অগ্রসর হইলেন। দিল্লীর অভিনব সম্রাট, চিতোরের প্রাচীন দুর্গ হস্তগত করিলেন। চিতোরের অধিপতি, দুর্গম পর্ব্বতের বিজন অরণ্যে যাইয়া, আত্মরক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন। রাজ্যের সীমান্তভাগে অণ্ডস নামে একটি দুর্গ ছিল। ঐ দুর্গেও সম্রাটের আধিপত্য স্থাপিত হইল। কিন্তু পরাক্রান্ত রাজপুতগণ ইহাতে উদ্যমশূন্য হইল না। চিতোরের অধিপতি দুর্গ হস্তগত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। রাজপুতনার বীরত্ব-দৃপ্ত রাজপুতগণ আপনাদের প্রনষ্টগৌরবের উদ্ধারসাধনবাসনায় আত্ম-জীবন উৎসর্গ করিলেন। এই সময়ে রাজপুতনার বীরপুরুষগণ অসাধারণ তেজস্বিতার সহিত আপনাদের প্রতিজ্ঞা পালন করেন।

রাজপুতনার বীরগণ দুর্গম পার্ব্বত্য

প্রদেশে একত্র হইয়াছেন। মিবারের রাণা পরাক্রান্ত শত্রুকে পরাভূত করিবার জন্য এই বীরগণের সহিত পরামর্শ করিতেছেন। এই সময়ে সকলেই আপনাদের বীরত্বগৌরব দেখাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাঁহাদের রাজ্যে শত্রুগণ প্রবেশ করিয়াছে, তাঁহাদের দুর্গে শত্রুর পতাকা উড়িতেছে, তাঁহারা শত্রুর আক্রমণে পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় লইয়াছেন। এখন সকলেই এই শত্রুকে সমুচিত প্রতিফল দিতে যত্নশীল। বীরভূমির সাহসসম্পন্ন চন্দ্রাবত ও শুক্তাবতগণ (১) একত্র হইয়াছেন। সকলেই আপনাদের পূর্ব্ব পুরুষোচিত তেজস্বিতা দেখাইতে অগ্রসর চন্দাবতগণ যুদ্ধযাত্রী সৈন্যগণের অগ্রগামী হইতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তাবতগণও ঐ সম্মান পাইবার জন্য লালায়িত হইয়াছেন। এখন উভয়েই উভয়ের অগ্রে যাইয়া আত্মপ্রাধান্য দেখাইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। উভয় দলই আপনাদের তরবারির উপর নির্ভর করিয়া উপস্থিত বিষয়ের মীমাংসা করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। কিন্তু রাণা কৌশলক্রমে এই আত্মবিগ্রহের রোধ করিলেন। তিনি ধীরভাবে কহিলেন "যিনি শত্রুর অধিকৃত অণ্ডল দুর্গে অগ্রে প্রবেশ করিতে পারিবেন, তাঁহারই সৈন্যদলের অগ্রে যাইবার সম্মান লাভ হইবে। চন্দাবত ও শক্তাবতগণ রাণার আদেশে ঐ গৌরবান্বিত সম্মান লাভের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বিপুল উৎসাহসহকারে অণ্ডল দুর্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে অণ্ডল মিবারের একটি দুর্গ। উহা রাজ্যের সীমান্তভাগে অবস্থিত এবং রাজধানী হইতে প্রায় আঠার মাইল দূরবর্ত্তী। দুর্গটি উন্নত ভূখণ্ডের উপর নির্ম্মিত। একটি স্রোতস্বতী উহার পাদদেশ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে, উহার প্রাচীর অতি দৃঢ় ও উন্নত। দুর্গে যাইবার জন্য কেবল একটী মাত্র পথ। ঐ পথ দুর্গের লৌহ কীলকময় সুদৃঢ় সিংহদ্বারে অবরুদ্ধ রহিয়াছে।

চন্দাবত ও শক্তাবতগণ গভীর নিশীথের শান্তিভঙ্গ না হইতেই আপনাদের প্রতিজ্ঞা পালন জন্য ঐ দুর্গের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। চারণগণ মধুর কণ্ঠে তেজস্বিতার উদ্দীপক সঙ্গীতে উভয় দলের উৎসাহ বৃদ্ধি করিতে লাগিল। উভয় দল এই সঙ্গীতে উৎসাহযুক্ত হইয়া বীরদর্পে বিভিন্ন পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রভাত সময়ে শক্তাবতগণ দুর্গদ্বারের নিকটে উপনীত হইলেন। এই সময়ে শত্রুগণ নিরস্ত্র ছিল, কিন্তু তাহারা আক্রমণ সংবাদ পাইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া দুর্গপ্রাচীরে দাঁড়াইল। রাজপুতগণ প্রবল বেগে দুর্গ আক্রমণ করিলেন। মোগল সৈন্য ও

(১) চিতোরের এক জন প্রাচীন রাণার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম চন্দ। ইহার বংশধরগণ চন্দাবত নামে প্রসিদ্ধ। শক্ত রাণা উদয়সিংহের পুত্র। এই নামে শক্তাবত দল প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

দৃঢ়তার সহিত এই আক্রমণে বাধা দিতে লাগিল। এদিকে চন্দাবতগণ জলাভূমি পার হইয়া দুর্গের অভিমুখে আসিতেছিলেন। দুর্গের প্রাচীরে উঠিবার আশায় তাঁহারা কতকগুলি মই সঙ্গে আনিয়াছিলেন। শক্তাবত দলের অধিনায়ক ইহা দেখিতে পাইলেন। তাঁহার সঙ্গে মই ছিল না, সুতরাং তিনি দুর্গদ্বার ভাঙ্গিয়া প্রতিদ্বন্দীদিগের অগ্রেই দুর্গে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন। এদিকে কামানের গোলার আঘাতে চন্দাবতদলের অধিনায়ক পড়িয়া গেলেন। মোগল সৈন্য উভয় দলকেই সমান ভাবে বাধা দিতে লাগিলেন। কিন্তু শক্তাবতদিগের তেজস্বী অধিনায়ক নিরস্ত হইলেন না। তিনি যে হস্তীতে ছিলেন সেই হস্তিদ্বারা দুর্গদ্বার ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ঐ দ্বার সুতীক্ষ্ণ লৌহময় শলাকায় পরিব্যাপ্ত ছিল, সুতরাং হস্তী আপনার বল প্রকাশের সুবিধা পাইল না। সাহসী শক্তাবত, ইহা দেখিয়া হাওদা হইতে নামিলেন এবং ধীর প্রশান্তভাবে সেই তীক্ষ্ণ লৌহশলাকাময় দ্বারে বক্ষস্থল পাতিয়া মাহুতকে আপনার পৃষ্ঠদেশে হাতী চালাইতে কহিলেন। হস্তী তেজস্বী শক্তাবতের পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিয়া দুর্গদ্বার ভাঙ্গিয়া দিল। বীর পুরুষ প্রতিজ্ঞা পালন জন্য ধীরভাবে লৌহশলাকায় বুক পাতিয়া অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

শক্তাবতগণ আপনাদের অধিনায়কের ঐ লোকাতীত তেজস্বিতাতেও অভীষ্ট সম্মান লাভ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা অধিনায়কের মৃত দেহের উপর দিয়া দুর্গদ্বারে আসিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে চন্দাবতদলের অধিনায়ক নিহত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু আর একটী সাহসী ব্যক্তি এই দলের পরিচালন ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি নিহত অধিনায়কের দেহ পৃষ্ঠদেশে বাঁধিয়া বিপুল বিক্রমে অগ্রসর হইলেন এবং হস্তস্থিত শাণিত অস্ত্র দ্বারা আপনার পথ মুক্ত করিয়া পৃষ্ঠস্থিত অধিনায়কের মৃত দেহ দুর্গের মধ্যে ফেলিয়া ভৈরব রবে কহিলেন, "চন্দাবত অগ্রে আগুন দুর্গে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা পালন করিলেন, সুতরাং তিনিই যুদ্ধযাত্রী সৈন্যদলের অগ্রণী"।

মধ্য বাঙ্গালা সম্মিলনীর সপ্তম সাংবৎসরিক সভা।

গত ১৯এ আগষ্ট সিটী কলেজ গৃহে মধ্য বাঙ্গালা সম্মিলনীর ৭ম বাৎসরিক অধিবেশন হয়, বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া একটী উপাদেয় বক্তৃতা করেন। পরীক্ষোত্তীর্ণা ছাত্রীদিগের পারিতোষিক বিতরণ হয়। ৫ম ও ৬ষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীর উত্তীর্ণা পরীক্ষার্থিনী নিরুপমা বসু ও সুবোধবালা

ঘোষ বার্ষিক ১২্ টাকার এক একটী ছাত্রী বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। মধ্য বাঙ্গালার আগামী পরীক্ষা চৈত্র মাসে হইবে। পরীক্ষণীয় পুস্তকাদি গত বর্ষে যাহা ছিল, তাহাই স্থির আছে। গত পরীক্ষায় শ্রীমতী ষোড়শীবালা ঘোষ রন্ধন বিদ্যার পরীক্ষায় প্রশংসিতরূপে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহার প্রত্যুত্তরের কিয়দংশ নিম্নে প্রকটিত হইল :—

১। কলাই শুটির ডাল্‌না বা ডাঁল্লা।

প্রথমে কোটা আলু ও ছাড়ান কলাইগুলি ঘৃতে বেশ করিয়া ভাজিয়া রাখিয়া জলে হলুদ জীরামরীচ বাটা গুলিয়া দিয়া তাহাতে ঐ আলু কলাইগুলি দিতে হয়। সিদ্ধ হইলে লবণ ধনে বাটা তেজপাত বাটা ময়দা অল্প মিষ্ট গুলিয়া দিতে হয়। ফুটিয়া উঠিলে ঘি ও গরম মসলা দিয়া নামাইতে হয়।

২। কাঁকুড়ের ডাঁল্লা।

কোটা কাঁকুড়গুলি লবণ দিয়া ভাজিয়া লইবে। ভাজিবার সময় তাহাতে যে জল বাহির হইবে ঐ জল শুকাইয়া আসিলে তাহাতে হলুদ জীরামরীচ বাটা গুলিয়া দিবে। আগে বড়ি ভাজিয়া রাখিতে হয়, এক্ষণে সেই বড়ি দিতে হয়। তার পর সিদ্ধ হইলে তেজপাত ঘি দিয়া সাঁতলাইয়া ধনে বাটা ময়দা মিষ্ট গুলে দিয়া ফুটিয়া উঠিলে ঘি দিয়া নামাইবে।

৩। কাঁচা পেঁপের ডাঁল্লা।

প্রথমে কোটা পেঁপেগুলি সিদ্ধ করিয়া জলটা ফেলিয়া দিয়া ঘৃতে ভাজিয়া লইয়া তদুপরি লবণ হলুদ জীরামরীচ বাটা গুলিয়া দিবে। সিদ্ধ হইলে ঘি তেজপাত দিয়া সাঁতলাইয়া তাহাতে ধনে বাটা ময়দা মিষ্ট গুলিয়া দিয়া ফুটিয়া উঠিলে ঘি দিয়া নামাইতে হয়।

৪। ইচড়ের ডাঁল্লা।

প্রথমে কোটা ইচড়গুলি সিদ্ধ করিয়া জলটা ফেলিয়া দিয়া ঘৃতে ভাজিয়া তদুপরি হলুদ জীরামরীচ বাটা লবণ গুলিয়া দিতে হয়। আগে বড়ি ভাজিয়া রাখিতে হয়, এক্ষণে সেই বড়ি দিতে হয়। তারপর সিদ্ধ হইলে ঘি তেজপাত জীরা দিয়া সাঁতলাইয়া ধনে বাটা ময়দা মিষ্ট গুলিয়া দিয়া ফুটিয়া উঠিলে ঘি গরম মসলা দিয়া নামাইতে হয়।

৫। বাঁধাকপির ডাঁল্লা।

প্রথমে কোটা কপি, আলু, ভিজে মটর গুলি বেশ করিয়া ভাজিয়া তাহাতে হলুদ জীরামরীচ লবঙ্গ বাটা লবণ গুলিয়া দিয়া সিদ্ধ হইলে ঘি তেজপাত জীরা দিয়া সাঁতলাইয়া ধনে বাটা ময়দা মিষ্ট গুলিয়া দিয়া ফুটিয়া উঠিলে ঘি ও গরম মসলা দিয়া নামাইতে হয়।

৬। পলতার ডাঁল্লা।

প্রথমে কোটা আলু, পটল, কাঁচকলা, মূল, রাঙ্গা আলু, ভিজে ছোলা, পলতা কুচান এই গুলি বেশ করিয়া ভাজিয়া তাহাতে

হলুদ লরষে জীরামরীচ বাটা লবণ গুলিয়া দিয়া সিদ্ধ হইলে আগে বড়ি ভাজিয়া রাখিতে হয়, সেই বড়ি এক্ষণে দিতে হয়। পরে ঘি তেজপাত জীরা পাঁচফোড়ন দিয়া সাঁতলাইয়া ময়দা ধনে বাটা মিষ্ট গুলিয়া দিয়া ফুটিয়া উঠিলে ঘি দিয়া নামইতে হয়।

৭। কুমড়ার ডাঁল্লা।

প্রথমে কোটা কুমড়া, আলু, ভিজে ছোলা ভাজিয়া তাহাতে হলুদ জিরামরিচ একটু লঙ্কাবাটা লবণ গুলিয়া দিতে হয়, সিদ্ধ হইলে ঘি তেজপাত লবঙ্গ দিয়া সাঁতলাইয়া ধনে বাটা, ময়দা, মিষ্ট গুলিয়া দিয়া ফুটিয়া উঠিলে ঘি গরম মসলা দিয়া নামাইতে হয়।

৮। পাণিফলের ডাঁল্লা।

প্রথমে কোটা পাণিফল, আলু, ভিজে ছোলা এইগুলি ঘৃতে ভাজিয়া তাহাতে জীরামরীচ হলুদ বাটা লবণ গুলিয়া দিয়া সিদ্ধ হইলে আগে বড়ি ভাজিয়া রাখিতে হয় এক্ষণে সেই বড়ি দিতে হয়, পরে ঘৃতে তেজপাত জীরা দিয়া সাঁতলাইয়া ধনে বাটা ময়দা মিষ্ট গুলিয়া দিয়া ফুটিয়া উঠিলে ঘি দিয়া নামাইতে হয়।

৯। ওলের ডাঁল্লা।

প্রথমে কোটা ওলগুলি তেঁতুল জলে সিদ্ধ করিয়া জলটা ফেলিয়া দিয়া ওলগুলি ঘৃতে ভাজিয়া হলুদ জীরামরীচ বাটা লবণ গুলিয়া দিয়া সিদ্ধ হইলে ঘি তেজপাত জীরা ফোড়ন দিয়া সাঁতলাইয়া আদা বাটা ধনে বাটা ময়দা মিষ্ট গুলে দিয়া ফুটিয়া উঠিলে নামাইতে হয়।

১০। আলু পটলের ডাঁল্লা।

প্রথমে কোটা আলু পটল ভিজেছোলা ঘৃতে ভাজিয়া হলুদ জীরামরীচ বাটা লবণ গুলিয়া দিতে হয়। সিদ্ধ হইলে ঘি তেজ-পাত দিয়া সাঁতলাইয়া ধনে বাটা ময়দা মিষ্ট দিয়া ফুটিয়া উঠিলে ঘি গরম মসলা দিয়া নামাইতে হয়।

১১। ছানার ডাঁল্লা।

প্রথমে ছানার কুচি গুলি ঘৃতে ভাজিয়া যখন বাদামি রং হইয়া আসিবে, তাহাকে পাত্রান্তরে রাখিয়া ঘৃতে তেজপাত ফোঁড়ন দিয়া হলুদ জীরামরীচ বাটা আদা বাটা লবণ গুলিয়া দিয়া ফুটিয়া উঠিলে ছানা গুলি তাহাতে ফেলিয়া দিয়া ফুটাইয়া ঘৃতে এলাচ লবঙ্গ ফোড়ন দিয়া সাঁতলাইয়া ধনে বাটা দিতে হয়, ফুটিয়া উঠিলে গরম মসলা দিয়া নামাইতে হয়।

১২। যোগাচিংড়ির ডাঁল্লা।

প্রথমে আলু ও চিংড়ি মাছ বেশ করিয়া তৈলে ভাজিয়া লইবে। মাছ গুলি রাখিয়া লবণ হলুদ জীরামরীচ বাটা গুলিয়া দিতে হয়। ফুটিয়া উঠিলে তাহাতে মাছগুলি দিবে। সিদ্ধ হইলে ঘৃতে তেজপাত ফোড়ন দিয়া সাঁতলাইয়া ময়দা ধনে বাটা দিয়া ফুটিয়া উঠিলে ঘি গরম মসলা দিয়া নামাইতে হয়। (ক্রমশঃ)

বঙ্গমহিলা সমাজের দশম সাংবৎসরিক জন্মোৎসব।

গত ৩রা আগষ্ট এই সমাজের দশম জন্মোৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সভ্যাদিগের মধ্যে ধর্ম্মনীতি ও জ্ঞানের আলোচনা, মাঝে মাঝে সান্ধ্য-সমিতিতে (এ বিষয়ে বঙ্গদেশে এই সমাজই প্রথমত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন) সভ্য ও তাহাদের আত্মীয়গণের প্রীতি-সম্মিলন, বিজ্ঞান বিষয়ে প্রক্রিয়া প্রদর্শন বা নির্দোষ আমোদ দ্বারা সকলের চিত্ত বিনোদন, শিশুদের জন্য পুস্তক প্রণয়ন প্রভৃতি অনেক হিতকর কার্য্য এই সমাজ দ্বারা সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। গত উৎসবে প্রায় একশত ভদ্র মহিলা ও অনেক ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। রাজার বাজারে ডাক্তার মোহিনীমোহন বসুর ভবনে সভার অধিবেশন হয়। ঘরগুলি বেশ সজ্জিত হইয়াছিল। মাঝে মাঝে সংগীত ও বাদ্য হইতেছিল। নদীর উৎপত্তি, বিশেষতঃ ভাগীরথীর নিম্নদেশে কি কি পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়—কর্দ্দম, কয়লা, ও পর্ব্বত কি প্রকারে নির্ম্মিত হয় ইত্যাদি বিষয়ে একটি জ্ঞানগর্ভ উপদেশ নানা প্রকার উপকরণ ও চিত্রদ্বারা বিবৃত হইয়াছিল। মস্তকে শোভিত ফুল ও অন্ধকারের মধ্য দিয়া জ্যোতিষ্মান বৈদ্যুতিক আলোক প্রদর্শন ও সামতলিক রেখা টানিবার একটি যন্ত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল। জলযোগের পর সভ্য ও তাঁহাদের বন্ধুগণ সান্ধ্যসমিতিতে নির্দ্দোষ আমোদ ভোগ ও সমাজের মঙ্গল কামনা প্রকাশ করিয়া বিদায় লন। বলা বাহুল্য যে আমরা বিশ্বাস করি এ প্রকার মহিলাসমাজ দ্বারা দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে। যাঁহার কৃপায় এই সমাজ দশবৎসর জীবিত থাকিয়া মহিলাদিগের মধ্যে নানা হিতকর কার্য্য করিতেছে, তিনিই ইহাকে দীর্ঘজীবী করুন। সভ্যাদিগকেও এই অবসরে আমরা আবার সহানুভূতি জানাইতেছি। মফস্বলস্থ ভগিনীগণও এই প্রকার সভা সংস্থাপন করিয়া সমাজের কল্যাণার্থ কিছু কিছু কাজ করেন, ইহা আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা।

লেডি ডফরিণের স্ত্রী চিকিৎসালয়ের সূচনা।

পান্নীর মহারাণী বহুদিন পীড়িত ছিলেন, গোপনে অনেক প্রকার চিকিৎসা হইয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই আরোগ্য লাভ করেন নাই। রাজবাটীর প্রথানুসারে বিজ্ঞ পুরুষ চিকিৎসকের দ্বারা তাঁহার চিকিৎসা করাইবার অনুমতি ছিল না, সুতরাং তাঁহার কষ্টের সীমা ছিল না। ১৮৮১ খৃঃ অব্দে মহারাজা পীড়ার বিষয়

অবগত হইয়া লক্ষ্ণৌ হইতে স্ত্রী চিকিৎসক কুমারী বিলবিকে আনাইয়া চিকিৎসা করান, ইহাতে মহারাণী শীঘ্র আরোগ্য হন। এই ঘটনার পরে কুমারী বিলবি মেডিকেল কালেজের ডিগ্রি অর্থাৎ উপাধি লইবার জন্য ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হন। যাত্রাকালে পান্নার মহারাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিদায় প্রার্থনা করিলে তিনি বলিলেন, তুমি ইংলণ্ডে যাইতেছ, আমি তোমাকে বলিতেছি কুইন, যুবরাজ, রাজবধূ ও ইংলণ্ডস্থ সমস্ত নরনারীকে বলিবে ভারতীয় স্ত্রীলোকেরা পীড়িত হইলে কিরূপ অসুখ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। তিনি কুমারী বিলবিকে স্বয়ং রাজ্ঞীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই সংবাদ দিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি তাহাকে তাঁহার কথা সংক্ষেপে লিখিয়া লইতে বলিলেন এবং অনুরোধ করিলেন যে সেই লেখা তাহার গলদেশস্থ পদকের (লকেটের) মধ্যে বদ্ধ রাখিবেন এবং স্বহস্তে কুইনের হস্তে প্রদান করিবেন। কুমারী বিলবি ইংলণ্ডে পৌঁছিলে ও তিনি এরূপ সংবাদ আনিয়াছেন মহারাণীর কর্ণগোচর হইলে তিনি তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান। কুমারী বিলবি পান্নার মহারাণীর সমস্ত কথা রাজ্ঞীকে বলিলেন এবং পদক-হইতে ক্ষুদ্র লিপি বাহির করিয়া তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন। মহারাণী শুনিয়া ও পাঠ করিয়া বিশেষ উৎসাহিতা হন এবং যথোপযুক্ত প্রত্যুত্তর পত্র লিখিয়া তাঁহা দ্বারা প্রেরণ করেন। তদবধি তিনি উপায় অন্বেষণ করিতেছিলেন। পরে ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে যখন লেডি ডফরিণ ভারতে স্বামীর সহিত আগমন করেন, তখন তাঁহাকে স্ত্রী চিকিৎসার বিশেষ কোন উপায় নির্দ্ধারণ করিতে আদেশ দেন। লেডি ডফরিণের স্ত্রী-চিকিৎসালয় তাহারই ফল।

নূতন সংবাদ।

১। ভারতবর্ষীয় সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় ডাক্তার সূর্য্য গুডিব চক্রবর্ত্তীর পুত্র এ ডবলিউ চক্রবর্ত্তী উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এ বৎসর এ দেশীয় আর কেহ উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই।

২। সুপ্রসিদ্ধ দস্যু ভাঁতিয়া ভিল তাহার এক বিশ্বাসঘাতক অনুচর দ্বারা হোলকার রাজ্যে ধৃত হইয়াছে।

৩। মধুপুরের নিকট যে জয়ন্তী সেতু ভাঙ্গিয়া গিয়া রেলওয়ের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছে। ১২ই আগষ্ট হইতে কর্ড লাইনে গাড়ী পূর্ব্ববৎ চলিতেছে।

৪। ভূপালের বেগম ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তাঁহার রাজধানীতে এক জলনালয় নির্ম্মাণ করাইতেছেন।

৫। ইউনাইটেড ষ্টেটসে ৯০০০ স্ত্রী ডাক্তার আছেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। বিষ্ণু শর্ম্মার হিতোপদেশ—পণ্ডিতবর তারাকুমার কবিরত্ন মূল, অনুবাদ, ব্যাখ্যা, পরিশিষ্ট প্রভৃতির সহিত সুন্দর অক্ষরে, সুন্দর কাগজে ইহার যেরূপ সংস্করণ মুদ্রিত করিয়াছেন, এরূপ আর কখনও দেখা যায় নাই। গদ্য পদ্যের অনুবাদ গদ্যে ও পদ্যে অতি সরল ও সরস বাঙ্গালায় লিখিয়াছেন। হিতোপদেশের উপদেশগুলি সাধারণের হৃদ্গত করিবার জন্য বিশেষ কৌশলে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই পুস্তক সঙ্কলনে ও মুদ্রাঙ্কণে তিনি বিশেষ যত্ন, পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় স্বীকার করিয়াছেন, তদনুসারে ইহার মূল্য ২॥০ টাকা অধিক নহে। ভারতের এই অমূল্য রত্ন প্রত্যেক সমর্থ গৃহস্থের গৃহে রক্ষা করা উচিত।

২। ছিন্নলতা, গীতিকাব্য শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ গাঙ্গুলী প্রণীত। মূল্য ৷৹ আনা। পদ্যগুলি সুললিত ও সুভাবপূর্ণ। স্থানে স্থানে বেশ কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

৩। পঞ্চোপনিষদ—শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী সেন কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ৷৹ আনা। তলবকার, কঠ, ঈশ, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য এই পাঁচ খানি উপনিষদের মূল ও বাঙ্গালা অনুবাদ যাহা রাজা রামমোহন রায় প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহা সুন্দর আকারে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। উপনিষদ যে হিন্দু শাস্ত্র সকলের সার এবং নিগূঢ় ঈশ্বর-তত্ত্বের শিক্ষাদাত্রী, এই পঞ্চোপনিষদ পাঠে বিলক্ষণ প্রতীত হইবে। ধর্ম্মার্থীদিগের ইহা অবশ্য পাঠ্য।

৪। বিক্‌টোরিয়া পাঠ ১ম ভাগ—শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ সেন প্রণীত, মূল্য চারি আনা। ইহার ছবি ও মুদ্রাঙ্কণ অতি সুন্দর এবং বিষয়গুলি বালক বালিকাদিগের উপযোগী। এ পুস্তক বিদ্যালয়ের পাঠ্য মধ্যে পরিগণিত হইবার যোগ্য।

বামা রচনা।

সেইত সকল!

(গোলাপের প্রতি।)

গোলাপ ফুটন্ত মুখে কেনলো আবার,
হাঁসিছ মধুর হাঁসি, ছুটায়ে অমৃত রাশি,
মিছে তুমি ফুটিয়াছ, মিছে ও বাহার,
দিব যাঁর হাতে তুলি, কোথা সে আমার? ১

সে দিন যেদিন, হায়, আজিরে কোথায় ?
সোহাগ আদর ভরে,কে আর তেমন করে
গোলাপ তোমারে নিয়ে জুড়াবে আমায়,
কে দেখে মরম ব্যথা মরম ছাপায় ? ২
তুমি রে সাধের ধন, কপাল আমারি,
নহিলে স্বপন হেন, সকলি লুকাবে কেন,
অথবা তাহাই আছে, ভুল বুঝিবার,
যা আছে থাকিল, বুক বাঁধিব আবার। ৩
ছড়ায়ে হাঁসির রাশি তেমনি আদরে,
সোহাগে গলিয়া সই, তেমনি ফুটেছ ওই,
কিন্তু সে মাধুরী কোথা হৃদয় ভিতরে,
কি ছিল, নাহিক তাহা পরাণ বিদরে ! ৪
কি হয়ে রয়েছি আমি কোথা সে আমার,
দেখিল না এ যাতনা, বুঝিল না এ বেদনা,
কি বলে ভুলিয়ে গেল, কি নাই তাহার,
চির প্রেমময় তবু, কপাল অ মার॥
সেইত হাঁসিছ তুমি কুসুম সুন্দরী,
সেই উপমার ধন, সেই পূত ও বদন,
সকলি রয়েছে সেই, কেবল আমারি
হয় প্রাণ খান খান, দিবস শর্ব্বরী। ৬
সেইত সরসী বুকে বিনোদ লহরে,
নলিনী হাঁসিয়ে সারা,যেন পাগলিনী পারা,
দিগন্ত মোহিত করি সুরভি বিতরে,
সোহাগে সমীর সেই দুলায় সু-ধীরে। ৭
সেই কল কল স্বরে সাগর সঙ্গিনী,
তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসি, উঠায় সে ভাবরাশি,
ভালবাসা ছিল কোথা, ললিত রাগিণী,
সেই কথা কল কলে জানায় তটিনী। ৮
আজিও আকাশে সেই রজনী-রঞ্জন,
সেইত মাধুরীময়, অমৃত প্রবাহ বয়,
হাসিয়া ঢালিয়ে দেয় কনক কিরণ,
সেইত সকলি কোথা হৃদয়-রতন ? ৯
মলয় অনিল সেই তেমনি সোহাগে,
কাঁপায় তোমার দল, ছুটাইয়া পরিমল,
চুমিয়া ভ্রমর তোমা কত অনুরাগে,
সেই গুণ গুণ রবে প্রেম ভিক্ষা মাগে।১০
সকলি ফুরাল যদি কেনগো আবার,
বিকাশি প্রেমের হাসি,মাখিয়ে সুরভিরাশি,
ফুটেছে কোথায় আজ দেবতা আমার,
দেখিল না দুখরাশি অকূল পাথার ! ১১
আবার মরমে পশি, কেনগো কাঁদায়,
এ স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাক, এ সব পড়িয়া থাক,
হৃদয়-দেবতা সুখী কিসের আশায় ?
জ্বালাবে তাঁহারে দাসী ধিক্ পিপাসায়। ১২
ব্যথিব তাঁহারে অহো ! সবে না পরাণে,
যাক ভেঙ্গে বুক তবু, আমার হৃদয়প্রভু,
সুখী ত কণ্টক আর রব না চরণে,
দেব না দেব না বাধা,যা থাকে জীবনে।১৩
সুখ শান্তি সাধ, আশা সে যেরে আমার,
হৃদয় সাহারা মাঝে, ফুল্ল শতদল সে যে,
সুবাসে পরাণ ভরা, প্রবাহ সুধার,
হৃদয় আরাধ্য দেব সে যেরে আমার।১৪
সেবিব তাঁহারে ভবে উন্মত্ত পরাণে ;
পূজার সামগ্রী সেই, সে ছাড়া যে কিছু নেই
উপাস্য দেবতা সে যে, হৃদয় জীবনে,
অমৃত সে প্রেমরাশি অতুল ভুবনে।১৫
স্বরগ আমার সে যে এ নর সংসারে,
চিনি না সে দেবতায়,কত গুণ আছে তায়,
সে বেয়ে জ্যোৎস্না মোর হৃদয়-আঁধারে।
সেই ধ্রুব তারা এই জীবন পাথারে। ১৬

শ্রী—— দেবী।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৯৭ সংখ্যা | আশ্বিন ১২৯৬—অক্টোবর ১৮৮৯। | ৪র্থ কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বন্যা—জলপ্লাবনে ফরিদপুর সহরের প্রায় সমস্ত বাড়ীর ভিতর জল প্রবিষ্ট হইয়াছে, ঢাকার কতক অংশ ডুবিয়া গিয়াছে ময়মনসিংহের টাঙ্গাইল মহকুমা ভাসিয়া গিয়াছে। মতিহারীতে অনেক দিন হইল জলপ্লাবনে সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। সম্প্রতি মুরশিদাবাদের ৩০টী গ্রামের লোক এই উৎপাতে গৃহশূন্য হইয়াছে, সুখের বিষয় তত্রত্য নবাব বাহাদুর এসময় নিরাশ্রয়দিগের আশ্রয়দানে বিশেষ সদাশয়তা প্রদর্শন করিতেছেন। গোরক্ষপুর নিমজ্জিত প্রায়।

নূতন রেলওয়ে—গত ২৬এ আগষ্ট অবধি মথুরা হইতে বৃন্দাবন পর্য্যন্ত রেল গাড়ী চলিতেছে। খৃষ্টীয়দিগের বৃন্দাবন অরুজলমে যাইবার ও রেল সম্প্রতি খুলিয়াছে, আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য।

দান—ভাও নগরের ঠাকুর বোম্বাইর জামসেটজী হাঁসপাতালের ধাত্রীদিগের শাহাম্যার্থ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। মুরশিদাবাদের বন্যা-পীড়িতদিগের জন্য মহারাণী স্বর্ণময়ী ১০০০ ও নবাব বাহাদুর ৩০০০ টাকা দান করিয়াছেন। মহারাণী স্বর্ণময়ী ৫ বৎসরের জন্য সংস্কৃত কলেজের ছাত্রবেতন হিসাবে বার্ষিক ৬০০ টাকা করিয়া দিবেন।

প্রাচীন রাজবংশ—জাপানের

মিকাডো বংশ ১২১ পুরুষ রাজত্ব করিতেছেন, এরূপ প্রাচীন বংশ না কি পৃথিবীতে আর নাই।

নূতন কল—রৌদ্র ধরিবার এক নূতন কল আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা বাক্সের ন্যায়, প্রখর রৌদ্রে এই বাক্স রাখিলে তন্মধ্যস্থ বায়ু এত উত্তপ্ত হয় যে ঠাণ্ডা ঘরে তাহা লইয়া গেলে তাহাও গরম হইয়া উঠে।

মহারাণীর বক্তৃতা—গত ৩০এ আগষ্ট পার্লেমেন্ট বন্দ হইবার সময় ইংলণ্ডেশ্বরীর বক্তৃতা পঠিত হয়। ভারতের রাজগণ সৈন্য দ্বারা গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিতে অগ্রসর বলিয়া মহারাণী তাঁহাদের রাজভক্তির প্রশংসা করিয়াছেন।

নূতন স্বর্ণখনি—মালয় ও বোর্ণিও দ্বীপে অতি উৎকৃষ্ট স্বর্ণের খনি বাহির হইয়াছে; ইহা বৃটিষ গবর্ণমেণ্টের অধিকারস্থ।

মার্জার পূজা—হিন্দুরা যেমন গাভীকে পরম পবিত্র বলিয়া পূজা করে, মিসরীয়েরা বিড়ালকে সেইরূপ করিত। টেলবস্তা নামক নগরে এক মার্জার-সমাধি ক্ষেত্র আছে, তথায় ইষ্টক নির্ম্মিত সমকোণ গর্ত্তে মার্জার সকল সমাহিত। পিত্তল নির্ম্মিত মার্জার মূর্ত্তিও তথায় অনেক পাওয়া যায়, তন্মধ্যে হইতে কয়েকটী কায়রোর যাদুঘরে রক্ষিত হইয়াছে।

স্ত্রী ডাক্তারের প্রয়োজন—পাতিয়ালার মহারাজা রাজবাটীর ও প্রধান কর্ম্মচারীদিগের অন্তঃপুরে চিকিৎসার জন্য এক জন স্ত্রী ডাক্তার চাহিয়াছেন। ক্রমে অন্যান্য স্থান হইতে এইরূপ আহ্বান আসিবে।

রাজ-প্রসাদ—হিন্দী ভাষা শিক্ষার জন্য মহারাণী যে দুই জন হিন্দুস্থানী নিযুক্ত করেন, শ্বেত প্রস্তরে তাহাদের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইতেছেন।

ইংলণ্ডের লোক সংখ্যা—গত জন সংখ্যায় দেখা যায় যে পুরুষ অপেক্ষা ইংলণ্ডে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক, তাহাদের অধিকাংশই আবার বিধবা। ভারতবর্ষের সহিত ইংলণ্ড এ বিষয়ে সমতুল্য। তবে হিন্দু বিধবাদিগের আর বিবাহের যো নাই, ইংরাজদের আছে।

কুষ্ঠরোগের ঔষধ—জনৈক সুবিজ্ঞ চিকিৎসক "এসিয়াটিক রিসার্চ" পত্রিকায় কুষ্ঠ রোগের মহৌষধ শীর্ষক এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ডাক্তার মহাশয়ের মতে ঔষধটী অমোঘ। ঔষধটী এইরূপে প্রস্তুত হয়:—এক তোলা শেঁকো বিষ ও ছয় তোলা কাল মরীচ একত্র করতঃ ৪ দিবস একটা হামানদিস্তায় কুটিতে হইবে। ইহার পর উহাকে খুব মিহি করিয়া গুঁড়া করিবার জন্য একটা প্রস্তরের খলে পেষণ করিতে হইবে। পরে অল্প জল দিয়া উহা দ্বারা অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুলি প্রস্তুত করতঃ প্রত্যহ পানের পাতার সহিত এক একটী গুলি খাইতে হইবে। ইহার পর তিনি শেঁকো বিষ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে

শ্বেতবর্ণ শেঁকো পীড়ার চরমাবস্থায় ব্যবহার্য্য, হরিদ্রাবর্ণ শেঁকো অপেক্ষাকৃত কম তেজস্কর, ব্যাধির প্রথমাবস্থায় ব্যবহার্য্য।

স্ত্রী শিক্ষা—সার ষ্টিওয়ার্ট বেলী বরিশাল বালিকা বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণার্থ ২৫০০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

বিদুষী রমা বাই—পুনা নগরে ক্রমাম্বয় প্রকাশ্য বক্তৃতা করিতেছেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে শ্রোতাদিগের অত্যন্ত ভিড় হইয়া থাকে।

বিদেশীয় স্ত্রী—বিবি গারেট আণ্ডারসন ইংলণ্ডের প্রধান স্ত্রী চিকিৎসক। তাঁহার বাৎসরিক আয় লক্ষ টাকারও অধিক।

(২) যে সকল অনাথ ও অপরাপর বালক ও বালিকা গৃহ অভাবে পথে পথে খেলাইয়া বেড়ায়, বিবি স্মিথ তাহাদিগের জন্য একটী গৃহ প্রতিষ্ঠার্থ প্রায় ৩০হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

(৩) ফ্রান্সে সেভারস নগরে স্ত্রীলোকদিগের জন্য উচ্চ শ্রেণীর নর্ম্যাল স্কুল আছে। এখানকার ছাত্রী সকল ফ্রান্সের বিদ্যালয় সকলে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিয়া থাকেন। ম্যাডাম জুলস্ ফেভার এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। ইনি পণ্ডিতপ্রবর ইমারসনের সমগ্র গ্রন্থ ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন।

(৪) নিউইয়র্ক প্রাইমারি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ কুমারী হমিলী হান্যওয়ের যত্নে তথায় বালক বালিকাদিগের জন্য একটী উৎকৃষ্ট পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছে। তথায় শিশুদিগের উপযোগী বিবিধ পুস্তক সংগৃহীত আছে। শিশুরা বিনাব্যয়ে তৎসমুদয় অধ্যয়ন করিতে পারে।

(৫) ডেনমার্কে আহিরী ব্যবসায় শিক্ষার জন্য একটী উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় আছে। গব্যরসে যে সকল দ্রব্য প্রস্তুত হয়, তথায় তাহার শিক্ষাদান হইয়া থাকে। বিবি হানা নিলসন এই বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়িকা। ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে কাউন্ট, ব্যারণ প্রভৃতি ইউরোপের অনেক সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। বিবি নিলসন এতদ্দ্বারা বিলক্ষণ লাভ করিয়া থাকেন। সম্প্রতি তাঁহার রৌপ্য বিবাহ উপলক্ষে রয়াল ডেবিস কৃষিসভা আহিরী ব্যবসায়ের উৎকর্ষ সাধন জন্য তাঁহাকে একটী বৃহৎ রৌপ্য পাত্র উপহার দিয়াছেন।

(৬) কুমারী এম্ এমিলা কল নাম্নী একটী মহিলা ফিলেডেলফিয়ায় শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিতেন। গ্রীক পুরাণের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ, এই জন্য তিনি গ্রীক রাজধানী এথেন্স নগরে গমন করিয়া গ্রীক পুরাণানুশীলনে প্রবৃত্ত হন। কেম্ব্রিজ বিশ্ব বিদ্যালয় ও ব্রিটিষ চিত্রশালিকা হইতেও অনেক উপাদান সংগ্রহ করিয়া সম্প্রতি এক খানি বৃহৎ গ্রীক পুরাণ প্রকাশ করিয়াছেন। অনেক বিদ্যালয়ে তাঁহার সংকলিত পুরাণ প্রামাণিক বলিয়া পঠিত হইতেছে।

ভারতের দুঃখিনী অনাথা বিধবাদিগের জীবিকোপায়।

জীবনে কাহারও অধিকার আছে, স্বীকার করিলে জীবিকাতেও তাহার অধিকার অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, সুতরাং জীবিকালাভের পক্ষে যে সমস্ত উপায় থাকা প্রয়োজন, তাহাতেও যে তাহার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, ইহাও ন্যায়ের অবিকৃত আদেশ। যাহা কিছু এই একান্ত প্রয়োজনীয় জীবিকা অর্জ্জনের পথে অন্তরায় উপস্থিত করে, তাহাই জীবনের কণ্টক, ন্যায়ের সুদৃঢ় হস্ত সেই অন্তরায় দূরীকরণার্থ কদাপি সঙ্কুচিত হয় না। স্বেচ্ছামত ও প্রয়োজনমত কাহারও জীবনে তাহার নিজের অধিকার আছে স্বীকার করিলে সেই জীবন রক্ষার্থ যাহা কিছু আবশ্যক তাহা অবলম্বন করিতেও যে তাহার স্বাধীনতা আছে ইহা কোন সুবিবেচক ব্যক্তিই অস্বীকার করিবেন না। স্বতন্ত্র ভাবে জীবন ধারণ করিবার অধিকার এবং সেই অভিপ্রায়ে স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করিবার অধিকার এ দুইই এক কথা। ন্যায় ও স্বাধীনতা একই সত্যের দুইটী দিক মাত্র।

এই কয়েকটী মূল সত্য আমাদের লক্ষ্য স্থলে রাখিয়া জীবনের কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হইলে আমাদের পথ পরিষ্কার রূপে দেখিতে পাইব, অনেক অন্ধকারময় প্রদেশ আলোকিত হইয়া উঠিবে, স্বার্থ বা সন্দেহের কুজ্ঝটিকা আমাদের কর্ত্তব্যের পথ, ন্যায়ের পথ আবৃত করিয়া দৃষ্টিভ্রম ঘটাইতে পারিবে না।

জীবরাজ্যের সর্ব্বত্রই আমরা এই একটী নিয়ম দেখিতে পাই যে প্রত্যেকেই নিতান্ত শৈশবাবস্থা ভিন্ন সকল সময়েই স্বীয় জীবিকা অর্জ্জন করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে। মানব জাতির শৈশবাবস্থাতেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিতে পাই না। অসভ্যাবস্থায় স্ত্রী পুরুষ উভয়েই নিজে নিজে জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে। স্বজাতীয়ের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অন্ততঃ সকলেই আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ। কিন্তু মানব যখন সভ্যতার পদবীতে অধিরোহণ করিতে আরম্ভ করিল, সেই সময় হইতে এই নিয়মের বিপর্য্যয় ঘটিতে লাগিল। একে অন্যের অধীন ও মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িল; একের জীবন মরণ অপরের ইচ্ছার উপর—অপরের প্রীতি অপ্রীতির উপর নির্ভর করিল। এই বিষম বৈষম্য স্রোতের প্রভাবে মানব জাতির একার্দ্ধ অপরার্দ্ধের সম্পূর্ণ অধীন হইল, স্ত্রী জাতি সর্ব্ব প্রকারে পুরুষ জাতির দাসী হইয়া পড়িল। পুরুষ জাতির মধ্যেও এই বৈষম্যের অভাব নাই। একের ভ্রূ ভঙ্গির উপর কত অসংখ্য লোকের ধন প্রাণ নির্ভর করিত। সৌভাগ্যের বিষয়

সাম্য নীতির প্রভাবে পুরুষ জাতির অবস্থা অনেক পরিমাণে ভাল হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু ন্যায়ের অধিকার আজিও বিস্তৃত হয় নাই। এই পৃথিবীর ভূমিতে এখনও লোক সাধারণের কোনও অধিকার নাই, ইহা শ্রেণী বিশেষের একচেটিয়া সম্পত্তি, ইহাতে কেবল তাঁহাদের বা তাঁহাদের বংশধরগণেরই ভোগ দখল করিবার অধিকার আছে; অপরাপর লোকের পক্ষে তাঁহাদের অনুমতি বা অনুগ্রহ ভিন্ন মুহূর্ত্তের জন্যও এ সংসারে থাকিবার অধিকার নাই,—দুখানি পা রাখিয়া দাঁড়াইবার জন্য যত টুকু ভূমির প্রয়োজন তাহাতেও তাহাদের নিজের কোন অধিকার নাই। যাহার দুখানি পা রাখিবার স্থান নাই তাহাকে স্বাধীন বলা, জীবিকা উপার্জ্জনে তাহার অধিকার আছে বলা কি সর্ব্বতোভাবে ব্যঙ্গোক্তি নয়? এই ত পুরুষ সাধারণের অবস্থা। এখন ইহাদের মুখাপেক্ষী যাহারা, তাহাদের অবস্থা অনুমান করিতে কল্পনাশক্তির বড় বেশী সাহায্যের প্রয়োজন নাই। পুরুষ একটু দাঁড়াইবার স্থান পাইলে আত্মশক্তি পরিচালন করিয়া কথঞ্চিৎ জীবিকা অর্জ্জনে সমর্থ, কিন্তু স্ত্রীলোকের তাহাতেও অধিকার নাই, তাঁহার হস্ত পদ অষ্টবন্ধনে বদ্ধ, তাঁহাকে মুষ্টিমেয় উদরান্নের জন্য আমরণ পুরুষের মুখের দিকে তাকাইতে হইবে। তিনি আশৈশব পুরুষের মুখেরদিকে তাকাইতে শিখিয়াছেন, ভিন্নরূপ অবস্থা তাঁহার কল্পনাতেও স্থান পায় না। ইউরোপের স্ত্রী-সমাজ আজ কাল নিজেদের অবস্থা কিছু কিছু উপলব্ধি করিতেছেন, কেহ কেহ অন্য-নিরপেক্ষ হইয়া জীবিকা লাভের অর্থাৎ প্রাণ ধারণের চেষ্টাও করিতেছেন। আমাদের দেশের তুলনায় তাঁহাদের সুবিধাও বিস্তর। তাঁহারা অন্তঃপুর নিবদ্ধা নহেন, সংসার সম্বন্ধে নিতান্ত অনভিজ্ঞ নহেন। কিন্তু যে দেশের রমণীগণ অসূর্য্যম্পশ্যা, গৃহ প্রাঙ্গণই যাঁহাদের সুবিশাল পৃথিবী, বাড়ীর ঘর গুলি জানিতে পারিলেই যাঁহাদের সমস্ত ভূগোল বিদ্যার পরিসমাপ্তি হইল; যাঁহারা চির দিন জীবনের সমস্ত সুখ দুঃখের জন্য—জীবন মরণের জন্য কেবল মাত্র দুই এক খানি মুখের দিকে তাকাইয়া আসিয়াছেন, যে মুখ নিঃসৃত কথাই তাঁহাদের সমস্ত জ্ঞানের একমাত্র আকর; হঠাৎ এক দিন যদি সেই আশ্রয় সরিয়া যায়, যে মুখের দিকে তাকাইয়া এত দিন জীবন ধারণ করিতেছিলেন, সে মুখ খানি যদি হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া যায়, যে হস্তখানি এতদিন অন্নগ্রাস মুখে তুলিয়া দিতেছিল, সে হস্তখানি যদি আর উত্তোলিত না হয়, তাহা হইলে তাঁহার অবস্থা যে কি হয় তাহা একবার সহৃদয় পাঠক ভাবিয়া দেখুন। হয় অনাহারে মৃত্যু, না হয় ভিক্ষালব্ধ জীবন ভিন্ন তাঁহার আর উপায়ান্তর নাই। আমাদের দেশের বিধবা অনাথা রমণীদের অবস্থা কি ঠিক্ ইহাই নহে? এই সমস্ত নিরাশ্রয়া অনাথা বিধবাদের জীবিকা নির্ব্বাহের কোন রূপ

ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া কি মনুষ্য মাত্রেরই একটী প্রধান কর্ত্তব্য নহে? আমি ন্যায়ের কথা—স্ত্রী জাতির অধিকারের কথা বলিতেছি না। তাহাহইলেত স্ত্রী জাতির অনেক হৃত সম্পত্তি ফিরাইয়া দিতে হয়, তাহা হইলেত পুরুষ জাতির অনেক স্বার্থে আঘাত পড়ে। কিন্তু যে সমাজ তাঁহাদিগকে এমন ভাবে নিরাশ্রয় ও নিঃশক্তি করিয়া রাখিয়াছে, সে সমাজের কি এত টুকু দয়া হয় না যে খাটিয়া খাইবার জন্য তাঁহাদিগের যতটুকু স্বাধীনতা ও সুবিধা থাকা প্রয়োজন ততটুকু স্বাধীনতা ও সুবিধা করিয়া দেয়? যদি সমাজ এই দয়ার কার্য্যটী করিতে প্রস্তুত না হয়, তাহা হইলে ইহা যে নিশ্চয়ই অভিশপ্ত, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।

এতদিন যাবৎ আমাদের দেশীয়া অনাথা বিধবারা কি কি উপায়ে জীবন ধারণ করিয়া আসিয়াছেন প্রথমে সেই বিষয়টি একবার চিন্তা করিয়া দেখা যাউক। এই বিষয়টির উপযুক্ত রূপ বিচার করিতে হইলে দেশের লোকদিগকে তিনটী শ্রেণীতে বিভক্ত করা প্রয়োজন, ধনী, মধ্যবিত্ত ও নিম্নশ্রেণী।

প্রথমোক্ত শ্রেণীটি আমাদের অদ্যকার বিচার্য্য বিষয়ের মধ্যে পড়িতেছে না। এই শ্রেণীস্থ অনাথা বিধবাদিগকে সাধারণতঃ কখনই অন্নের জন্য চিন্তিত হইতে হয় না।

দ্বিতীয়তঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণী। ইউরোপীয় সমাজে মধ্যবিত্ত বলিলে যে শ্রেণীর লোক বুঝায়, আমাদের মধ্যবিত্ত কথার সেরূপ অর্থ নহে। ইউরোপে অর্থ লইয়া শ্রেণী বিভাগ হইয়াছে। যাঁহারা ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারা বা অন্য প্রকার কাজ কর্ম্ম দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন, তাঁহারাই তথাকার মধ্যবিত্ত শ্রেণী। আমাদের দেশে বংশমর্য্যাদা অনুসারে শ্রেণী বিভাগ হইয়াছে। জমীদার শ্রেণীর কথা ছাড়িয়া দিলে ভদ্র বংশ সম্ভূত অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যবংশ সম্ভূত সমস্ত লোকই এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভূত। ইহাদের মধ্যে কাহারও অবস্থা স্বচ্ছল, কেহ বা নিঃস্ব। এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে যাহার দিনান্তে উদরান্নের সংস্থান হওয়া সুকঠিন, তিনিও ভদ্রলোক, তাঁহার আত্মমর্য্যাদা আছে, সমাজে তাঁহার সম্ভ্রম আছে। অবস্থা চক্রে পড়িয়া এই শ্রেণীর লোকে নিতান্ত নিঃস্ব হইয়া পড়িলেও এক সময়ে ইহাঁদের সকলেরই কিছু না কিছু ভূসম্পত্তি ছিল। এমন এক সময় ছিল যখন ভূসম্পত্তি হীন ভদ্রলোক কথাটি ভাষা বিপর্য্যয় বলিয়া গণ্য হইত। আজ কাল এই শ্রেণীর মধ্যে এমন লোক বিস্তর পাওয়া যায় যাহাদিগকে নিজের নাম স্বাক্ষর করিতে হইলে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হয়। কিন্তু এমন সময় ছিল যখন ইহাঁরাই দেশের শিক্ষিত সমাজ ছিলেন, সেই শিক্ষিত সমাজের অর্থ যাহাই হউক না কেন। এই শ্রেণীর মহিলাদের অবস্থা সকলেরই সামাজিক

ভাবে সমান, সকলেই কুলাঙ্গনা, সকলেই অসূর্য্যম্পশ্যা, সংসার সম্বন্ধে সকলেই তুল্যরূপে অনভিজ্ঞা। অনাথ ও নিঃস্ব অবস্থায় পড়িলে ইঁহারা বরং অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবেন বরং অতিদূর সম্পর্কীয় কোন কুটুম্বের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অশ্রুজলের সহিত অনিচ্ছা-প্রদত্ত অন্নগ্রাস গলাধঃকরণ করিবেন, তথাপি গৃহের বাহির হইয়া কোন রূপ কার্য্য দ্বারা আপনার জীবিকা অর্জ্জন করিবেন না। এই কুলাঙ্গনাদের পক্ষে একবার অন্তঃপুর ত্যাগ করিলে স্বজাতীয়ের নিকট মুখ দেখান ভার। কোন অসম্পর্কীয় লোকের গৃহে গৃহকর্ম্ম করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিলে তাঁহার জাতিপাত হয়। আমাদের দেশের লোক সাধারণের এ বিষয়ে মতামত পরিবর্ত্তন না হইলে, ন্যায়-সম্মত উদারভাব এ দেশের লোকের অন্তরে প্রবাহিত না হইলে, আমাদের অনাথা বিধবাদের উদরান্নের সুব্যবস্থা হওয়া নিতান্তই অসম্ভব। ম্যাঞ্চেষ্টারের আশীর্ব্বাদ আমাদের দেশ সুসভ্য হইবার পূর্ব্বে ঘরে বসিয়া এই অনাথাদের অন্নগ্রাস উপার্জ্জনের কতকটা উপায় ছিল। তখন প্রায় সকল গৃহস্থেরই চরকা থাকিত— অনাথারা কাটনা কাটিতেন ও কোন সহৃদয় প্রতিবেশীর সাহায্যে বাজারে কাটনা বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু পাইতেন তাহাদ্বারা কোন প্রকারে দিন গুজরান করিতেন। এখন ম্যাঞ্চেষ্টারের সুলভ ও সুদৃশ্য কলের কাপড় ও কলের সূতা দেশ মধ্যে আমদানী হওয়াতে কাটনা ও কাটনার কাপড়ের আর আদর নাই। যাঁহারা কাটনা কাটিয়া প্রাণ ধারণ করিতেন, তাঁহারা এখন অনশনে বা অর্দ্ধাশনে থাকিয়া বৃথা গল্পে, না হয় নিজের দুঃখের ভাবনা ভাবিয়া সেই সময় কাটাইতেছেন। কেহ২ কন্থাদি সেলাই করিয়া বিক্রয় করিতেন বা অন্য২ শিল্প কার্য্য দ্বারাও কিছু২ উপার্জ্জন করিতেন। কিন্তু পরিবর্ত্তিত রুচির সময়ে আর তাঁহাদের সে কাঁথা ও শিল্পকার্য্যের আদর নাই। তাঁহাদের সে শিল্প আর বর্ত্তমান রুচিকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না।

তৃতীয় নিম্ন শ্রেণী।—এই শ্রেণীর অনাথা বিধবাদিগের অবস্থা উচ্চতর শ্রেণীর অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ, তাহার একটী কারণ উচ্চতর শ্রেণীতে সুখের দিনে ও দুঃখের দিনে বৈষম্য যত বেশী, নিম্নতর শ্রেণীতে তত নহে। নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোককে দুঃখের দিনে স্বামীর পরিশ্রম-সাধ্য কার্য্যের সহায়তা করিতে হয়, সুখের দিনেও অভাব তাঁহার অপরিচিত নহে। দ্বিতীয়তঃ, তিনি তাঁহার উচ্চতর শ্রেণীর ভগিনীদের ন্যায় অসূর্য্যম্পশ্যা নহেন, অন্তঃপুরই তাঁহার পৃথিবীর সমস্তটা নহে। সমাজ তাঁহার গতি বিধি সেরূপ কঠোর ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করে না—তিনি আবশ্যক মত মাঠে, ঘাটে, বিপণিতে গমনাগমন করিতে পারেন, তাহাতে তাঁহার জাতিপাত হয় না—সমাজের চক্ষে তাঁহাকে হীন হইতে হয় না। নিম্ন শ্রেণীর পক্ষে সাধারণ ভাবে এই বিবরণটি সত্য

হইলেও অধুনা স্থানে২ ইহার বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। ভদ্র লোকের সান্নিধ্য হেতু ইহাদের মধ্যেও স্থানে ২ ভদ্রয়ানী চাল চলন আরম্ভ হইয়াছে—বিশেষতঃ ইহাদের মধ্যে যাহাদের অবস্থা একটু ভাল হইয়াছে, তাহারা উচ্চ শ্রেণীর অনুকরণ করাই পরম পুরুষার্থ বলিয়া মনে করে। এই অনুচিকির্ষা বৃত্তির ফলাফল দুই একটী লোকের মধ্যেই বদ্ধ নহে—ক্রমে ইহা সমস্ত শ্রেণীতেই পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। সৌভাগ্যের বিষয় এখনও পর্য্যন্ত ইহার ফলাফল তাদৃশ শোচনীয় হইয়া উঠে নাই। এখনও শারীরিক পরিশ্রম ইহাদের মধ্যে ঘৃণার চক্ষে উপেক্ষিত হয় না—এখনও গৃহের বাহির হওয়া ইহারা তাদৃশ লজ্জাকর বলিয়া মনে করে না।

এই শ্রেণী দুইটী ক্ষুদ্রতর শ্রেণীতে বিভক্ত—প্রথম কৃষক, দ্বিতীয় (artisan) কারীকর। কৃষক রমণীরা বাল্যকাল হইতেই পিতা, স্বামী বা পুত্রের কৃষিকার্য্যের ক্ষুদ্র২ উপায়ে সহায়তা করিয়া থাকেন, কিন্তু ভূমিকর্ষণ প্রভৃতি বিশেষ আয়াসসাধ্য কার্য্য করিতে পারেন না। ক্ষেত্র হইতে শস্য আসিলে তাহা দলন, ঝাড়ন, চাউল ডাউল প্রস্তুত করা ও শাক সবজি প্রভৃতি উৎপন্ন হইলে তাহা বাজারে লইয়া গিয়া বিক্রয় করা এ সমস্ত কার্য্য প্রায়ই কৃষক রমণীরা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহাদের কার্য্য অন্য-নিরপেক্ষ নহে। উৎপাদন কার্য্য তাহাদের সাধ্যায়ত্ত নহে, সুতরাং অনাথা রমণীদের অবস্থা বড় সুবিধাজনক নহে। কার্য্য করিবার ক্ষমতা থাকিলেও সুবিধা নাই। তবে ভদ্র মহিলাদের অপেক্ষা ইহাদের অবস্থা অনেক ভাল। ইহারা নিঃসহায় অবস্থায় পড়িলে কোন ২ স্থলে ধান্য ক্রয় করিয়াও চাউল প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে বা কোন গৃহস্থের গৃহে ধান ভানিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করে; কোথায় ও বা শাক সবজি বিক্রয় বা অন্য কোন প্রকার ক্ষুদ্র ২ ব্যবসা করিয়া থাকে; কোথাও গোপালন ও দুগ্ধ বিক্রয় করিয়া থাকে। কোন প্রকার ব্যবসায় সুবিধা না হইলে অন্ততঃ দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াও জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থা।

২য় করীকর শ্রেণী। এই শ্রেণীর মধ্যে নানা প্রকার ব্যবসা প্রচলিত এবং বংশ পরম্পরা ক্রমে সেই সেই ব্যবসা তাহাদের জীবনোপায় হইয়া আসিয়াছে। এই শ্রেণীর রমণীগণ প্রায়ই এই সমস্ত ব্যবসায়ের সহায়তা করিয়া থাকেন। ইহারা স্বীয় ২ জাতীয় ব্যবসা বাল্যকাল হইতে দেখিয়ে২ কথঞ্চিৎরূপে শিক্ষা করিয়া থাকে, কিন্তু বালকদিগকে যে ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, বালিকা দিগকে কেহ সে ভাবে শিক্ষা দেয় না, সুতরাং তাহাদের কার্য্যকারিতা নিতান্ত হীন। তাহারা প্রধানতঃ গৃহ কার্য্যই অভ্যাস করে, জাতীয় ব্যবসা শিক্ষা তাহাদের নিকট নিতান্ত গৌণ উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহাদের মধ্যেও সকল শ্রেণীর রমণীদের পক্ষে জাতীয় ব্যবসা শিক্ষা

করা তুল্য রূপে সুবিধাজনক নহে। তন্তুবায়, কুম্ভকার, ক্ষৌরকার, রজক প্রভৃতি কয়েকটি জাতীয় রমণীগণ অভাবে পড়িলে জাতীয় ব্যবসা অবলম্বন করে, কিন্তু উপযুক্তরূপ শিক্ষা না থাকা বশতঃ তাহারা কখনই পুরুষদের সহিত জীবন সংগ্রামে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইতেছে না। তৎপরে আবার সুসভ্য বৈদেশিকদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অধুনা প্রবৃত্ত হইতে হইতেছে, জীবন সংগ্রাম দিন দিন কঠিন হইতেছে—জাতীয় জীবন সমস্যা দিন দিন গুরুতর ও ভীতিজনক হইয়া উঠিতেছে।

(ক্রমশঃ)

লিখিবার উপাদান।

উপস্থিত ব্যক্তিগণের নিকট মনোগত ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য যেরূপ স্বরগত ভাষার সৃষ্টি হইল, অনুপস্থিত দূরবর্ত্তী লোকদিগের নিকট ইহা ব্যক্ত করিবার জন্য তদ্রূপ সাঙ্কেতিক ভাষা অর্থাৎ লেখার সৃষ্টি হইল। লেখন প্রণালী অতি প্রাচীন-কাল হইতে কি রূপে ভিন্ন ভিন্ন দেশে এবং অস্মদ্দেশে সম্পন্ন হইয়া বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এ স্থলে প্রকটিত হইতেছে। প্রাচীনেরা প্রস্তর ও ইষ্টকোপরি লিখিতেন। লেখার পক্ষে এইগুলি অসুবিধাজনক বলিয়া বিবেচিত হইলে সীস প্রভৃতি ধাতু সকল অবলম্বিত হয়। একটি সীস-দণ্ডে জড়াইয়া সীস-পত্রগুলি একটি আংটা দ্বারা সংলগ্ন থাকিত। প্লিনী বলেন যে, ট্রোজান যুদ্ধের পূর্ব্বে তক্তায় লেখা হইত। ধনাঢ্য রোমানেরা তক্তার পরিবর্ত্তে স্বচ্ছ হস্তি-দন্ত-খণ্ডে লিখিতেন। ইহার পর তালপত্র প্রভৃতি বৃক্ষ পত্রে লিখিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। উক্ত মহাত্মার মতে মিসরীয়েরাই প্রথমে তালপত্র ব্যবহার করেন। প্রাচীন পারস্য ও আওনিয়া-বাসিগণ প্রাণিগণের চর্ম্ম, অস্থি ও অন্ত্রে লিখিতেন। মিসরীয়েরা 'প্যাপিরস' নামক এক জাতীয় গুল্ম ব্যবহার করিতেন। ইহা নীল নদের বদ্বীপে জন্মে বলিয়া গ্রীকগণ ইহাকে 'ডেল্টস' বলিতেন এবং ইহা হইতে ইংরাজী কথা Paper অর্থাৎ কাগজ উৎপন্ন হইয়াছে। এই প্যাপিরস একপ্রকার পাঁকড়া, জলা ভূমিতে জন্মে। ইহা দৈর্ঘ্যে ১০ দশ হাত পর্য্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, ইহার গুঁড়ি ত্রিকোণ, এবং পরিধি একটি বংশের মত, মূলদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্রে বেষ্টিত এবং শিরো-দেশ পত্র ও পুষ্পে সুশোভিত। 'সিপিরস প্যাপিরস' এখন আর মিসরদেশে দেখা যায় না। খৃষ্টাব্দের ৩০০ শত বৎসর পূর্ব্বে পারগেমস-নিবাসিগণ পার্চমেণ্ট বা চামড়ার কাগজ প্রস্তুত করেন। এই কারণে ইহার আর একটি নাম 'পারগে-

মিনা'। গো-বৎস, মেষ ও ছাগলের অন্তঃচর্ম্মে ইহা প্রস্তুত হয়। তদনন্তর ভাল মোম জামার ন্যায় বস্ত্রে লেখা হইত। স্মরণাতীত অতি প্রাচীন কাল হইতে চীন দেশে রেসম নির্ম্মিত কাগজ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। সর্ব্বশেষে আমাদিগের আদৃত কাগজ আবিষ্কৃত হয়। আরবগণ ইহার আবিষ্কর্ত্তা। আরবদেশ হইতে স্পেনে, স্পেন হইতে ফ্রান্সে, ফ্রান্স হইতে জর্ম্মণিতে, জর্ম্মণি হইতে ইংলণ্ডে ইহার প্রবর্ত্তন হয়। স্পিলম্যান নামে এক জন জর্ম্মণ ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে কেন্ট শায়ারের অন্তর্গত ডার্টফোর্ড নগরে প্রথমে কাগজের কল সংস্থাপন করেন। ইনি রাজ্ঞী এলিজেবেথের নিকট হইতে 'সার' উপাধি প্রাপ্ত হন এবং ১৬০৭ অব্দে মর্ত্ত্যলীলা সম্বরণ করেন।

কালী, কলম ও কাগজ তিনই মিসরীয়গণ নীল নদের আশীর্ব্বাদে অপর্য্যাপ্তরূপে প্রাপ্ত হইতেন। প্লিনী ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থকারগণ বলেন যে, মসীতে ঝুল, হস্তিদন্ত ভস্ম বা ভূষা* বহুকাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে এবং পুরাতন হস্তলিপি দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে প্রাচীনেরা যে কোনও উপাদানে মসী প্রস্তুত করুন না কেন উহা গাঢ়তর, সহজে উঠে না ও কালের ক্ষয়কারিণী শক্তিতে কিছুমাত্র বিকৃত হয় না। কাল কালীর ব্যবহার প্রথমে আরম্ভ হইলে পরে নানাবর্ণের কালী উদ্ভাবিত হয়।

*See Disraili's Curiosities of Literature and moon's King's English

পূর্ব্বে যখন ছাপার সৃষ্টি হয় নাই, হস্তলিখিত পুস্তক প্রচলিত ছিল। এবম্বিধ প্রণালী যৎপরোনাস্তি ব্যয়সাধ্য ও শ্রমসাধ্য। চীনদিগের অনুকরণে ছাপার আবিষ্কার হয়। ইহা কাষ্ঠ-খোদিত অক্ষরে নিষ্পন্ন হইত। মেএন্স নগরবাসী ফষ্ট বা ফষ্টস ইদানীন্তন ছাপার অক্ষরের সৃষ্টিকর্ত্তা। এই শুভকরী বিদ্যা জর্ম্মণী হইতে বোহিমিয়া, তথা হইতে ইতালী, ইতালী হইতে হলণ্ড, এবং হলণ্ড হইতে ইংলণ্ডে আনীত হয়।

আংলো-সাক্সন boc (যাহার অর্থ বীচ নামে বৃক্ষ বিশেষ) শব্দ হইতে ইংরাজী book হইয়াছে। এতদ্দ্বারা অনুমিত হইতেছে যে, কাষ্ঠফলকে পূর্ব্বে ইংলণ্ডে পুস্তক লিখিত হইত। লাটীন ভাষায় পুস্তক ও বৃক্ষের অন্তর্ব্বল্কলকে liber বলে, যাহা হইতে library কথাটি উৎপন্ন হইয়াছে। পত্র কথাটি ঐরূপ folium কথা হইতে হইয়াছে। বইএর পাতাকেও পাতা বলে, গাছের পাতাকেও পাতা বলে। * আমাদিগের 'গ্রন্থ' যখন গ্রন্থিদ্বারা সংবদ্ধ, তখন উহা যে ঐরূপে প্রথমে প্রস্তুত হইত তাহা সম্ভব। অতি প্রাচীনকাল হইতে এ দেশে তালপত্র ও ভূর্জ্জপত্র চলিয়া আসিতেছে। উড়িষ্যা অঞ্চলে তাল পাতায় লেখার রীতি অদ্যাপি আছে। কবচ মন্ত্রাদি এখনও ভূর্জ্জপত্রে লিখিত হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে আরব দেশে সর্ব্ব প্রথমে কাগজ ব্যবহৃত হয়।

*See Desraeli's Curiosities of Literature and Moon's King's English.

ইংলণ্ডে যখন ইহা প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার অনেক পূর্ব্বে, অনুমান খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে, ইহা ভারতবর্ষে প্রচলিত হয়। আমরা দুরদৃষ্ট বশতঃ বিলাতী সামগ্রীর অনুরাগী হইয়াছি। দেশীয় উৎকৃষ্ট শিল্পাদি আর ভাল লাগে না। তজ্জন্য বিলাতি মন্দ জিনিষও দেশী ভাল জিনিব অপেক্ষা মনঃপূত হয়। কবে আমাদিগের এই বিষম ভ্রম দূর হইবে? কবে আমরা আপনার দেশের দ্রব্যের আদর করিতে শিখিব? ইংরাজ শাসনাধীনে দেশীয় শিল্পজাত ক্রমেং বিনষ্ট হইতেছে। একটি সামান্য দৃষ্টান্ত দিতেছি দেখ, যে ইংরাজী বিলাত প্রস্তুত কালীর আমরা এত আদর করিয়া থাকি, তাহা কি আমাদিগের প্রাচীনদিগের দ্বারা প্রস্তুত কালীর কাছে দাঁড়াইতে পারে? কখনই নয়। শত শত বর্ষের হস্ত লিপি দেখিলে বোধ হয় যেন উহা অদ্য কি কল্য লিখিত হইয়াছে। কি কি উপাদানে এই উৎকৃষ্ট মসী প্রস্তুত হইত, তৎসমস্ত আমরা অবগত নহি। তবে অনুসন্ধান করিয়া আজ কালের টোলের অধ্যাপকভট্টাচার্য্য মহোদয়গণ যাহাতে উহা প্রস্তুত করিয়া থাকেন, তাহা এই, গয়েরের জল, ভুসা, বয়ড়ার জল ইত্যাদি। প্রাচীন রোমানেরা যে (stylus) কলম ব্যবহার করিতেন, অস্মদ্দেশে উড়িষ্যা অঞ্চলে তালপত্রে লিখিবার নিমিত্ত ঐ রূপ লৌহ লেখনীর চলন আছে। আর উহারা যে রূপ তক্তায় মোম মাখাইয়া লিখিতেন, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে অদ্যাবধি তদ্রূপ তক্তায় কর্দ্দম লিপ্ত করিয়া উর্দ্দূ পারসীক বালকেরা লিখিয়া থাকে। এই বঙ্গদেশে ব্যবসায়ীগণ বিশেষতঃ বস্ত্রব্যবসায়ীগণ বড় চট সেলাইয়ের সুচের মত লৌহ লেখনী দিয়া চতুষ্কোণ কাষ্ঠখণ্ডে আজ কাল হিসাব লিখিয়া রাখে। আমরা বহুদিন হইতে খাঁকড়ার কলমে লিখিয়া আসিতেছি। বাঙ্গালা লেখার পক্ষে ইহাতে যেরূপ সুবিধা হয়, অন্য কোন কলমে তাহা হয় না। পেন কলম বোধ হয় ইংরাজদিগের সঙ্গে সঙ্গে এ দেশে আসিয়াছে, কারণ উর্দ্দূই বল, বাঙ্গালাই বল, হিন্দিই বল, খাঁকড়ার কলমে যেমন লেখা হয় এমন আর কিছুতেই হয় না। আজ কাল ষ্টীল পেনের ব্যবহার অতিশয় হইতেছে, কিন্তু ইহাতে এতদ্দেশীয় কোন ভাষা ভাল লেখা যায় না। পেন কলমে ইংরাজী লেখা যেমন উত্তম হয় ও শীঘ্র শীঘ্র লেখা যায় ইহাতে সেরূপ হয় না। গুণের মধ্যে ইহা দুই এক দিন ব্যবহারে অব্যবহার্য্য হয়, আবার নূতন লেখনী চাই, ইহাতে ব্যবসাদারদেরই লাভ। মুদ্রাযন্ত্র সকল দেশে যুগান্তর উপস্থিত করে। অল্পদিন হইল এদেশে ইহার শুভাগমন হইয়াছে। ইংরাজ শাসন কাল আরম্ভ হইবার পর মার্শম্যান্ প্রভৃতি খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারকগণের যত্নে বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্রের সূত্রপাত হয়। ভারতচন্দ্র প্রভৃতি কবিদিগের গ্রন্থ হস্তলিখিত ছিল, আদৌ মুদ্রিত হয় নাই। মিশনরীগণ বাঙ্গালার ছাপার অক্ষর প্রস্তুত করান। কথিত আছে প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার অক্ষয়কুমার

দত্তের জ্যেষ্ঠতাত ৺ চূড়ামণি দত্তের হস্ত লিপির আদর্শে প্রথমে বাঙ্গালা ছাপার অক্ষর ঢালাই হয় *। অনেক দিন হইতে এ দেশে কাগজ প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু উহা ছাপার কাগজ নয়, মোটা ছোট আকারের সামান্য কাগজ, তাহা এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এদেশে ছাপার সহিত ছাপার কাগজেরও আমদানী হইতে আরম্ভ হইল। শ্রীরামপুরে কাগজ প্রস্তুত হউক বা না হউক, শ্রীরামপুরের ছাপাখানার জন্য যে কাগজ আমদানী হইয়া বাজারে বিক্রীত হইতে লাগিল, তাহা "শ্রীরামপুরে কাগজ" নামে খ্যাত হইল। ইহা তখনকার সচরাচর প্রচলিত কাগজ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, কিন্তু এখনকার কাগজ অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। বালী ও টিটাগড়ের কলে অতি উত্তম ছাপার কাগজ আজ কাল প্রস্তুত হইতেছে। বাঙ্গালার ভাল ভাল ইংরাজী সংবাদ পত্রাদি এক্ষণে প্রায় সকলি এই কাগজে মুদ্রিত হইতেছে। এতদ্দেশীয়েরা উত্তম ছাপার ও লিখিবার কালী প্রস্তুত করিতেছেন। ইহারা নিজের মূল ধনে অতি উৎকৃষ্ট কাগজ প্রভৃতি মনোহর ব্যবহার্য্য দ্রব্য সকল যখন উৎপন্ন করিতে সমর্থ হইবেন, তখন জানিব প্রকৃত উন্নতির দিকে ইহারা কিছু অগ্রসর হইয়াছেন।

* অক্ষয় চরিত ২৭ পৃষ্ঠা।

আর্য্যসমাজ অনাথাশ্রম।

তিন বৎসর হইল বেরিলী নগরে এই অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ইহার কার্য্য সুন্দররূপে চলিতেছে অবগত হইয়া আমরা পরম সন্তুষ্ট হইলাম। ইহার প্রতিপোষক উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ছোট লাট সার অকলাণ্ড কলবিন, সভাপতি দামোদর দাস রইস, সম্পাদক পণ্ডিত রাজা বাহাদুর। অধ্যক্ষ সভায় ১৭ জন ভদ্রলোক আছেন, অধিকাংশই স্থানীয়। তিন জন অধ্যক্ষ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত। গত অক্টোবর পর্য্যন্ত ইহাতে ৩২টী অনাথ অনাথা গৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে ১৩ জন বিদায় প্রাপ্ত, ২ জন মৃত, অবশিষ্ট ১৭ জন আশ্রমে বাস করিতেছে। ইহাদের মধ্যে ৯ জন বালক ও ৮ জন বালিকা। বিদায়প্রাপ্ত দিগের মধ্যে ১ জনকে কোন ভদ্র লোক দত্তক লইয়াছেন, ২ জন আত্মীয়দিগের হস্তে প্রত্যর্পিত হইয়াছে, কাহার জাতীয় ১ টী বালিকা স্বজাতিতে বিবাহিত হইয়াছে, ১২ বর্ষীয় ১টী বালক পলাইয়া গিয়াছে। যে ২টী মরিয়া যায়, তাহারা বালিকা, পূর্ব্ব হইতেই রোগ ভোগ করিতেছিল। ইহাদের মধ্যে একটী নিকটবর্ত্তী কোন জঙ্গলে মৃত মাতার বক্ষোপরি বসিয়া কাঁদিতেছিল, এইরূপ অবস্থায় একজন পুলিস সব-ইন্স্পেক্টর কর্ত্তৃক দৃষ্ট ও গৃহীত হয়।

আশ্রমে পরিত্যক্ত শিশু এবং কয়েদী স্ত্রীলোকদিগের অবগণ্ড সন্তানদিগকে (যাহাদিগকে কারাগারে থাকিতে দেওয়া হয় না) লালন পালন করা হয়। কেবল হিন্দু নহে, মুসলমানদের সন্তানদিগকেও গ্রহণ করা হয়। এখনও আশ্রমে ২টী মুসলমান বালিকা আছে। একটী মুসলমান বালিকার এক মুসলমান যুবার সহিত বিবাহ দেওয়া হয়, তাহাতে চাঁদা করিয়া বিবাহের ব্যয় ৪৫ টাকা উঠে। বিলাস নাম্নী কাহার জাতীয় বালিকার বিবাহেও চাঁদা করিয়া ৫০ টাকা ব্যয় করা হয়। ইহাতে জাতিধর্ম্ম সম্বন্ধে কাহারও কোন ব্যাঘাত করা হয় না। বালক বালিকাদিগের শিক্ষা ও চিকিৎসাদিরও উত্তম ব্যবস্থা আছে। তদ্ভিন্ন ধাত্রী, পাচক পাচিকা, দাস দাসী, সরকার গোমস্তা, চৌকিদার প্রভৃতিরও সুব্যবস্থা আছে। আশ্রমে গত বর্ষে ১৯৮৫।১৫ আয় এবং ১৭৮২।৶১০ ব্যয় হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক শিশুর জন্য মাসে ২॥০ করিয়া দেন, কিন্তু ইহাতে ব্যয়ের অল্পাংশ মাত্রের সংকুলান হয়। সভ্যগণ অন্য প্রকার আয়ের জন্য অতি সুন্দর উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। জন্ম, বিবাহ, পদোন্নতি, মোকদ্দমা জয়, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া, পীড়াশান্তি, অপহৃত বস্তুর পুনঃপ্রাপ্তি এই সকল শুভ উপলক্ষে তাঁহারা দান সংগ্রহ করেন, তাহাতে লোকে আনন্দের সহিত সাহায্য দান করে। বড় বড় লোকে চাঁদাও দিয়া থাকেন। মৃত্যুকালে কোন কোন ধনী অনাথাশ্রমের সাহায্যার্থে দান করিয়া গিয়াছেন। কমিসারিয়েট আফিস হইতে কাপড় প্রভৃতিও মধ্যে২ পাওয়া যায়।

এই আশ্রম এ দেশে প্রথম দৃষ্টান্ত বলিতে হইবে। যেরূপ সুন্দররূপে ইহার কার্য্যারম্ভ হইয়াছে এবং ইহার সভ্যগণ যেরূপ মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে দৃঢ়ব্রত হইয়াছেন, তাহাতে ইহা ভারতবাসী সর্ব্ব সাধারণের নিকট উৎসাহ ও সাহায্য পাইবার যোগ্য। আশ্রমের একটী গৃহ নির্ম্মাণার্থ সভ্যগণ সচেষ্ট হইয়াছেন, তাহা সম্পন্ন হইলে ইহার স্থায়িত্বের অনেকটা আশা করা যায়। ধনাঢ্য নর নারীগণ এরূপ শুভকার্য্যে অর্থদান করিয়া অর্থের সার্থকতা করুন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই আশ্রমের কল্যাণ ও উন্নতি প্রার্থনা করি এবং অন্যান্য ধর্ম্মসমাজকে অনুরোধ করি তাঁহারা এই আর্য্য সমাজের সাধু দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া স্থানে স্থানে অনাথাশ্রম স্থাপন পূর্ব্বক দেশের একটী মহৎ অভাব পূর্ণ করুন এবং নিরাশ্রয় অনাথদিগকে পালন করিয়া অনাথনাথ বিধাতার অনুগ্রহ লাভের অধিকারী হউন।

কাঁচা দুগ্ধ পানের অপকারিতা।

আমাদের চিকিৎসা শাস্ত্রে দুগ্ধের বিশেষ গুণ বর্ণিত হইয়াছে। কেহ কেহ প্রাতে সদ্যো-দোহিত কাঁচা দুগ্ধ পান করিয়া থাকেন। উহা কবিরাজী মতে পাক করা দুগ্ধ অপেক্ষা বলকর এবং কোন কোন ধাতুর লোকের পক্ষে বিশেষ হিতকর। কিন্তু আমাদের চিকিৎসা শাস্ত্রে যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ ও অকাট্য সত্য নহে এবং তাহা সকল স্থলেই প্রযোজ্য হইতে পারে না। ইউরোপীয়গণ আজ কাল যেরূপ বিজ্ঞানের আলোচনা করিতেছেন, বিশেষতঃ আহার্য্য পদার্থের গুণাগুণ সম্বন্ধে তাঁহারা সদাই যেরূপ অনুসন্ধিৎসু, তাহাতে ঐ বিষয়ে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত অনেক স্থলে শিরোধার্য্য করিতে হয়। আজ কালিকার ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণের মত এই যে ধারোষ্ণ বা অপক্ব দুগ্ধ অবিচারে সেবন করা কোন ক্রমেই বিহিত নহে। অনেক অনুসন্ধান দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে শিশু যেমন মাতৃস্তনের দুগ্ধপানের সহিত মাতার স্বাস্থ্য ও অস্বাস্থ্যের ভাগী হয়, মাতার যে রোগ থাকে তাহাদ্বারা আক্রান্ত হয়, গাভীদুগ্ধপানে বয়স্ক লোকের সেই রূপ ঘটিয়া থাকে। গাভীর যে রোগ থাকে, দুগ্ধপানকারী ব্যক্তিরও সেই রোগ জন্মে। কিন্তু দুগ্ধ জ্বাল দিয়া লইলে দুগ্ধের সহিত রোগের যে বীজ থাকে, অগ্নি সংস্পর্শে অনেক স্থলে তাহার কার্য্যকারিতা বিনষ্ট হয়। সাহেবদিগের মধ্যে কাঁচা দুগ্ধ পান করিবার প্রথা প্রচলিত আছে, এই নিমিত্ত বিলাতের চিকিৎসকগণ এই বিষয় লইয়া বিশেষ আলোচনা করিতে-ছেন। সম্প্রতি লণ্ডনের কোন বৈজ্ঞানিক সভায় ষ্টাটিক নামক কোন চিকিৎসক অপক্ব দুগ্ধ সেবনের অপকারিতা বিশেষ রূপে প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছেন। একদা একটী গাভীর গাত্রে একটী ক্ষত হয়, সেই ক্ষত রোগে ছয় সাত মাসের মধ্যে তাহার মৃত্যু হয়। উক্ত চিকিৎসক অনু-সন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন যে ঐ গাভীর দুগ্ধ যাহারা পান করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকের ঐ ক্ষত রোগ জন্মিয়াছিল এবং তাহাতেই তাহাদের মধ্যে কয়েকজনের মৃত্যু ঘটে। শিশুদিগের অন্ত্রের ক্ষয় রোগ নামে এক প্রকার রোগ জন্মিয়া থাকে। এবারডিনের ডাক্তার হেমিল্টন প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে উক্ত রোগাক্রান্ত গাভীর দুগ্ধ জ্বাল না দিয়া পান করান হয়, তাহা-তেই অনেক শিশু ঐ রোগাক্রান্ত হইয়াছে। কাঁচা দুগ্ধ পান করার আরও একটী দোষ আছে। জল বা দুগ্ধ যে স্থানে রক্ষিত হয়, তাহার চতুর্দ্দিকস্থ বায়ুতে যাহা কিছু দূষিত পদার্থ, তাহা ঐ জলে বা দুগ্ধে সংক্রামিত হয়। অনেকেই দেখিয়া থাকি-বেন যে বাটীর জানালায় নূতন রঙ লাগা-ইবার পরে তাহার নিকট যদি কোন পাত্রে

করিয়া জল রাখা যায়, তাহা হইলে রঙের অতি সূক্ষ্ম রেণু সকল আকৃষ্ট হইয়া জলের উপর ভাসিতে থাকে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে রঙের দুর্গন্ধ হ্রাস পায়। দুগ্ধেরও এইরূপ নিকটস্থ বায়ু বা অন্য কোন দ্রব্যের রেণু আকর্ষণ করিবার সম্পূর্ণ শক্তি আছে। যেখানে দুগ্ধ রক্ষিত হয়, তাহার নিকট যদি দুর্গন্ধময় নর্দমা থাকে, তাহা হইলে ঐ নর্দমা হইতে উদ্ভূত দূষিত পদার্থ উহার সহিত মিশ্রিত হয়। এই প্রকারে দূষিত দুগ্ধপান দ্বারা অনেকে রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। কিন্তু দুগ্ধ এইরূপে দূষিত হইবার পর যদি তাহা অগ্নিতে সিদ্ধ করা হয়, তাহা হইলে তাহার আর কোন দোষ থাকে না। ইউরোপীয় চিকিৎসকগণ যতদূর অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে কাঁচা দুগ্ধ ব্যবহার না করিয়া উহা জ্বাল দিয়া পান করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। অতএব কাঁচা দুগ্ধ যেখানে পান করিতে হয়, অনেক সতর্ক হইয়া করা কর্ত্তব্য।

মহরম মহোৎসব।

মুসলমান ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহম্মদের দৌহিত্র হোসেন ও হাসেন অন্যায় যুদ্ধে নিহত হন, তাঁহাদের জন্য শোক প্রকাশার্থ এই মহোৎসব। মহরমের সময় মুসলমানেরা (হিন্দুদিগের ন্যায়) কোনও দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি গঠন করে না, কিন্তু অনেক প্রকার চিত্র, নিশান ও চিহ্নের কল্পনা করিয়া থাকে। সেহান্দা নামক একবিধ ধ্বজা এই সময়ে ভক্ত মুসলমানের গৃহ প্রান্তরে দেখিতে পাওয়া যায়, উহাতে উষ্ট্র, কবর, মক্কার মন্দির, কোরাণ সরিফের নক্সা চিত্রিত হয়। মহম্মদের বংশীয় কয়েক ব্যক্তির নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য আর এক প্রকার ধ্বজা প্রস্তুত হইয়া থাকে, উহা বৃদ্ধেরা তাজিয়ার উৎসবের সময় স্ব স্ব স্কন্ধে বহন করে। এই পতাকা যখন প্রকাশ্য বর্ত্ম মধ্য দিয়া বাহিত হয়, তখন মুসলমানদিগকে হাত তুলিতে হয়। সুন্নীগণ এই সময়ে আপনাপন ধ্বজায় তিনটী এবং সিয়াগণ পাঁচটি নক্সা দেখাইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা উৎসব কালে সিয়া ও সুন্নী সম্প্রদায়কে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নির্ব্বাচন করা যাইতে পারে।

সুপ্রসিদ্ধ কার্ব্বালার মাঠে হোসেন নিহত হয়। মুসলমানেরা কার্ব্বালা প্রান্তরস্থ হোসেনের সুবৃহৎ কবরের অনুকরণে কাগজ, সোলা বা কোনও প্রকার ধাতুর কৃত্রিম কবরের (যাহার যেমন সাধ্য সেই মত) সুশোভিত করিয়া থাকেন। এই কবরের নাম তাজিয়া। মহরমের শেষ

দিনে ইহা স্কন্ধে করিয়া প্রকাশ্য ভাবে বাজার বা রাস্তা দিয়া বহন করা হয়, এবং তৎসঙ্গে মহা সমারোহের আবির্ভাব হয়। অবশেষে এই তাজিয়াকে কেহ নদী বা সরোবরের জলে নিক্ষেপ করেন, কেহ বা প্রান্তরে প্রোথিত করিয়া গৃহে ফিরিয়া আইসেন। এই উৎসব কয়েক দিবস ব্যাপিয়া সম্পন্ন হয়, একদিন সমস্ত রাত্রি মুসলমানদিগকে নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জাগ্রৎ থাকিয়া নৃত্য, গীত, লাঠী ও তলোয়ার ক্রীড়া প্রভৃতি করিতে হয়: আর এক দিবস মধ্যাহ্নে ঐরূপ করিবার বিধি আছে, ইহার নাম "দুপুরে মাতন"।

তাজিয়া প্রতিরোধ চেষ্টা করা মুসলমান শাস্ত্র মতে নিতান্ত গর্হিত কর্ম্ম, এই জন্য হিন্দু ও মুসলমানে প্রায়ই বিষম বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। অনেক হিন্দু বিশেষতঃ মহারাষ্ট্রগণ তাজিয়া উৎসবে সানন্দে যোগ দেয়। আমরা অনেক স্থানে দেখিয়াছি, অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায় মুসলমান পির, কবর, মসিদ প্রভৃতিকে ভক্তির সহিত মান্য করে, এবং অনেক মুসলমানকেও হিন্দু দেব দেবীর সম্মাননা করিতে দেখিয়াছি। আজমীরের জগদ্বিখ্যাত খাজেসাহেবের দরগায় বহু সংখ্যক হিন্দু ভক্তিভরে পূজা দেয়। আমাদের বাঙ্গালা দেশে জাতিভেদের নিতান্ত টানাটানি ও কষাকষি, কিন্তু উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বা রাজপুতানায় এ সকল কিছুই নাই। সেখানে মুসলমানের সহিত হিন্দু এক শয্যায় পান ও তমাক খায়, বাটীর ভিতরে ও দেবালয়ে যবন প্রবেশ করে এবং কেবল ভাত ও রুটি খাওয়া ভিন্ন আর সকল প্রকার ব্যবহার মুসলমানের সহিত হিন্দুর চলিয়া থাকে।

মালব ও দাক্ষিণাত্যে মহরমের ভারি ধুম হয়। শত শত হস্তী, অশ্ব, ও উষ্ট্র এবং লক্ষ লক্ষ মনুষ্য তাজিয়ার সহিত গমন করে। পশুদিগকে সুবর্ণ, হীরক, মণি মাণিক্য খচিত বহুমূল্য ও দুর্লভ পরিচ্ছদে সুশোভিত করা হয়। কলিকাতার মির্জ্জা মেহেদি ও হাজি কার্ব্বালার তাজিয়োৎসব মন্দ নহে। মুর্শিদাবাদের নবাবের মহরমে অনেক টাকা ব্যয় হয় এবং ভূপালের বেগম লক্ষ লক্ষ টাকা তদুপলক্ষে দান করেন। রাজপুতানার অনেক হিন্দু রাজা তাজিয়া প্রস্তুত করিয়া উৎসব সম্পন্ন করেন। ছোটনাগপুর ও বেহারের অনেক ধনাঢ্য হিন্দু অতি সমারোহে হোসেনের মহরম উদযাপন করিয়া থাকেন এবং হিন্দু মুসলমান উভয়েই সমান উৎসাহ ও আনন্দে লাঠি ও তলবার খেলিয়া থাকে। মুসলমান জাতির "তাজিয়াখানা" ভারত ভিন্ন আর কোথাও নাই। ইহার অন্য নাম "ইমাম বাড়া", অনেক ভক্ত ও ধনী মুসলমান মৃত্যুর পূর্ব্বে ইমাম বাড়া প্রস্তুত করিয়া রাখেন এবং মৃত্যু হইলে ইহাতে সমাহিত হয়েন। হুগলীর মহম্মদ মশীন্ কৃত ইমাম বাড়া এবং লক্ষ্ণৌয়ের আসফউদ্দৌলার ইমামবাড়া দেখিবার যোগ্য।

শরৎকাল।

কি মোহন সাজে প্রকৃতি সুন্দর
সাজিছে শরতে, তরুলতা বন,
সবুজ রঙ্গের শাড়ী খানি পরি
মোহিত করিছে মনুষ্যের মন! (১)

নাহি ঘন ঘটা প্রাবৃটে যেমন,
সুনীল অম্বর, অনন্ত প্রসার—
সুধাকর করে—শোভিছে কেমন,
আনন্দে মগন নিখিল সংসার! (২)

শোভার ভাণ্ডার বিশাল মেদিনী
ধন ধান্যে আজ তুষিছে অন্তর,
মোহিছে মানস ভুবনমোহিনী
স্বভাবের শোভা—মরি কি সুন্দর!(৩)

শারদ উৎসবে পতিব্রতা সতী
প্রতীক্ষা করিছে পতি আগমন
সম্বৎসর পরে হেরি সে মূরতি
আনন্দ-সাগরে হইবে মগন! (৪)

স্নেহময়ী মাতা আছে পথ চেয়ে
কখন আসিবে অঞ্চলের ধন?
বহু দিন পরে হারানিধি পেয়ে
সে চাঁদ বদন করিবে চুম্বন। (৫)

তনয় তনয়া ঝাঁপ দিয়ে কোলে
উঠিবে কখন?—ভাবিয়া আকুল।
ওই বুঝি এল 'বাবা বাবা' বলে
ছুটে যায় বেগে তটিনীর কূল। (৬)

নানা জাতি ফুল,—রয়েছে ফুটিয়া
পাদপ-জড়িতা—লতিকার গায়,
ভোমরা আসিয়া লইছে লুটিয়া
মধু পিয়ে মত্ত গুন গুন গায়। (৭)

বিজনে বসিয়ে করিছে কূজন
'ঘুঘু পাখী',—কিবা সুমধুর স্বর!
করিয়ে শ্রবণ ভাবুক সুজন
ভাবেতে বিভোর বিমুগ্ধ অন্তর!(৮)

এমন শরৎ সৃজিলেন যিনি
না জানি সে জন কতই সুন্দর?
কিবা সুনিপুণ তাঁহার লেখনী
চিত্রিলা এ চিত্র? ধন্য শিল্পিবর!(৯)

পতিব্রতা কামিনী।

দেশ পর্য্যটক এবর্য়ার্ডেয় যে সকল পত্র ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে প্রচারিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে একখানি পত্রে পতিপরায়ণতার এক আশ্চর্য্য উদাহরণ উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি এক বন্ধুকে লিখিয়াছেন:—"আমি আল্পস পর্ব্বতের নানা অংশে ও জর্ম্মণিদেশে পরিভ্রমণ করিয়া বিবেচনা করিলাম, ইড্রিয়াতে যে ভয়ঙ্কর পারদের আকর আছে, তাহা না দেখিয়া স্বদেশে প্রতি-নিবৃত্ত হইব না। এই ভাবিয়া আমি আকরে প্রবেশ করিলাম। উহা একটী গভীর খাত বিশেষ; সেখানে

সূর্য্যালোক কখনও প্রবেশ করিতে পারে না। যাহারা উৎকট অপরাধে অপরাধী, তাহারা রাজদণ্ড অনুসারে সেই স্থানে যাবজ্জীবন বদ্ধ থাকিয়া কর্ম্ম করে। এই হতভাগা লোকদিগের যন্ত্রণার পরিসীমা নাই। একে সেই অন্ধকারাবৃত ভীষণ স্থানে বাস, তায় আবার কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের নিষ্ঠুর প্রহার ও অত্যাচার! সর্ব্বদা পারা ঘাঁটিয়া তাহাদের শরীর এরূপ তেজোহীন কৃষ্ণবর্ণ হয় যে দেখিলেই ভয় লাগে। সেই পারার দোষে শীঘ্র তাহাদের অগ্নিমান্দ্য ঘটে এবং শরীরের সন্ধিস্থল সকল সঙ্কুচিত হইয়া যায়। প্রায়ই দুই বৎসরের মধ্যে তাহাদের মৃত্যু সংঘটিত হয়।

এই ভয়ঙ্কর স্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে আমি ভাবিতে লাগিলাম. মনুষ্য অর্থের লালসায় অন্যের উপর কি বিষম অত্যাচারই করিয়া থাকে! এই সময়ে হঠাৎ পশ্চাৎ দিক হইতে এক ব্যক্তি আমার নাম গ্রহণ ও সপ্রেম সম্ভাষণ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই তুমি কেমন আছ?" আমি চমকিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া দেখি, সর্ব্বাবয়ব কৃষ্ণবর্ণ বিকটমূর্ত্তি এক পুরুষ আমার নিকট আসিয়া অতি ক্ষীণ স্বরে বলিতে লাগিল, "কি ভাই আমাকে চিনিতে পারিতেছ না?" হা! দুর্দ্দৈব! আমি একটু পরেই চিনিলাম, তিনি আমার বহুকালের বন্ধু—কৌণ্ট আলবার্ট। তাঁহাকে তোমার স্মরণ হইবে। তিনি বিয়েনার রাজসভায় একজন সভ্য ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা প্রফুল্লচিত্ত, স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জাতির সর্ব্ব লোকের আদরভাজন ও সুযোগ্য পুরুষ ছিলেন। তুমিই বলিতে তিনি ইদানীন্তন কালের অলঙ্কার স্বরূপ; তাঁহার দয়া দাক্ষিণ্য প্রচুর পরিমাণে আছে; তিনি স্বীয় সম্পত্তি দ্বারা কেবল দীন দুঃখীদিগের ক্লেশ বিমোচন করিয়া থাকেন।

তাঁহার ঈদৃশ দুরবস্থা দর্শনে শোকাভিভূত হইয়া আমি অশ্রুপাত করিতে লাগিলাম। অনন্তর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি এখানে কিরূপে আইলেন? তিনি বলিলেন, আমি দ্বন্দ্বযুদ্ধে এক সেনাপতিকে মৃতপ্রায় করিয়া পলাইয়া ইট্রিয়ার জঙ্গলে কতকগুলি দস্যুর আশ্রয়ে প্রায় নয় মাস লুকাইয়া ছিলাম। পরে সেই দস্যুদিগের সহিত আমি ধরা পড়িয়া প্রাণদণ্ডার্থ রাজধানীতে নীত হই। তথায় আমাকে অনেকে চিনিলেন এবং বন্ধুগণ আমার অব্যাহতি জন্য বিস্তর অনুরোধ করিলেন; তাহাতে আমার প্রতি প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে এই স্থানে যাবজ্জীবন রুদ্ধ থাকিয়া কর্ম্ম করিবার আদেশ হইয়াছে।

এইরূপে আমার নিকট আলবার্ট আত্মবিবরণ বর্ণন করিতেছেন এমন সময় একটী স্ত্রীলোক উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আকৃতি দেখিয়া বোধ হইল, তিনি অবশ্য কোন সম্রান্তলোকের কন্যা হইবেন। তাদৃশ বিষমাবস্থায় থাকাতেও তাঁহার সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হয় নাই। তখনও তাঁহার রূপমাধুরী বিলক্ষণ মনোহারিণী ছিল। তিনি জর্ম্মণির এক অতি সম্রান্তবংশীয় কন্যা; কাউণ্ট

আলবর্টের পত্নী। তিনি পতির অপরাধ মোচনের নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা করিয়া তাহাতে বিফল-প্রযত্ন হওয়াতে অবশেষে তাঁহারস্বরূপ দুঃখভাগিনী হইবার নিমিত্ত এখানে আসিয়াছেন। তিনি পতি-সহবাসে সন্তুষ্টচিত্তে কালযাপন করিতেছেন; তাঁহার সহিত আকরে কর্ম্ম করিতেছেন। তাঁহার যে কিরূপ সুখ সৌভাগ্যের অবস্থা ছিল, তাহার বিষয় একবার স্মরণও করেন না। কেবল আপনার ব্রত পালন সুখেই সুখী হইয়া আছেন।"

এইরূপ ধর্ম্মনিষ্ঠা একবারে নিষ্ফল হয় না। এই পত্র লিখিবার নয় দিবস পরে এবরার্ড আর এক পত্র লিখিয়াছেন। তাহাতে লিখিত আছে,—

"আমি সেই আকরের সন্নিকটে একটী গ্রামে থাকিতে থাকিতে দেখিলাম, তথায় বিয়েনা হইতে তিনটী পুরুষ পরেপরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাদের মধ্যে একজন আলবর্টের পত্নীর সহোদর; দ্বিতীয় ব্যক্তি তাঁহার পিতৃব্য-পুত্র; তৃতীয় ব্যক্তি সহযোদ্ধা ও পরম বন্ধু। আলবর্ট যে সেনাপতির সহিত দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করিয়া এই বিপদে পতিত হইয়াছেন, তিনি মুমূর্ষু দশা হইতে উঠিয়া সুস্থ হইয়া আলবর্টের অপরাধ মার্জ্জনা করাতে সম্রাট তাঁহার দণ্ড মোচন করিয়াছেন। তদনুসারে তাঁহারা তাহাদের স্ত্রী পুরুষকে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন।

এই সংবাদ শ্রবণে আমি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে লইয়া আকরে গমন করিলাম। এই অভাবনীয় সুখের সংবাদে নিপীড়িত কাউণ্ট আলবর্টের শ্রমশুষ্ক মুখমণ্ডলে যে কিরূপ আনন্দের চিহ্ন প্রকাশ পাইল, তাহা বর্ণন করা যায় না। আর তাদৃশ যন্ত্রণাময় কারাগারে আত্মীয় জনের মুখ দর্শনে এবং পতির বিমুক্তির সংবাদ শ্রবণে সেই পতিপ্রাণা কামিনীর যে কি অপরিসীম আনন্দোদয় হইয়াছিল, তাহাই বা কিরূপে বর্ণন করিব? অতঃপর তাঁহাদের সেই কয়েদীর বেশ পরিবর্ত্তন ও গাত্র সংস্কারাদি করিতে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইল। যখন তাঁহারা স্ত্রীপুরুষে সেই স্থানের অপর দুর্ভাগ্য সহচরদিগের নিকট বিদায় লইতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া আমি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলাম না।"

পূতচরিত্রা পত্নীর সহিত আলবর্ট আকর হইতে উঠিয়া পুনর্ব্বার সূর্য্যের মুখ দেখিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সকল সুখ সম্পদ প্রত্যাগমন করিল।

মৃত্যু।

আমরা মনে করি, একদিনে—এক দিনে কেন,—একক্ষণে মৃত্যু হয়। ইহা আমাদের বদ্ধমূল ভ্রান্তি। আমরা ভাবি, মুমূর্ষুর নাভিশ্বাস হইতে কণ্ঠশ্বাস পর্য্যন্ত

যে সময় টুকু, তাহাই মৃত্যুকালের প্রকৃত পরিমাণ। বাস্তবিক তাহা নহে। এরূপ মৃত্যুর অনেক দিন পূর্ব্বহইতে মানুষের মৃত্যুর আরম্ভ হইয়া থাকে। আমরা দেখিতে পাই না; কিন্তু মৃত্যু আমাদিগের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সংযোগ করিয়া শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে থাকে। বোধ হয় পৃথিবীর শ্বাপদ জন্তুগণ মৃত্যুর নিকট শিকার কৌশল অভ্যাস করিয়াছে। সেই জন্য তাহারা যখন অন্য জন্তুকে আক্রমণ করে, তাহাদের গ্রাসে পতিত হইবার পূর্ব্বে আক্রান্ত জন্তুগণ কিছুই জানিতে পারে না। কিছুকাল পর্য্যন্ত মানুষের শরীর বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তাহার পর কিছুকাল ক্ষয়োদয়শূন্য হইয়া সমভাবে থাকে, তাহার পর ক্ষয় হইতে আরম্ভ হয়। যাহারা বৃদ্ধকাল বা সাম্যকালের মধ্যে হঠাৎ মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হয়, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু যাহারা পরিণত বয়সে মরে, বোধ হয়, ৪০ বৎসর বয়সের সময় হইতেই তাহাদের প্রতি মৃত্যুর দৃষ্টি পতিত হয়। অন্যান্য জড় বস্তু সম্বন্ধে প্রকৃতি যে নিয়ম বিধান করিয়াছেন, মনুষ্যেরা অহঙ্কার প্রযুক্ত যাহাই ভাবুন, তাঁহাদের দেহ সম্বন্ধেও সেই একই নিয়ম প্রযুক্ত হইয়াছে। যেমন একখণ্ড কাষ্ঠ বা অন্য কোন বস্তু মৃত্তিকার উপর পতিত থাকিলে, তাহার চতুঃপার্শ্ব হইতে ক্ষয় আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ তাহা বিনাশ প্রাপ্ত হয়; মনুষ্যের মৃত্যুর ক্রমও সেইরূপ। অগ্রে বাহ্যেন্দ্রিয়-গণের মৃত্যু হয়, চক্ষে চালসে ধরা, জিহ্বায় বস্তুর স্বাদ না পাওয়া, শ্রবণশক্তির হ্রাস হওয়া ইত্যাদি ঐ মৃত্যুর লক্ষণ। অনেক পরিণতবয়স্ক ব্যক্তি এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়া থাকেন যে, পূর্ব্ব কালের ন্যায় এখন আর খাদ্য বস্তুর আস্বাদ নাই;—কিন্তু তাঁহারা নিজে যে আর পূর্ব্বকালের মত নাই, ইহা একবার ভ্রমেও মনে করেন না। মানুষের যত বয়স হয়, বিষয়ে ততই বিরাগ জন্মে; কেবল আধ্যাত্মিক ভাবের প্রাবল্যই যে ইহার কারণ তাহা নহে; বিষয় ভোগে বাহ্যেন্দ্রিয়ের আনন্দ-জননশক্তির হ্রাসও তাহার প্রবল কারণ, এই রূপে বাহ্যেন্দ্রিয়ের মৃত্যুর আয়োজন পূর্ণ হইলে পরে অন্তরিন্দ্রিয়গণ মরিতে আরম্ভ করে। বুদ্ধিভ্রংশ, অনুৎ-সাহ, ভ্রমরতি প্রভৃতি তাহার বাহ্য লক্ষণ। যখন দেহের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত, তখনও হয়ত অনেকে মৃত্যুর আক্রমণ দেখিতে পান না, তখনও হয়ত কেহ কেহ এরূপ মনে করেন, আর সকলে মরিবে, কেবল আমি নহি। সকলই ভগবৎ-লীলা, ইহার উপর কথা নাই। কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রকারেরা ছাড়িবার পাত্র নহেন,—তাঁহারা বলিয়াছেন,—

"পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ" অর্থাৎ পঞ্চাশের অধিক বয়স হইলে বনে যাওয়া বা সংসার চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎ চিন্তায় নিযুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য। যখন দেহ ও মনের নিস্তেজ অবস্থা হয়, তখন আর সংসারে সুখ থাকে না,—বরং পদে পদে অসুখী হইতে হয়। বর্ত্তমান কালে

শাস্ত্রকারগণের উক্ত উপদেশ কিরূপে পালন করা উচিত, যাঁহারা সুপণ্ডিত বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহোদয় প্রণীত "পারিবারিক প্রবন্ধ" পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন; অবশিষ্ট পাঠকগণকে সেই গ্রন্থ পাঠ করিতেই অনুরোধ করিলাম।

সাহেবগঞ্জ।

সাহেবগঞ্জ কলিকাতা হইতে অনুমান ১০৫ ক্রোশ। ইহা একটি ক্ষুদ্র বাণিজ্য স্থান। পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে যে সমস্ত গোধূম, সর্ষপ প্রভৃতি জন্মায়, এখান হইতে সেগুলি কলিকাতা ও অন্যান্য প্রধান প্রধান নগরে রপ্তানী হইয়া থাকে। বলিতে কি রেলওয়ে কোম্পানীর প্রসাদেই এই স্থানটির এত আদর হইয়াছে। ইঁহাদিগের এখানে একটি বড় ষ্টেশন আছে। ইহা গঙ্গা নদীর তটে। রেলওয়ে কোম্পানীর "ব্রাডফোর্ড লেস্‌লি" নামে বাষ্পীয় জলযানে এখান হইতে পরপারবর্ত্তী মণিহারী, কারাগোলা ও বেহারের অপরাপর স্থানে এবং আসাম প্রদেশে অনায়াসে গতিবিধি করা যায়। কারাগোলার মাঘী পৌর্ণমাসীতে এক প্রকাণ্ড মেলা হয়। ঐ মেলায় বহুদূর দেশ হইতে নানাবিধ বাণিজ্য ও শিল্পজাত সমূহ এবং বহু সংখ্যক অশ্ব মেষাদি আনীত ও বিক্রীত হয়। সাহেবগঞ্জ হইতে কারাগোলা যাইতে ।৵ আনা করিয়া ও মণিহারীতে যাইতে হইলে ৶০ আনা করিয়া ভাড়া লাগে। শেষোক্ত স্থানে আসাম বেহার রেলওয়ের একটি ষ্টেসন আছে। সাহেবগঞ্জে খাদ্য দ্রব্য বহুল পরিমাণে সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। অল্প আয়ে এখানে বেশ সুখে জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে, রুই ও আর আর ভাল ভাল মৎস্য বেশ পাওয়া যায়। মাগুর প্রভৃতি বিলজ মৎস্য আদৌ পাওয়া যায় না, তাহার কারণ এখানে বিল ও পুষ্করিণী কিছুই নাই। স্থানটি কিছু গরম হইলেও বেশ স্বাস্থ্যকর, জল বায়ু অতি উত্তম, অতি সহজে উত্তমরূপে পরিপাক হয়। স্থানটি পর্ব্বতময়। ষ্টেশনের অতি নিকটে ভূধর শ্রেণী সদর্পে মস্তকোত্তোলন করিয়া রহিয়াছে। পশ্চিম হইতে কিছু বক্রভাবে এখান দিয়া লৌহবর্ত্ম যাওয়াতে গাড়ী যখন ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে তখন এক অতীব মনোহর দৃশ্য হয়, বোধ হয় যেন গিরিগহ্বর হইতে বৃহৎকায় ভুজঙ্গ বিনির্গত হইয়া ক্রোধভরে আস্ফালন করিতে করিতে আসিতেছে। প্রকৃত সাহেবগঞ্জ নব-প্রতিষ্ঠিত নগরী হইতে কিছু দূরে। উহা কয়েক খানি খোলার ঘরের সমষ্টি একটি সামান্য পল্লী মাত্র। আমরা উহাও দেখিয়াছি। এখন যে স্থানটি উক্ত

নামে পরিচিত, তাহাকে সক্রিগলি বলে। এখানেই ডাক ঘর, রেলওয়ে কোম্পানীর ইউরোপীয় কর্ম্মচারীগণের বাঙ্গালা, টেলিগ্রাফ আপিস, ডাক বাঙ্গালা, ডাক, মধ্য ইংরাজীস্কুল, গির্জ্জাঘর, ক্লব হউস অর্থাৎ সাধারণ পাঠাগার, চিকিৎসালয় ও বাজার সকলি এই নূতন সাহেব গঞ্জে অর্থাৎ সক্রিগলিতে। ষ্টেশনটী দ্বিতল গৃহ। নিম্নতলে ষ্টেশনের কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, উপরতলে টাফিক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের আপিস। সাধারণতঃ বাড়ীগুলি খোলা নির্ম্মিত।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, স্থানটি ক্ষুদ্র, লোক সংখ্যা বড় অধিক হইবে না। সাহেব ও বঙ্গালীভিন্ন হিন্দুস্থানী ও পাহাড়িয়াগণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে সকল হিন্দুস্থানী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা বোধ হয় অনেকে বেহার অঞ্চলের কার্য্যসূত্রে এখানে আসিয়া নিবাসী বা প্রবাসী হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন মাড়ওয়ারী ব্যবসায়ীগণ আছে। মুসলমানের সংখ্যা কিঞ্চিৎ ন্যূন বলিয়া বোধ হয়। পাহাড়িয়াগণ জড় ও সূর্য্যের উপাসক। ইহারা নিম্ন ভূমিতে অর্থাৎ সহরে প্রায় থাকে না, পাহাড় হইতে হাট বাজার করিতে আসে যায়। ইহাদিগের বর্ণ শ্যাম, দেহ বলিষ্ঠ ও দ্রঢ়িষ্ঠ, কেশ স্ত্রীলোকদিগের মত দীর্ঘ ও ঝাপটা কাটা এবং চুলে চিরুণী সংলগ্ন। ইহারা মোটা দেশী কাপড় মালকোঁচা করিয়া পরিয়া থাকে। অনেকের এক এক খানি শালুর উত্তরীয় এবং হস্তে প্রায় এক এক গাছি যষ্টি থাকে। পুরুষদিগকে দেখিলে অনেকটা মেয়েদিগের মত বোধ হয়—গোঁফ দাড়ি যাহা পুরুষের একটী প্রধান চিহ্ন, তাহা নাই, কামাইয়া ফেলে। স্ত্রীলোকগণ অসভ্য ধাঙ্গড়দিগের ন্যায় বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকে। কিন্তু অনেকের দেখিয়াছি কসি দিয়া কাপড় না পরিয়া মোটা সুতা বা দড়ি দিয়া এমন ভাবে দোহারা করিয়া বাঁধিয়া রাখে যে উপর হইতে এক পাটের কিয়দংশ নাভিস্থল হইতে কটিদেশে আসিয়া পড়াতে বোধ হয় যেন একখানি মোটা পাছা পেড়ে কাপড় পরিয়াছে। এই পর্ব্বতবাসিনীগণ কাচের চুড়ী, মোটা পিত্তল বা কাঁসার গহনা কুনুই পর্য্যন্ত এবং উপর হাতে বড় বড় মোটা কাচের চুড়ি পরিয়া থাকে। কর্ণদ্বয় সমস্ত ঊর্দ্ধ হইতে অধোদেশ পর্য্যন্ত কর্ণভূষণে (মাকড়িতে) বিভূষিত ও ছিদ্রময়। সকল স্ত্রীলোকের বাম স্কন্ধদেশের উপরিভাগ হইতে দক্ষিণ বাহুর নিম্নদেশ পর্য্যন্ত এক খানি লালবস্ত্রে (শালুতে) সমস্ত বক্ষঃস্থল আবৃত। ইহাদিগের অনেকের এরূপ স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য আছে যে তাহাদিগকে যথার্থ স্বভাব-সুন্দরী বলা যাইতে পারে। পাহাড়িয়ারা সুরাপায়ী বটে, কিন্তু ইহারা স্ত্রী পুরুষ বড় ধূমপানাসক্ত বিশেষতঃ গাঁজিকা। গবর্ণমেণ্ট মাদক দ্রব্য সেবন প্রচারে যত্নবান থাকিয়া গরিব প্রজাবর্গকে বিপদ সাগরে ভাসাইয়া সর্ব্বত্র লাভবান হইতে কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষুণ্ণ হইতেছেন না। এই উক্তির সার্থকতা এস্থলেও প্রতিপন্ন হইতেছে। যাহারা খাইতে পরিতে পায়

না, তাহারা বহুকষ্টে অর্জ্জিত পয়সাটি পাইবামাত্র অমনি গাঁজায় বা মদে ব্যয় করিতেছে। ইহা দেখিলে সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয়ে কি ভাব উপস্থিত হয়?

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে সাহেবগঞ্জে একটি মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় আছে। এই বিদ্যালয়টি রেলওয়ে কোম্পানীর একটি ছোট বাড়ীতে হয়। কোম্পানী অনুগ্রহ করিয়া বাড়ীটি দিয়াছেন। শিক্ষকগণ বাঙ্গালী। ইহাতে ইংরাজী, বাঙ্গালা, হিন্দী ও ফারেশী অধীত হয়। ছাত্রসংখ্যা অধিক নহে, বেশির ভাগ বাঙ্গালা ও হিন্দুস্থানী, অবশিষ্ট অল্পাংশ মাত্র পাহাড়িয়া। বেতন হার তুলনায় অল্প। পাহাড়িয়াদিগের নিকট হইতে কিছুমাত্র বেতন লইবার সরকারের হুকুম নাই সত্য, কিন্তু এক আবগারিতে সব মাটি করিয়াছে।

এই অঞ্চলের পাহাড়ে অতি উপাদেয় আহার দ্রব্য জন্মিয়া থাকে, তন্মধ্যে আতা, অলাবু ও তরমুজ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। পাহাড়ের বাঁশ ছোট ও সরু হইলেও নিরেট, সুতরাং বড় শক্ত। ইহাতে অতি উত্তম যষ্টি হয়। পর্ব্বতশিখর এরূপ রমণীয় ফল মূল ও ঝরণার নির্ম্মল পানীয় জলে সুশোভিত যে, ঋষিরা যে কেন এ সকল স্থানে অবস্থিতি করিয়া দেহের ও মনের সচ্ছন্দে যোগাভ্যাস করিতেন, তাহা সুন্দররূপে বোধগম্য হয়।

ভক্তি, ভক্ত ও ভগবান্।

ভক্তিশাস্ত্রে অভিন্ন তত্ত্ব; কেন না ভক্তি হইলে ভক্ত পাই, ভক্ত পাইলে ভাবাকর্ষণ হয়। কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগীর নিকট একথা বাতুল প্রলাপবৎ বোধ হইতে পারে; কিন্তু যিনি ভক্ত তিনি জানেন, একথা,—কেমন কথা। যাঁহার মন বিষয়ে সুখ না পাইয়া প্রতিহত হইয়াছে, তিনিই ভক্তির দ্বারে মস্তক লুণ্ঠিত করিয়া মনে মনে বুঝিতেছেন, ভক্তি ভিন্ন জীবের গতি নাই, কেন না ত্রিতাপদগ্ধ জীবের জুড়াইবার যে একটী মাত্র স্থান আছে, ভক্তিই সেই স্থান দর্শনের দর্পণ স্বরূপ, ভক্তিই সেই উচ্চস্থানে উঠিবার সোপানস্বরূপ।

জীব চায় কি, তাহা নিজে জানে না; জীবের গতি কোন্ দিকে, তাহা নিজে দেখিতে পায় না, এই জন্যই তাহার এত দুঃখ। সে লঘুতম তৃণখণ্ডের ন্যায় প্রকৃতির স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে গম্য স্থানে যাইতেছে। যেখানে সুখের গন্ধ পায়, সেইখানে দাঁড়াইবার চেষ্টা করে, কিন্তু দাঁড়াইতে পারে না। কেন না নদী সমুদ্রে মিলিবে; পথে দাঁড়াইবে কেন? এই জন্যই

জীবের কামিনী-কাঞ্চনাদি বিষয় ভোগে ক্রমশঃ বিতৃষ্ণা জন্মে। যেমন জড় পদার্থে সংহতি নামে একটী শক্তি দেখা যায়, তাহার প্রভাবে স্বজাতীয় পরমাণুগণ একত্র মিলিত হয়; চিন্ময় রাজ্যেও সেই নিয়ম। জীব,—চিদণু,—মহা চিতে মিলিত হওয়া তাহার প্রকৃতি। চিন্ময় পুরুষ ভিন্ন, চিন্ময়ী জীবশক্তির অন্য আশ্রয় নাই। যেমন আমরা লৌকিক আবাস ত্যাগ করিয়া বহু কালের জন্য প্রবাসী হইলে নিজের দেশ ও নিজের ঘর দ্বার ক্রমশঃ বিস্মিত হই; জীবও সেই রূপ মায়ার কুহকে বিদেশে আসিয়া আপন দেশ ও আপন জন ভুলিয়াছে। যদি একখানি পরের গহনা আপন অঙ্গে ধারণ করিয়া সুখ বোধ করি, সে সুখ কতক্ষণ থাকে? জীবের দশাও ঠিক্ সেইরূপ,—যাহা নিজের নহে,—তাহাকে সুখের মনে করিয়া এত দুঃখ পাইতেছে। এই সর্ব্বনাশিনী বিস্মৃতি —এই বিপরীত অভ্যাস,—আমাদিগকে একেবারে গ্রাস করিয়াছে। ঐ বিপদ হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় কেবল ভক্তি-যাজন ও ভক্তসঙ্গ।

আমরা অন্যকে ভালবাসি আপনার জন্য। ধন ভালবাসি—আত্মার সুখের জন্য, স্ত্রী স্বামী ভালবাসি—আত্মার সুখের জন্য,—পুত্র ভালবাসি আত্মার সুখের জন্য;—ইত্যাদি। কিন্তু আত্মাকে ভালবাসি কাহার জন্য,—প্রায়ই আমাদের মনে এ চিন্তার উদয় হয় না। ভাবিয়া দেখিলে বোধ হয়, আত্মাকে ভালবাসি, আত্মারই জন্য;—কেন না নিত্য জ্ঞান ও নিত্যানন্দ ভিন্ন আত্মার তৃপ্তি নাই। বাহিরের সকল বস্তুই ক্ষণিক সুখপ্রদ। এই জন্য কিছুকাল ধন ভোগ করিয়া আর মনে তৃপ্তি হয় না, ধন ভাল লাগে না। কিছুকাল শারীরিক সুখ ভোগ করিয়া তাহাতেও বিতৃষ্ণা জন্মে। সংসারের সকল বস্তু সম্বন্ধেই আত্মার এইরূপ ভাব। আত্মা যেন নিত্য তৃপ্তির জন্য আর কি চাহে—কিন্তু এ সংসারে খুঁজিয়া পায় না; এই জন্য ভিখারিণীর ন্যায় সর্ব্বদা ব্যাকুল ভাবে কাল যাপন করে। বোধ হয়, আত্মার এই ব্যাকুলতা নিত্যজ্ঞান ও নিত্যানন্দের জন্য। সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ভগবান ভিন্ন নিত্যজ্ঞান ও নিত্যানন্দ আর কোথাও নাই। জীব যদি কোন উপায়ে তাঁহার নিকটস্থ হইতে পারে, তবেই রক্ষা; নচেৎ অকূল সমুদ্রবৎ হতাশার গর্ভে নিমগ্ন হইয়া যন্ত্রণার পরিসীমা থাকে না। ভক্তি ও ভক্তই সেই উপায়, তদ্ভিন্ন অন্য উপায় নাই। কেন না—

"ভক্তিরেবৈনং নয়তি,—ভক্তিরেবৈনং সাধয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি অতো ভক্তিবশঃ পুরুষঃ।"

বিষয় বিজ্ঞান।

এই শিরোনাম যুক্ত প্রবন্ধ বামা-বোধিনীর কয়েক সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। তৎপাঠে পাঠক পাঠিকাগণের কৌতূহল জন্মিয়া থাকিবে। তাঁহাদিগের বিষয় বিজ্ঞান ও তৎসঙ্গে আত্মচিন্তার সাহায্যের জন্য আরও কিছু কিছু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতেছে।

তির্য্যক্ দস্যু,—মনুষ্যের মধ্যে যাহারা দস্যুবৃত্তি করে, তাহাদের বল ও সাহস অসাধারণ। তাহাদের আকৃতি প্রকৃতি সকলেরই ভয়াবহ। বোধ হয়, পিপীলিকা মাকড়সা ইত্যাদি জাতি, তির্য্যক্ বা ইতর জীবের মধ্যে দস্যুবৃত্তি পরায়ণ। ইহাদিগের শক্তি, সাহস, দ্রুতগতি অন্যান্য জীবের প্রতি অত্যাচার প্রভৃতি মনোযোগ পূর্ব্বক দর্শন করিলে মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়। অনন্ত ঐশ্বর্য্যশালিনী প্রকৃতির সহিত অনন্ত পুরুষের নিগূঢ় লীলার কতই উচ্ছ্বাস হৃদয়ে প্রকাশ পায় তাহা ব্যক্ত করা যায় না; কেবল অন্তর্নিহিত অনুভবেই থাকিয়া যায়। পিপীলিকা দেহে যেরূপ শক্তির নিদর্শন পাওয়া যায়, অন্য কোন প্রাণি-দেহে সেরূপ বল আছে কি না, সন্দেহ। উহারা আপন দেহ অপেক্ষা সহস্র সহস্র গুণে বৃহৎ দেহবিশিষ্ট প্রাণীকে অনায়াসে আক্রমণ ও বিনাশ করে এবং তাহার শরীর ক্ষণকালের মধ্যে অসংখ্য অণুপরিমিত অংশে বিভক্ত ও আপন আপন আবাস গৃহের ভাণ্ডারসাৎ করিয়া ফেলে। স্বচক্ষে দেখা গিয়াছে, এক বিঘৎ পরিমিত বৃশ্চিককে চক্ষুর অগোচরপ্রায় ক্ষুদ্র পিপীলিকাগণ ধরিয়া অবাধে বধ করিল এবং দেখিতে দেখিতে তাহার শরীর সহস্র খণ্ডে বিভক্ত করিয়া লইয়া গেল। একটী ক্ষুদ্রতম মাকড়সা এক লম্ফে একটী তদপেক্ষা অনেক গুণ বৃহৎ মক্ষিকার পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক তাহার গ্রীবাদেশ দংশন করিয়া ধরিল এবং পশ্চাৎ ভাগের পদদ্বয় দ্বারা গুহ্যদেশ হইতে কি (বোধ হয় বিষ) বাহির করিয়া মক্ষিকার গাত্রে মাখাইতে লাগিল। মক্ষিকা মাকড়সার করাল আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু সকলই বৃথা হইল। অবশেষে প্রাণত্যাগ করিয়া মাকড়সার উদরসাৎ হইল।

একটী কাঁচপোকা, একটী তৈলপায়ী বা উচ্চুঙ্গের পৃষ্ঠে উঠিয়া তাহাকে কামড়াইয়া ধরিল। ঐ দুইটী প্রাণীর দেহ কাচপোকার দেহ হইতে অনেক বড়, তথাপি তাহার আক্রমণ মাত্রেই মৃতপ্রায় হইল। কাচপোকা তাহাদিগকে লইয়া কখন উড্ডীন হয়, কখন উল্লম্ফন করে। তাহার তৎকালীন চেষ্টাদি দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এইরূপ কত স্থানে কত প্রাণী আছে, যাহারা অন্যান্য অসংখ্য প্রাণীর উপর বল বিক্রম প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করে।

ঐ সকল তির্য্যক্ জাতির ব্যবহার মনুষ্য কর্ত্তৃক কৃত হইলে, মনুষ্যেরা আইন অনুসারে অপরাধী হন, দস্যু বলিয়া জন-সমাজে ঘৃণিত হন এবং রাজদ্বারে অপরাধ সপ্রমাণ হইলে দণ্ডিত হইয়া থাকেন। মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যে এ সকল কিছুই নাই। আমাদের এইরূপ ধারণা আছে, আমরা উন্নত প্রাণী, সেই জন্য আমাদের মধ্যে ঐরূপ সুব্যবস্থা ও শাসনাদি আছে; মনুষ্যেতর প্রাণিগণ নিকৃষ্ট, সেই জন্য উহাদিগের মধ্যে ঐ সকল সুব্যবস্থা নাই। আমাদের বোধ হয় মনুষ্য জাতির কতকগুলি দোষ হইতে ঐ সকল ব্যবস্থা-দির উৎপত্তি হইয়াছে। দোষগুলি এই যথা,—সে সকল পাত্রভেদ বুদ্ধি, দেহাত্ম-বুদ্ধি, অসমদর্শিতা, আত্মার অমরত্বে অবি-শ্বাস,—ইত্যাদি। তির্য্যক জাতির মধ্যে যেন ঐ সকল দোষ ঘটে নাই,—তাহারা যেন এক হইয়াই আছে। তাহারা যেন ভাবে—"মরিলে কেহ মরে না, দুঃখ আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না,—আমরা সকলেই এক,—আমাদের স্বতন্ত্র ইচ্ছা নাই, আমরা এক ইচ্ছায় পরিচালিত, ইত্যাদি।" এই সকল চিন্তা হাড় পাগ-লের প্রলাপ হইতেও পারে;—অথবা ইহার মধ্যে কিছু সত্য থাকিলেও থাকিতে পারে।

একটী ভেক শাবক—অনেকে বলেন জগতের সকল বিষয়ে ভগবানের অভি-নিবেশ নাই। অনেক শাস্ত্রদর্শী পণ্ডি-তের মুখেও এ কথা শুনা যায়। আমার এ কথাটা ভাল লাগে না। যদি বিশ্বের কোন অংশে তাঁহার অভিনিবেশ না থাকে, তবে সেখানে কাহার অভিনিবেশ আছে? তবে কি তিনি ভিন্ন আর কিছু আছে? কেহ বলিবেন, আছে বই কি! মায়া! আমি বলি, মায়া কার? এ ঢেঁকির কচ্‌কচির অন্ধিসন্ধি নাই, ভেক শাবকের কথা বলি। আমি প্রতিদিন প্রাতে এবং অপরাহ্নে একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করি। দেখিতে পাই, একটী ভেক শাবক একটী বক্র রেখার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত নিয়ত গতাগতি করে। বক্র রেখাটী একটী ত্রিভুজের দুইটী রেখা-বৎ। ভেক শাবককে প্রতিদিন দুই বেলা একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাতায়াত করিতে দেখিতে পাই কেন? এক দিন বিশেষ-রূপে দৃষ্টি সংযোগ করিয়া দেখি, ভেকটী যাইতে যাইতে সম্মুখ ও উভয় পার্শ্বে যে কোন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট বা পতঙ্গ দেখি-তেছে, অমনি আপনার আটাযুক্ত জিহ্বা-স্পর্শে তাহাদিগকে গ্রাস করিতেছে। সে স্থানে সে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গগুলি প্রতিদিন জন্মায় বা কোথা হইতে আইসে, কাহার জন্য? আমার দেখিয়া বোধ হইয়াছিল, সেই ভেক শাবকের জন্য। ভেকটী যে এত যত্নে কেন পালিত হই-তেছে, তাহা সেই ভেকস্রষ্টা ভগবানই জানেন। আমি হয়ত, একদিন দেখিব, একটী সর্প ভেকটীকে উদরসাৎ করিয়াছে।

সরল গৃহ-চিকিৎসা।

(হোমিওপাথি)

শ্বাসনলী সম্বন্ধীয় পীড়া।

সর্দ্দি (Catarrh)

এই পীড়া শ্বাস প্রণালীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহের লক্ষণ। নাসিকার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ হইলে তাহাকে কোরাইজা বলে। লেরিংসের (বায়ু নালীর) প্রদাহ হইলে তাহাকে লেরিঞ্জিয়েল কেটার বলে। টেকিয়ার প্রদাহ হইলে তাহাকে ট্রেকিয়েল কেটার বলে এবং ব্রাঙ্কাইয়ের প্রদাহ হইলে তাহাকে ব্রাঙ্কিয়েল কেটার বলে।

কারণ।

হঠাৎ শৈত্য লাগিয়া, গরম হইতে হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগা, অধিক শীতল বায়ু সেবন, সর্ব্বদা জল কাদায় ভিজা, হিম লাগান, আর্দ্র বস্ত্রাদি পরিধান, শরীর হইতে ঘাম নিঃসরণকালে উহা ঠাণ্ডা বাতাস দ্বারা নিবারণ ইত্যাদি কারণে সর্দ্দি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

লক্ষণ।

প্রথমে নাসারন্ধ্র শুষ্ক হইয়া সুড় সুড় করে, পুনঃ পুনঃ হাঁচি, এবং নাক দিয়া জলবৎ পদার্থ নির্গত হইয়া থাকে। চক্ষু হইতে জলস্রাব, কপালে ভারবোধ, শিরঃ পীড়া, আলস্য, চক্ষু ছল ছল করে, জ্বর, নাসিকা বন্ধ, শরীরে বেদনা অনুভব, কণ্ঠ শুষ্ক, স্বর পরিবর্ত্তন, খুশ খুশে কাশী, নাড়ী দ্রুত, ক্ষুধা মান্দ্য, পিপাসা, ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা।

সর্দ্দি হইবামাত্র ক্যাম্ফার দুই ফোঁটা মাত্রায়, চিনির সহিত অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর ৪।৫ বার সেবন করিলে সর্দ্দি আরাম হইয়া যায়। যদি সর্দ্দি হইবামাত্র ক্যাম্ফার ব্যবহার করা না হয়, তাহাহইলে ইহাতে কোন উপকার হইবে না।

নাসিকা হইতে যদি জলবৎ পদার্থ স্রাব হয়, তবে ইউফেসিয়া ব্যবহারে সারিয়া যাইতে পারে। নাসিকা হইতে অল্প পরিমাণে গাঢ় পদার্থ নির্গত হইলে মার্কিউরিয়স্ ব্যবহার করিবে। যদি প্রচুর পরিমাণে শ্লেষ্মা নির্গত হয়, তবে আর্সেনিক দিবে। কপালে ভার বোধ, অতিশয় বেদনা, ও নাসিকা শুষ্ক হইলে নক্স-ভোমিকা এবং ব্রাইওনিয়া দ্বারা আরোগ্য হইবে। দিবসে নাসিকা রুদ্ধ ও রাত্রিতে শ্লেষ্মা ক্ষরণ হইলে নক্সভোমিকা দ্বারা উপকার হইয়া থাকে। সবুজ ও হরিদ্রা বর্ণের গাঢ় শ্লেষ্মা নির্গত হয় না, বহির্বাতাসে শ্লেষ্মা নির্গত হইয়া থাকে, এ প্রকার লক্ষণ দেখিলে পলসেটিলায় দ্বারা বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। শ্লেষ্মাতে

দুর্গন্ধ হইলে মার্কিউরিয়স দিবে। শিরঃপীড়া থাকিলে বেলেডোনা দিবে ; গাত্রে বেদনা, নাসিকা লালবর্ণ ও ক্ষত অনুভব হইলে মার্কিউরিয়স ব্যবহার হয়। ঘ্রাণ শক্তি রহিত হইলে পলসেটিলা, ও ইপিকাকুয়েনাই দিবে। সর্ব্বদা হাঁচি থাকিলে বিশেষতঃ বালকদিগের পক্ষে সাইক্লেমেটিস বিশেষ উপকারী। জ্বর, শিরঃপীড়া থাকিলে বেলেডোনা, ব্রাইওনিয়া, একোনাইট ব্যবহার্য্য। সর্দ্দি বন্ধ হইয়া কাশী হইলে ইপিকা, আর্সিনিক দ্বারা উপকার হইতে পারে। সর্দ্দি যদি পুরাতন হইয়া যায়, তাহা হইলে সলফার, ক্যালকেরিয়া, সিলিসিয়া, সাইক্লেমেটিস, ব্যবহার করিলে আরোগ্য হইয়া যাইবে।

একোনাইট—ইহা একটী সর্দ্দির প্রথম অবস্থার উৎকৃষ্ট ঔষধ। জ্বর শিরঃপীড়া, মুখমণ্ডল জ্বালাযুক্ত উষ্ণানুভব। ইহার ১ম অথবা ৩য় ক্রম (dilution) দিবসে ৩।৪ বার সেবন বিধেয়।

আর্সেনিক—জলে ভিজিলে, বরফ খাইলে, টক ফল খাইলে, গরম হইতে হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিলে, অনবরত নাসিকা ও চক্ষু হইতে স্রাব, হাঁচি, নাসিকাতে জ্বালা ও ব্যথা, পিপাসা, বলক্ষয় ইত্যাদি লক্ষণে ৬।৩০ ক্রম ব্যবহার্য্য।

ব্রাইওনিয়া—ওষ্ঠ শুষ্ক, শ্লেষ্মা শুষ্ক, শুষ্ক কাশী, কোষ্ঠ বদ্ধ, অতিশয় শিরঃপীড়া, রোগীর যকৃতের এবং বাতের পীড়া থাকিলে ৬ বা ১২ ক্রম ঔষধ ব্যবহার করিবে।

বেলেডোনা—৬।৩০ ক্রম। শরীরে বেদনা, শিরঃপীড়া, শুষ্ক কাশী, শিশু হইলে কাশিবার সময় কাঁদিয়া ফেলে, জ্বর থাকে ইত্যাদি লক্ষণে ব্যবহার্য্য।

নক্সভোমিকা—সর্দ্দি শুকাইয়া শ্লেষ্মা পড়া বন্ধ হইলে, নাসিকা বন্ধ, মাথা ভার বোধ, জ্বর, কোষ্ঠ বদ্ধ, শুষ্ক কাশী, রোগী খিটখিটে হইলে, একলা থাকিতে ভাল বাসিলে ৩ বা ৬ বা ৩০ ক্রম ব্যবহার্য্য।

পলসেটিলা—শ্লেষ্মাতে গন্ধ, গাঢ় শ্লেষ্মা স্রাব, ঈষৎ হরিদ্রা ও সবুজবর্ণের শ্লেষ্মা স্রাব, জিহ্বায় আস্বাদ থাকে না, নাসিকায় ঘ্রাণ পাওয়া যায় না, মাথা ভার, দন্তে ও কর্ণে শূল বেদনাবৎ বেদনা, উষ্ণ ঘরে অসুখের বৃদ্ধি, সন্ধ্যার সময় অসুখের লক্ষণ সকল বৃদ্ধি পায়, রোগী অতিশয় শান্তপ্রকৃতি, ৬।১২ ক্রম ব্যবহার্য্য।

ইপিকাকুয়েনা—নাসিকাতে অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মার সঞ্চার, নাসিকা রুদ্ধ, বুকে শ্লেষ্মার ঘড় ঘড় শব্দ, কাশীতে কাশীতে বমি হইয়া পড়ে, হাঁপানি কাশীর ন্যায়।

মার্কিউরিয়স সলিউবিলিস—গাঢ় শ্লেষ্মা, অতিশয় হাঁচি, ঘাম, গলায় বেদনা, চক্ষু লাল ও প্রদাহযুক্ত, চক্ষু হইতে জল পড়ে, দন্তমাড়িতে বেদনা, তালু পার্শ্বস্থিত গ্রন্থির প্রদাহ, উষ্ণ ঘরে উপশম বোধ, বহুদিন ব্যাপক সর্দ্দির পক্ষে ইহা একটী ভাল ঔষধ।

ক্যামোমিলা— শিশু সর্ব্বদা

কোলে থাকিতে ভাল বাসে। স্বর ভঙ্গ, কাশি রাত্রে বৃদ্ধি, প্রচুর স্রাব।

হিপার সলফার—সামান্য কারণে বাহাদিগের সর্দ্দি হইয়া থাকে, পারার অপব্যবহার অন্তে সর্দ্দি হইলে, গলার মধ্যে খস খস বোধ, ঘুংরি কাশী।

ঔষধের মাত্রা ও ক্রম—কোন ক্রমের ঔষধ ব্যবহার করিবে তাহা অগ্রে স্থির করিয়া, সেই ঔষধ রোগের অবস্থানুসারে প্রত্যহ ২।৪।৬ বার সেবন করিবে।

সাধারণতঃ তরুণ পীড়ায় নিম্ন ক্রম ও পুরাতন পীড়ায় উচ্চ ক্রম (ডাইলুষেসন) ব্যবহার হইয়া থাকে। ১।৬।১২ ইত্যাদি নিম্ন ক্রম, ৩০।১০০।২০০ ইত্যাদি উচ্চ ক্রম বলা যায়। প্রাপ্তবয়স্কদিগের পক্ষে এক ফোঁটা, বালক দিগের পক্ষে অর্দ্ধ ফোঁটা, নিতান্ত শিশু যাহারা তাহাদিগের পক্ষে সিকি ফোঁটা ব্যবহার্য্য।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা—সাধারণতঃ এই রোগের প্রথমাবস্থায় একটু সাবধানে থাকিলে আপনা হইতেই রোগ আরোগ্য হইয়া যাইতে পারে। এই পীড়া অধিক দিন থাকিলে ইহা হইতে নানা প্রকার সাংঘাতিক রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। তজ্জন্য এই রোগ হইবামাত্র খুব সাবধানে থাকিবে। যাহাতে ঠাণ্ডা না লাগে তাহার চেষ্টা করিবে। শরীর উষ্ণ বস্ত্রাদি দ্বারা আবৃত রাখিবে। পদ দ্বয় কিছুক্ষণ উষ্ণ জলে ডুবাইয়া রাখিলে উপকার হইতে পারে। গরম চা ব্যবহার করিবে, লঘু পথ্য আবশ্যক। পিপাসা পাইলে শীতল জল পান করিবে। কাঁচা জলে স্নান করিলে বসা সর্দ্দি তরল হইয়া বহির্গত হইয়া থাকে।

রামমোহন রায়ের স্মরণ।

২৭ সেপ্টেম্বরে রাজা রামমোহন রায় ব্রিষ্টলে প্রাণ ত্যাগ করেন। কলিকাতাস্থ দেশহিতৈষিগণ প্রতি বৎসর তাঁহার সেই মৃত্যুর দিনে বন্ধু বান্ধবে একত্রিত হইয়া তাঁহাকে স্মরণ করিয়া থাকেন। তদুপলক্ষে সিটী কালেজগৃহে বা টাউন-হলে যে রূপ মহতী সভা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর হইয়াছিল, এ বৎসর সে রূপ সভা হইতেছে না। কারণ, এ বৎসর সেই দিন (২৭ সেপ্টেম্বর) আপিসের কর্ম্ম সমাপন করিতে এবং বাড়ী যাইবার উদ্যোগ করিতে সকলেই ব্যস্ত থাকিবেন। সভাস্থলে আসিতে কাহারও সময় ও স্বস্তি থাকিবে না। তথাপি এবৎসর আমরা গৃহে গৃহে সেই মহাপুরুষের সেই জীবনান্ত দিনে তাঁহার উদ্‌যাপিত মহাব্রতের এবং তাঁহার সুমহৎ কীর্ত্তি কলাপের চিন্তা করিব ;—আমাদের প্রতি তাঁহার সুগভীর অতুল স্নেহের অনুধ্যান করিব।

তাঁহার অন্তিমকালে যে সকল ইংরাজ

রমণী তাঁহার কন্তার কার্য্য করিয়া তাঁহার মৃত্যুশয্যাকে অশোচনীয় ও এক প্রকার সুখের শয্যা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কারুণ্য, ঔদার্য্য, সহৃদয়তা এবং রাম মোহন রায়ের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন জন্য তাঁহাদের রচিত রামমোহন রায় বিষয়ক অনেকগুলি সঙ্গীতের মধ্যে একটী সঙ্গীত উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, ইহা সুপ্রসিদ্ধ হারিয়েট মার্টি নোর রচিত। পাঠিকাগণ রামমোহন রায়ের সেই বিদেশিনী কন্যা-গণের সহিত সমভাবিনী হইয়া তাহা পাঠ করুন।

No faithless tears, O God ! we shed
For him who, to Thine altars led,
A swallow from a distant clime,
Found rest beneath the cherubim ;
In Thee he rests from toil and pain
O Father ! hear our true Amen.

No faithless tears ! Led forth by Thee
Meek pilgrim to the sepulchre,
For him Thy truth from day to day,
Sprang up andblossomed by the way ;
Shalt Thou not claim Thine own again ?
O bend to hear our deep Amen !

No faithless tears ! Though many dream
To see his face by Ganges' stream ;
Though thousands waiton many a shore,
The voice that shalibe heard no more ;
O, breathe Thy peace amid their pain,
And hear Thy children's loud Amen

না ফেলি কপট অশ্রু, দেব নিরঞ্জন,
তাঁর তরে, দূর দেশ হতে যেই জন,
চাতক পক্ষীর মত আসি তব ধাম
স্বর্গ দূতদের মাঝে করিছে বিশ্রাম,
বিরমে তোমাতে শ্রান্তি ক্লেশ অবসান,
শুন পিতা মোদের সরল শান্তি গানে।

না ফেলি কপট অশ্রু, তোমার আনীত
শান্ত সে পথিক এই স্থানে সমাহিত,
তাঁর তরে তব সত্য হয়ে অঙ্কুরিত
জীবনের পথে নিত্য হলো কুসুমিত,
তব ভক্তে তব পদে দিবে না কি স্থান ?
কৃপা করি শুন এ গভীর শান্তি গান।

না ফেলি কপট অশ্রু, আছি বহুজনে
গঙ্গা বক্ষে তাঁর মুখ লোলুপ দর্শনে,
তীরে তীরে বহু লোক শুনিবারে চায়
সেই স্বর, আর যাহা শুনা নাহি যায়,
শান্তিজলে কর শোক তাঁদের নির্ব্বাণ,
শুন পিতা উচ্চ আমাদের শান্তিগান।

ইংরাজীর ভাবার্থ অবলম্বন করিয়া অনুবাদিত।

নূতন সংবাদ।

১। বোম্বাইয়ের "দাক্ষিণাত্য মহিলা সমিতি" নামে এক স্ত্রী সভা আছে। গত ১০ই সেপ্টেম্বর তাহার এক সাম্বৎসরিক হয়, তাহাতে গবর্ণরপত্নী লেডী রে ও রাজ-বধূ ডচেস অব কনট উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষে অনেক ভদ্র মহিলা সমবেত হন।

২। মৈনসিংহে সম্প্রতি ফাজুল বিবী নাম্নী এক মুসলমান মহিলার ১৫০ বৎসর বয়সে মৃত্যু হইয়াছে। ইহার পৌত্রের বয়স ৯০ বৎসর। স্ত্রীলোকটী শেষ দশায় অন্ধ কালা ও বাকশক্তি হীন হইয়াছিল, কেবল অল্প পরিমাণে আরারুট খাইয়া জীবন ধারণ করিত।

৩। বিলাতের স্ত্রীলোকেরা কামান ছোড়া বিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন। কিছু দিন হইল মারেল্বিয়নে এক কামান প্রদর্শনী হয়, লেডী সেণ্ট লেবেল তাহার

উৎসর্গ কার্য্য সম্পন্ন করেন এবং ২৬টী মহিলা তাহার কামান দাগা কার্য্য নিপুণ রূপে সম্পন্ন করেন। রয়াল হলওয়ে কলেজ এবং গার্টেন কলেজের ছাত্রীরা ও অগ্নিবাণ পরীক্ষা শিক্ষা করিয়া থাকেন।

৪। বিছুটী জাতীয় (Nettle) বৃক্ষ হইতে ড্রেসডেনের শিল্পীরা এরূপ সূক্ষ্ম-সূত্র বাহির করিয়াছেন যে তাহা ৬০মাইল দীর্ঘ হইলে ওজনে /২৷৷০ সেরের অধিক হয় না।

বামা রচনা।

দোষ।

নির্দ্দোষী বস্তু কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না, তবে বস্তু বা ব্যক্তিগত দোষের মধ্যে কম বেশী দেখা যায় মাত্র। বস্তুগত দোষ স্বাভাবিক, আর ব্যক্তিগত দোষ শিক্ষা ও সঙ্গ দোষেই অধিক পরিমাণে ঘটিয়া থাকে, কিন্তু তাই বলিয়া ব্যক্তিগত দোষকে অস্বাভাবিক বলা যায় না। তবে বস্তুগত দোষের স্বাভাবিকত্ব প্রত্যক্ষ আর বক্তিগত দোষের স্বাভাবিকত্ব অপ্রত্যক্ষ, কারণ মনুষ্যের স্বভাবও দোষের দিকে ধায়, কিন্তু ইহা সংশোধন হইতে পারে ও হইয়াও থাকে, আর বস্তুগত দোষ তাহা হয় না, তজ্জন্য উভয়ের দোষের স্বাভাবিকত্ব প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ বলা হইল। ঝড়, শিলাবৃষ্টি, ভূমিকম্প ও আগ্নেয় পর্ব্বতের অনলোদ্গীরণ প্রভৃতি পৃথিবীর উপকার সাধন করিলেও অন্য পক্ষে অপকার সাধন করে সন্দেহ নাই, অবশ্যই আমরা উহার শেষোক্তিটীকে দোষ বলিতে পারি, কিন্তু উহাদের ঐ দোষটা চিরকাল সমভাবে চলে বলিয়া উহার দোষ প্রত্যক্ষ স্বাভাবিক বলিতে বাধ্য হইলাম। কিন্তু কোন ব্যক্তির দোষ চিরকাল সমভাবে না ও চলিতে পারে এবং সম্ভবতঃ চলে না। কারণ মনুষ্য জ্ঞান বশতঃ গুণের পক্ষপাতী; ব্যক্তি মাত্রেরই গুণবান হইবার ইচ্ছা প্রবল থাকে, অন্যথা তাহাকে বিকৃতচিত্ত বলিতে হইবে. অর্থাৎ কেহ ভয়ানক সুরাপায়ী অথচ তিনি জানেন যে সুরাপান করা একটী দোষের কার্য্য, অবশ্যই এস্থলে তাঁহার চিত্ত-বিকৃতি উপস্থিত হইয়াছে বলিতে হইবে। মনুষ্যের স্বভাব দোষের দিকে টানিলেও গুণের দিকে ইচ্ছা থাকে, কাজেই ইচ্ছা যে দিকে কার্য্যও সেই দিকে যায়; তাহাতে আবার অন্যান্য জীব জন্তু অপেক্ষা মনুষ্য দোষজ্ঞ ও গুণজ্ঞ, তাহাতেই তাঁহাদের দোষের স্বাভাবিকত্ব অপ্রত্যক্ষ। গুণের বিষয়ও উক্তরূপ হইবে, কিন্তু আমাদের প্রবন্ধের নাম "দোষ" তজ্জন্য গুণ অনালোচ্য।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে মনুষ্য দোষজ্ঞ, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি নিজের দোষ যে নিজে প্রথমে বুঝিতে পারেন তাহা নহে, ইহাদের মধ্যে পরস্পর পরস্পরের দোষ বুঝিতে সক্ষম। মনে করুন, কেহ আপনার প্রতি প্রবঞ্চনা করিয়া ভাবিলেন আমি বেশ জিতিয়াছি এবং আমার বুদ্ধিখানাও খুব তীক্ষ্ণ, কিন্তু প্রতারিত আপনি বুঝিতে পারিলেন যে প্রতারক দোষের কার্য্য করিলেন, কেন না আপনি তাঁহার কার্য্যের ফলভোগী সুতরাং আপনি তাঁহাকে যেমন তাঁহার দোষ বুঝাইতে পারিবেন, তিনি নিজে সেই দোষ তেমন পারিবেন না,—আপনি তাঁহার কার্য্যে ক্ষতিগ্রস্ত ও ব্যথিত হইয়াছেন, তিনি নিজে নিজের কার্য্যে তাহা হয়েন নাই, সংসারে দুঃখ কষ্ট ভোগ না করিলে কেহ প্রকৃত শিক্ষা প্রাপ্ত হয় না। আর আমি একটী দোষের কার্য্য করিলে আমার আত্মীয়ও সে দোষটী বুঝিতে পারেন কারণ আমার আত্মীয় ব্যথিত আর শত্রু ক্রোধান্বিত তজ্জন্য শত্রু ও মিত্রদ্বারা দোষ সংশোধন হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। কারণ শত্রু কর্ত্তৃক আমার দোষ বুঝিয়া আমি সংশোধিত হইতে পারি, আর বুদ্ধিমান আত্মীয়ের নিকট আমার দোষের কথা শুনিয়া আমি সংশোধিত হইতে পারি, এবং অনেকেই তাহাই হইয়া থাকেন। কিন্তু আমি কখনই নিজের দোষ নিজে বুঝিতে সক্ষম নহি, যদি আমি আমার নিজের দোষ বুঝিতে পারিতাম তাহাহইলে দোষের কার্য্য করিব কেন? যাহারা অন্যের মুখে নিজের দোষোল্লেখ শুনিয়া তাহা সাদরে গ্রহণ না করিয়া আরক্ত গণ্ডে কোমর বাঁধিয়া ঝগড়া করিতে থাকেন, তাঁহাদের জানা উচিত যে—"Trust not yourself, but

your defects to know

Make use of every friend and every foe." অর্থাৎ নিজে নিজকে বিশ্বাস করিও না। তোমার যে সমস্ত দোষ আছে তাহা যদি জানিতে চাও, তাহাহইলে প্রত্যেক শত্রু এবং মিত্রকে নিযুক্ত কর। কারণ শত্রু কখনও তোমার অসন্তোষের দিকে দৃষ্টিপাত করিবে না আর মিত্রও তোমার দোষের প্রশ্রয় দিবেন না; এখানে শত্রু ও মিত্র উভয়ে তোমার দোষ গুণের বিচারক জানিবে। কিন্তু যাঁহারা তোমার তোষামোদ করেন বা তোমাকে ভয় করেন, তাঁহারা তোমার দোষ সংশোধন স্থলে শত্রু হইতেও শত্রু। এইরূপে ব্যক্তিগত দোষ সংশোধন হইয়া থাকে বটে, কিন্তু তবুও নির্দ্দোষী লোক অতি বিরল। তজ্জন্যই মনস্বীগণ বলেন যে—"মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ" অথবা যে সকল নির্দ্দোষী ব্যক্তির নাম শুনিয়াছি বা যাহাকে নির্দ্দোষী বলিয়া জানি, তাঁহাদের মধ্যে গুণের ভাগ অধিক ও দোষের ভাগ অতি অল্প। কিন্তু তিনি নির্দ্দোষী নহেন, তবে তাঁহার দোষের ভাগ কম বলিয়া আমরা তাঁহাকে নির্দ্দোষী বলি, কেন না—"একোহি দোষো গুণ সন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দো কিরণেষ্বিবাঙ্কে॥"

শ্রীকুমুদিনী রায়।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৯৮ সংখ্যা। কার্ত্তিক ১২৯৬—নবেম্বর ১৮৮৯। ৪র্থ কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

প্রিন্স আলবার্ট বিক্টর— ইংলণ্ডেশ্বরীর জ্যেষ্ঠ পৌত্র ও সাম্রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী আগামী নবেম্বর মাসে ভারতে পদার্পণ করিবেন, ইহা পরমানন্দের সংবাদ। আমরা যুবরাজ-পুত্রকে সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি। তিনি বোম্বাই ও মান্দ্রাজ দর্শন করিয়া নূতন অর্জ্জিত ব্রহ্মদেশ ভ্রমণে যাইবেন। সম্ভবতঃ বড় দিনের পর কলিকাতায় উপস্থিত হইবেন। তাঁহার অভ্যর্থনার্থ ত্রিবাঙ্কুরের রাজা দুই দিনে দুই লক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন। আরও কত অর্থ সমুদ্রে যাইবে। বৃথা ধুমধামে টাকা নষ্ট না করিয়া তাঁহার সম্মানার্থ দেশহিতকর অনুষ্ঠান করিলেই ভাল হয়।

রামমোহন রায় স্মরণ সভা— গত ২৭এ সেপ্টেম্বর সিটী কলেজ গৃহে রাজা রামমোহন রায়ের যে বার্ষিক সভা হয়, তাহা আশাতীত হইয়াছিল। জষ্টিস গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া অতি সুন্দররূপে আপনার কর্ত্তব্য সংসাধন করিয়াছেন। বক্তাদিগের মধ্যে বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রেবরণ্ড ম্যাক্‌ডোনাল্ড, বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সকলেই আপনাদিগের নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে যোগ্য-

তার পরিচয় দিয়াছেন। ম্যাক্‌ডোনাল্ড সাহেব রামমোহন রায়ের সমাজ-সংস্কার কার্য্যের ব্যাখ্যা করিয়া এদেশের স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ কার্য্যের আলোচনা করেন। রামমোহন রায় সতীদাহ নিবারণ করেন, স্ত্রীলোকদিগের স্বত্বাধিকার আইনের সমর্থন করেন, বিধবা বিবাহ প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করেন এবং বিবিধ উপায়ে পুরুষ জাতির সহিত স্ত্রীজাতির তুল্যাধিকার স্থাপনের পোষকতা করেন। বস্তুতঃ তাঁহার কার্য্য সকল অবগত হইলে এদেশের নারীগণ তাঁহার প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞ হইবেন। রামমোহন রায় যে সুন্দর সালের পাগড়ী পরিধান করিতেন, বিলাতের এক ডাক্তার অতি যত্নের সহিত তাহা এত দিন রক্ষা করিয়াছিলেন। পণ্ডিত শাস্ত্রী সেই পাগড়ী বিলাত হইতে আনিয়াছিলেন, তাহা সকলকে দেখাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত করিলেন। এবার সভার কার্য্য অতি শান্ত ও পবিত্র ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। মফঃস্বলের অনেক স্থানেও রামমোহন রায়ের অনুবর্ত্তীগণ এই দিনের উৎসব করিয়াছেন।

তাঁতিয়া ভিলের বিচার— জব্বলপুর সেসন্স কোর্টে ইহার বিচার হইয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের দণ্ড হইয়াছে। ডাকাইতী, অঙ্গচ্ছেদন ও হত্যা এই কয়েকটী অপরাধের অভিযোগ হয়। তান্তিয়ার উকীল কেহ ছিল না, নিজে দুই অপরাধ স্বীকার করে। শেষ অপরাধ সপ্রমাণ হয় নাই। তান্তিয়ার সাহস ও কার্য্য সকল অতি আশ্চর্য্য। বর্ত্তমান যুগে ব্রিটিষ রাজ্যে এত বৎসর ধরিয়া নিরাপদে ডাকাইতী করিবার দৃষ্টান্ত আর দেখা যায় না। তাহার বদান্যতাও অসাধারণ, তাহাতেই অনেক লোক বশীভূত ছিল। যাহা হউক এখন মধ্য ভারত এক প্রকার নিষ্কণ্টক হইল।

লেডী ডফারিণ—ভারতবন্ধু এই মহিলা বিলাতে গিয়াও নানা সৎকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন। গত ১৯এ সেপ্টেম্বর বেলফাষ্টের অদূরবর্ত্তী নকব্রিডা নামক স্থানে "Queen Victoria convalascent Home" রাজ্ঞী বিক্টোরিয়া স্বাস্থ্যাবাস গৃহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার ভারত বাস বিবরণ "Our Viceregal Life" নামক বৃহৎ দুই খণ্ড পুস্তকে শীঘ্র প্রকাশ করিবেন।

কলিকাতা পশুশালা—গত বর্ষে এই উদ্যানের অনেক বিষয়ে সন্তোষকর উন্নতি হইয়াছে। ১৮৮৭ সালে বার্ষিক আয় ৪৫,২১৯ ছিল, এ বৎসর ৫২,১৩৭ টাকা এবং ব্যয় ৪৩,৯৯২ স্থলে ৪৬,৪৫৮ হইয়াছে। ৮ বৎসরের ন্যূন বয়সের ছেলেরা বিনা ব্যয়ে উদ্যানে প্রবেশ করিতে পারে, সুতরাং তাহাদের সংখ্যা ধরা হয় নাই। গত বর্ষে এই উদ্যানে একটী গণ্ডার-শিশু জন্মিয়াছে, ইহার স্থাপনাবধি ১৩ বৎসরের মধ্যে এরূপ ঘটনা হয় নাই।

পারিসে বৌদ্ধ মন্দির—পারিস প্রদর্শনী উপলক্ষে ফরাসী আশ্রিত আনাম

ও টঙ্কুইন হইতে অনেক বৌদ্ধ গিয়াছেন, তাহাদিগকে লইয়া প্যারিসে এখন প্রায় ৩০০ বৌদ্ধ বাস করিতেছেন। ইহারা এই মহানগরে এক বৌদ্ধ মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতেছেন, এই মন্দির এক জন পূর্ব্ব দেশীয় রাজ মিস্ত্রী দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে।

বিবী বেসাণ্ট—ইনি এত দিন নাস্তিক ব্রাডল সাহেবের সহচরী ছিলেন, সম্প্রতি "থিওসফিষ্ট" ধর্ম্ম সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া তাহা গ্রহণ করিয়াছেন।

শিক্ষা কর—বঙ্গদেশে খোলাভাটি তুলিয়া দিলে বার্ষিক এক কোটী টাকার অধিক রাজস্ব কমিয়া যাইবে। এই ক্ষতি পূরণার্থ শিক্ষাকর স্থাপনের প্রস্তাব হইতেছে। দেশের কল্যাণার্থ এই অতিরিক্ত কর ভার মস্তকে লইতে দেশবাসিগণ প্রস্তুত হউন।

দাতব্য—(১) পাটনার কাজী সায়েদ রেজা হোসেনের স্ত্রী মসম্মত কোয়াসিমুন মুসলমান বালকদিগের শিক্ষার্থ বার্ষিক ৯০০ টাকা আয়ের এবং বালিকাদিগের শিক্ষার্থ ২৫০ টাকা আয়ের বিষয় প্রদান করিয়াছেন। এরূপ সদৃষ্টান্ত বিশেষ অনুকরণীয়।

(২) টাঙ্গাইলের জমীদার হাফেজ মহম্মদ আলি খাঁ টাঙ্গাইলের স্কুল ঘর নির্ম্মাণে ইষ্টক চুন ছাড়া ৪০০০ টাকা, ঢাকা মাদ্রাসায় ৫০০০, ঢাকা মেডিকেল স্কুলে ৫০০০, টাঙ্গাইল ব্রাহ্মসমাজের গৃহনির্ম্মাণে ৫০০ এবং সিটী কলেজ বিল্‌ডিং ফণ্ডে ৩০০০ টাকা দান করিয়াছেন। এরূপ দাতা গবর্ণমেণ্টের নিকট বিশেষ প্রশংসা পাইবার যোগ্য।

ইউরোপীয় যোগী—পঞ্জাবের নন্দীপুরে এক দণ্ডী আসিয়াছেন, তিনি কেবল দুগ্ধ ও ফলমূল খাইয়া জীবন ধারণ করেন। কখনও কখনও বহু দিন ধরিয়া যোগে মগ্ন থাকেন। অনেক লোকে তাঁহাকে দেখিতে আসে ও মিষ্টান্নাদি দেয়। তিনি বলেন ইউরোপীয় সভ্যতা দূর হইতে দেখিতে ভাল, কিন্তু ভারতের প্রাচীন সভ্যতা সারগর্ভ, ইহা লুপ্ত হইলে আর্য্য সন্তানদিগের অত্যন্ত দুর্ভাগ্য।

প্রাচীন আর্য্য রমণীগণ।

পুরাণের কাল।

৩০-বিদুলা।*

রাজস্থানে রমণী বীরত্বের অনেক দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু অতি সুপ্রাচীন কালেও যে ভারতে বীরাঙ্গনা ছিলেন, বিদুলার জীবনীতে তাহা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়। বিদুলা এক সদ্বংশোৎপন্না দূর-

* মহাভারতের উদ্যোগ পর্ব্ব হইতে গৃহীত।

দর্শিনী ও তেজস্বিনী ক্ষত্রিয় রমণী ছিলেন। স্বধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অনুরাগের তুলনা নাই। তিনি ক্ষত্রিয় রাজমণ্ডলীতে প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিদুলা রাজকুমারী ও বদান্যা নারী ছিলেন। তদীয় তনয়ের নাম সঞ্জয়। মহাভারত বক্তা সঞ্জয় ও এই সঞ্জয় ভিন্ন। সঞ্জয়ের পিতা ও মাতামহের নাম ধাম নিরূপিত হয় নাই। বিদুলা উত্তেজনাময় উপদেশে স্বপুত্রকে দাতা হইবার উৎসাহও দিয়াছিলেন। সঞ্জয়ের পিতাও অতি তেজস্বী ওদানশীল ভূপাল ছিলেন। তিনি সৌবীর প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। সঞ্জয়, বিদুলার একমাত্র পুত্র, তথাপি অকাতরে তিনি পুত্রকে যুদ্ধোদ্যোগে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। না হইবে কেন? তিনি বীররমণী, বীর প্রণয়িনী এবং বীরনন্দিনী। তন্নিমিত্তই পুত্রকে রণমদে উৎসাহী হইতে বলিতেন। পরিশেষে তিনি বীরজননী আখ্যা পাইয়া পূর্ণমনোরথ হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজনীতিতে সূক্ষ্ম বুদ্ধিও রাজকার্য্যের সকল বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান প্রশংসনীয়। তিনি পতিহীনা হইবার পর একদা সঞ্জয়কে সিন্ধুরাজ কর্ত্তৃক পরাভূত এবং হতোদ্যম হইতে দেখিয়া যেরূপ উদ্দীপনাপূর্ণ তিরস্কার করেন, তাহা পশ্চাৎ বর্ণিত হইতেছে।

বিদুলা—তুমি আমার সন্তান নও। তুমি স্বগোত্রের কন্টক তুল্য। তোমাতে অণুমাত্রও পুরুষত্ব দেখিতেছি না। স্বল্প বিষয়ে সন্তুষ্ট হইবা অসীমবৎ আত্মাকে বৃথা অবমানিত করিও না। ভয় দূরে পরিত্যাগ করিয়া উৎসাহাধ্যবসায় সহকারে জড়চিত্তকে প্রশান্ত ও দৃঢ়ীকৃত কর। পরাস্ত ও হীন হইয়া আত্মীয় জনের শোককারণ ও অরাতির প্রীতিবর্দ্ধন হইয়া শয্যায় শয়ান রহিও না। দেখ, ক্ষুদ্র নদ নদী যেমন অল্প জলেই পূর্ণ হইয়া থাকে, সেইরূপ কাপুরুষেরা স্বল্প লাভেই তৃপ্ত হয়। ক্রুদ্ধ বিষধরের দংশন উৎপাদন করিয়া গতাসু হওয়াও বরং শ্রেয়ঃ। জীবনাশা পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক পরাক্রম প্রকাশ কর। আকাশবিহারী শ্যেন পক্ষী যেরূপ নির্ভয়ে সর্ব্বত্র পর্য্যটন, মৌনাবলম্বন বা আক্রোশ করিয়া বৈরীর দোষানুসন্ধান করে, তুমিও তাদৃশ ব্যবহার কর। তুমি কি বজ্রাহত হইয়াছ যে, শয়ন করিয়া রহিবে? শত্রুহস্তে পরাজিত হইয়া নিদ্রিত হইও না। উপায় চতুর্ব্বিধ; তন্মধ্যে সন্ধি—মধ্যম, ভেদ—অধম. দান—অধমাধম, দণ্ড—উত্তম। প্রথমোক্ত উপায়ত্রয় আশ্রয় করিতে কামনা করিও না। দণ্ডই উপায়. অতএব দণ্ড প্রয়োগ করিতে সচেষ্ট হও। জ্বালাহীন তুষানলবৎ অবসন্নতারূপ ধূমে আচ্ছাদিত হইওনা। চিরদিন ধূমায়মান হওয়া অপেক্ষা ক্ষণকাল প্রজ্বলিত হওয়াও শ্রেয়স্কর। রণকুশল যোদ্ধৃপুরুষ সম্মুখসমরে যাত্রা করিয়া মনুষ্যের ক্ষমতাসাধ্য তাবৎ উত্তমোত্তম ক্রিয়া নিষ্পাদন পূর্ব্বক ধর্ম্মসমীপে ঋণমুক্ত হইয়া থাকেন এবং আত্মপ্রসাদ লাভ করেন।

যাঁহারা বিদ্বান, তাঁহারা কদাচ লাভা-

লাভে সন্তুষ্ট বা সন্তপ্ত হন না, অর্থ লোভ পরিত্যাগ করিয়া নিরবচ্ছিন্ন শ্রমসাধ্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। অতএব পুত্র, হয়, ভুজবল প্রদর্শন কর,নতুবা জীবন ত্যাগ কর। পুণ্যকর্ম্মে আস্থাহীন হইয়া অনর্থক জীবনের ভার বহন করিবার আবশ্যকতা কি? তোমার উৎসাহের অভাবে এই বংশ উৎসন্নপ্রায় হইল, ইহার উদ্ধার করা তোমারই উচিত। লোকসমাজে যাহার চরিত্র পরমাদ্ভুত ও বিচিত্র বলিয়া কীর্ত্তিত না হয়, সে না পুরুষ, না স্ত্রী। সত্য কথন, তপশ্চরণ, বদান্যতা, বিদ্যাবিত্ত লাভ বিষয়ে যে লোকের সুযশ বিঘোষিত না হয়, সে ব্যক্তি নিজ মাতার পুরীষ তুল্য। যে লোক তপস্যা, অধ্যয়ন, বিক্রম ও ধন সম্পত্তি প্রভৃতি দ্বারা অপরকে পরাস্ত করিতে সমর্থ, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত পুরুষ পদবাচ্য। যে ব্যক্তি, অবজ্ঞাযোগ্য, বলহীন, ক্ষুদ্রাশয়, আহার জন্য লালায়িত ও অরাতির আনন্দবর্দ্ধক, তাহার আত্মীয়েরা কদাপি তাহাকে সমাদর করে না।

আমার বিলক্ষণ মনে হইতেছে, আমাদিগকে রাজ্যচ্যুত, সর্ব্বকর্ম্মভ্রষ্ট, দৈন্যদশাপন্ন ও জন্মভূমি হইতে নির্ব্বাসিত হইতে হইবে এবং জীবিকাভাবে জীবন বিসর্জ্জন করিতেও হইবে। তোমারে গর্ভে ধারণ করিয়া আমাকে ক্ষত্রিয় জননী বলিয়া সমাজ মধ্যে পরিচিত হইতে হইয়াছে। কোন রমণীই যেন সংসারে এরূপ অক্রোধ, নিরুৎসাহ, উদ্যমহীন, হতবীর্য্য সন্তান প্রসব না করেন।

সঞ্জয়।—জননী! আমি তোমার নয়নের অন্তরাল (মৃত) হইলে, তোমার সুখ সম্পদ অলঙ্কার, রাজত্ব বা জীবনের কি প্রয়োজন?

বিদুলা।—বৎস সঞ্জয়! আমার কামনা এই, তোমার বিপক্ষ পক্ষ অনাদৃত লোকদের এবং তোমার আত্মীয় পক্ষ সমাদৃত নরগণের প্রাপ্য স্থান লাভ করুক। প্রাণিগণ, যেমন মেঘের উপর নির্ভর করে, দেবতারা, ইন্দ্রের অনুযায়ী হন, তদ্রূপ দ্বিজাতিরা ও মিত্রবৃন্দ, তোমার আশ্রিত হইয়া, জীবনোপায় বিধান করুন।

যে ক্ষত্রিয় জীবিতাশায় যথাশক্তি বাহুবল প্রদর্শন না করে, পণ্ডিতকুল তাহাকে তস্কর মনে করেন। মৃতপ্রায় লোকের ঔষধ যেমন তৃপ্তিকর বোধ হয় না, যুক্তিবহুল, যথার্থ স্বার্থশালী সদ্বাক্যগুলিও তোমার তাদৃশ রুচিকর হইতেছে না। বিবেচনা করিয়া দেখ, সিন্ধুরাজ যতই সসহায় হউন না কেন, তাঁহার প্রতি কেহই প্রকৃত অনুরাগী নন। উপায় পরিজ্ঞানের অভাবে ও তেজোহীনতা প্রযুক্ত সিন্ধুরাজের লোকেরা, নিরন্তর রাজার বিপৎপাতের অপেক্ষা করিতেছে। তাঁহার প্রকাশ্য শত্রুরা তোমার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ নিরীক্ষণে নিঃসন্দেহ তোমার সাহায্যকারী হইবেন। তুমি সিন্ধুরাজের প্রকাশ্য শত্রুর সহিত সম্মিলিত হইয়া তাঁহার ব্যসন (বিপদ) প্রতীক্ষা কর। সিন্ধু-ভূপতি কি অজেয় বা অমর যে তুমি

শঙ্কিত হইতেছ ? তুমি নামে সঞ্জয় (জেতা,) কার্য্যে তোমার পরাজয়ই লক্ষিত হইতেছে। স্বীয় নাম অগ্রে অন্বর্থ কর। এক বিজ্ঞ দ্বিজ, তোমার শৈশবে কহিয়াছিলেন, "এই শিশু সর্ব্ব প্রথমে দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইবে, পরিশেষে অতুল সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইবে।" অদ্য তাঁহার বচন স্মরণ করিয়া তোমায় উৎসাহিত করিতেছি। পূর্ব্বসঞ্চিত বিষয়ের ক্ষয় বা বৃদ্ধি হউক, কোন মতেই ক্ষান্ত হইব না, এই সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞায় মনোযোগ দাও। আমি সদ্‌গোষ্ঠিসম্ভূতা। হ্রদ হইতে অন্য হ্রদগতা স্রোতস্বতীর মত শ্বশুরবংশে সর্ব্বোপরি কর্ত্রীর পদ পাইয়াছি। স্বামী আমায় যথেষ্ট সমাদর করিতেন। যে সুহৃদগণ পূর্ব্বে আমাকে বহুমূল্য মাল্যাভরণ সুগন্ধানুলেপন-বিমণ্ডিত দেহে সদাই হৃষ্ট অবলোকন করিতেন, এখন তাঁহারা আমায় কঠোর দুরবস্থাপন্ন সন্দর্শন করিতেছেন। যখন তুমি আমাকে ও তোমার পত্নীকে দুঃখিনী ও ম্লানমুখী দেখিবে, তখন তোমার জীবন অসারবৎ প্রতীয়মান হইবে।

আচার্য্য, ও দাস দাসীর জীবিকা নির্ব্বাহের বিরহে তোমার জীবন ধারণের প্রয়োজনও পর্য্যবসিত হইবে। যদি তোমাকে পূর্ব্ববৎ গৌরবাত্মক ক্রিয়াকলাপের উদ্যোগ করিতে না দেখিতে পাই, তবে কেমন করিয়া আমার হৃদয়ই বা প্রশান্ত হইবে কোন বিপ্র আমার নিকট কোন বস্তু প্রার্থনা করিলে, তাঁহাকে "নাই" বলিতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। আমার অথবা আমার পতির মুখ হইতে ইতিপূর্ব্বে কখনই "নাই" শব্দ বাহির হয় নাই। আমরা উভয়ে সকলের আশ্রয়স্থল ছিলাম, অথচ কদাচ কাহারও আশ্রিত হই নাই। এখন পরমুখাপেক্ষিনী হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইলে, আমি নিশ্চয়ই জীবন বিসর্জ্জন করিব। অতএব সম্প্রতি দুস্তর বিপত্তি-সাগর হইতে তুমি ভেলাস্বরূপ হইয়া, আমাদিগকে উদ্ধার কর। তন্নিবন্ধন যদি তোমায় অযোগ্য স্থানেও অবস্থান করিতে হয়, তাহাও স্বীকার কর। আমাদের মৃতপ্রায় দেহে প্রাণ সঞ্চার কর। প্রাণ ধারণের যদি কামনা থাকে, তবে বৈরিবিনাশে উদ্যত হও। শৌর্য্যবীর্য্যসম্পন্নেরা কেবল বিপক্ষের পরাভব দ্বারা প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে। দেখ, শচীপতি দেবরাজ, বৃত্রাসুর নাশ করিয়াই "মহেন্দ্র" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তজ্জন্যই দেবসমূহের প্রভু ও সর্ব্বলোকের অধিপতি হইয়াছেন। উৎসাহী বীরপুরুষগণ সংগ্রামে স্ব স্ব নাম সংগোপন করিয়া বিক্রম প্রভাবে সেনার অগ্রভাগ দলন ও প্রধান সৈনিককে সংহার পুরঃসর যশোলাভ করিতে পারিলে অপরাপর শত্রুরা ভয়াকুল হইয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অধোগতি প্রাপ্ত হয়।

কাপুরুষেরা অবসাদ প্রাপ্ত হইয়া শত্রুকেও সফলকাম করে। সাহসিক বীরেরা রাজ্যনাশ বা জীবন ধ্বংস হই-

লেও অরাতিকে পরাজিত না করিয়া নিরস্ত হন না। পরাক্রম প্রকাশই ক্ষত্রিয়ের ত্রিদিব-প্রাপ্তির এক মাত্র উপায়, তাহাতে পীযূষকল্প রাজ্যপদও সুরক্ষিত হইতে পারে। তোমার মত রূপগুণ খ্যাতিসম্পন্ন-বিদ্যাগোত্র-বিশিষ্ট যুবক সুদের ন্যায় অপরের আদেশবর্ত্তী হইয়া নিন্দনীয় আচরণে রত হইলে, তদপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃকল্প।

সঞ্জয়।—বীরাভিমানিনী জননী! জগদীশ্বর বোধ করি, তোমার হৃদয় পাষাণময় করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। ক্ষত্রিয়ের ব্যবহার কি কঠোর! কি পরমাদ্ভুত! আমি তোমার একমাত্র সন্তান, তথাপি আমাকে নিদারুণ বচন-বাণে বিদ্ধ করিতেছ। আমারে কাল-কবলে প্রক্ষিপ্ত করিবার কারণ তোমার এত চেষ্টা কেন হইতেছে, বুঝিতে পারিতেছি না। যদি আমার বিয়োগ হয়, তবে এই রাজ্যপদ, ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ, বসন ভূষণ বা জীবনে তোমার ফল কি?

বিদুলা।—পুত্র! ধর্ম্মার্থের প্রয়োজনেই মানবের যাবতীয় উদ্দেশ্য আরম্ভ হয়। আমি ধর্ম্ম ও অর্থ উদ্দেশ করিয়া তোমাকে সমর ক্ষেত্রে প্রেরণের নিমিত্ত উদ্যত হইয়াছি। শৌর্য্য বীর্য্য প্রদর্শনের ইহা অপেক্ষা আর উপযুক্ত অবসর পাইবে না। এমন সময়ে কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করিলে, তোমাকে জনসমাজে অপমানিত ও অপদস্থ হইতে হইবে এবং তদ্দ্বারা আমারও যথেষ্ট অনিষ্ট ঘটিবে। তোমার কুখ্যাতি শ্রবণেও তোমাকে যদি তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত না করি, তাহা হইলে তোমার প্রতি তাহা প্রকৃত দয়ার কার্য্য করা হয় না। ঈদৃশ বাৎসল্য সামর্থহীন গর্দ্দভ-স্নেহ নামে নির্দ্দিষ্ট হয়। অবোধেরা সজ্জন—জুগুপ্সিত যে মার্গে পদ চারণা করে, তথায় তুমি পদক্ষেপ করিও না। যে জন সদ্বৃত্তিশালী, বিনয়ী পুত্রাদির উপর আসক্ত হয়, তাহার প্রীতিই প্রকৃত প্রীতি। যিনি নিরুদ্যম, অবিনীত তনয়কে প্রীতি করেন, তাঁহার পুত্রোৎপাদনের ফল নিরর্থক। যাহারা মানবোচিত কর্ম্মে বিমুখ, কুৎসিত ক্রিয়ার বশীভূত, তাহারা কোন প্রকারেই আনন্দ প্রাপ্ত হয় না। রণ-সজ্জা ও যুদ্ধজয় নিমিত্ত বিধাতা ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রাজ্ঞ লোকে বৈরী কর্ত্তৃক পরাস্ত হইলে ক্রোধবহ্নিতে বিদগ্ধ ও জয়াভিলাষী হইয়া আত্মনাশ বা বিপক্ষধ্বংস দুয়ের অন্যতর আশ্রয় করেন।

সঞ্জয়।—মাতঃ! পুত্রের প্রতি এ প্রকার রোষ বাক্য প্রয়োগ করা তোমার উচিত নয়। তুমি আমার অবস্থা দর্শন করিয়া আমার উপর অনুকম্পা প্রদর্শন কর।

বিদুলা।—সঞ্জয়, তোমার বিনীত বচন বিন্যাসে প্রীত হইলাম। তুমি আমাকে জনয়িত্রীর কর্ত্তব্য কার্য্যে নিয়োজিত করিতেছ। আমিও তোমায় কর্ত্তব্য কর্ম্মে ব্যাপৃত হইতে অনুরোধ করি। যখন তোমা কর্ত্তৃক সৈন্ধব কুল নির্মূল

হইবে, তখনই তোমাকে যত্ন, স্নেহ ও আদর করিব।

সঞ্জয়।—নির্দ্ধন ও নিঃসহায় অবস্থায় কিরূপে জয়ী হইব? আপন দুর্দশা চিন্তা করিয়া আমি জিগীষায় নিরুৎসাহ হইতেছি। স্বর্গপ্রাপ্তি যাদৃশ দুরূহ ব্যাপার, জয়াশা আমার সেইরূপ বোধ হইতেছে। জয়লাভে যদি আমার সম্ভাবনা থাকে, বলুন, তদনুযায়ী আপনার অনুজ্ঞা প্রতিপালন করিব।

বিদুলা।—বৎস! কার্য্যে সফলতা ঘটিবে না, প্রথম হইতে এই কল্পনায় আত্মাকে অপমানিত করা কদাচ বিধেয় নয়। ঘটনাবলে অসিদ্ধ বিষয়ও সুসিদ্ধ হয়, হয়তো উপস্থিত বিষয়ও বিনষ্ট হইতে পারে। রীতিমত উপায় অবলম্বনে সিদ্ধি লাভের কোনই প্রতিবন্ধক হয় না। মোহ নিবন্ধন আক্রোশ প্রকাশ করিয়া কর্ম্মের উদ্যোগ করা অনুচিত। কোন কর্ম্মের ফল সিদ্ধির নিশ্চয় নাই। যিনি এবংবিধ সন্দেহ বুঝিয়াও, কার্য্যের অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হন না, তাঁহার অভিমত ব্যাপারে সফলতা সম্বন্ধে অসম্ভাবনা ও সম্ভাবনা উভয়ই আছে। কার্য্য সিদ্ধ হইবে না ভাবিয়া যিনি কর্ম্মে বিরত থাকেন, তাহার সিদ্ধি কোথায়? চেষ্টায় অসিদ্ধও সিদ্ধ হইতে পারে, বিনা চেষ্টায় সুসিদ্ধ বিষয়ও অসিদ্ধ হইয়া যায়। কর্ম্মসিদ্ধি নিঃসংশয় হইবে, সিদ্ধান্ত করিয়া উদ্যম সহকারে তাবৎ কর্ম্মে মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। অরুণদেবকে পূর্ব্বদিক্ যেমন আশ্রয় করে, লক্ষ্মী সেইরূপ বিজিগীষুর আশ্রিত হন।

আমি তোমাকে উপদেশ দিবার কারণ যে সকল উৎসাহবর্দ্ধক বাক্য ও উপায় বলিলাম, তোমাকে তাহার উপযুক্ত মনে করিতেছি। তুমি পুরুষকার প্রদর্শন পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রযত্নে অভিলষিত পুরুষার্থ সংগ্রহে প্রবৃত্ত থাক ও যত্নবান হইয়া লুব্ধ, ক্রুদ্ধ, অহঙ্কৃত, তিরস্কৃত ও স্পর্দ্ধা পরায়ণ ব্যক্তিদিগকে আয়ত্ত কর। অগ্রিম বিত্ত বিতরণ দ্বারা সকলের কল্যাণ সাধনে নিরত হও; বেগবান্ পবন যেমন নিবিড় ঘনঘটা ছিন্ন ভিন্ন করে, সেইরূপ তুমি শত্রুদিগকে নির্ভিন্ন করিতে পারিবে এবং সকলের প্রণয়াস্পদ হইবে। যে শত্রু জীবনাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধামোদে প্রবৃত্ত হয়, সে ব্যক্তি গৃহপ্রবিষ্ট ভুজঙ্গপ্রতিম অত্যন্ত ভীম। বিক্রান্ত শত্রুকে বশীভূত করা অসাধ্য হইলে, দূত দ্বারা তৎসকাশে সন্ধি প্রভৃতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবে এবং তদ্দ্বারাই সে বশীভূত হইবে।

নরপাল, কোন বিপদেই বিচলিত হইবেন না। তাঁহার মনে ভয়ের আবির্ভাব হইলেও, মুখভাবভঙ্গীতে তাহা ব্যক্ত হওয়া প্রার্থনীয় নয়। কেন না, অমাত্য সৈন্য প্রভৃতি তাহা হইলে ভীত হইবে। তোমার পূর্ব্বতন মিত্রবৃন্দ অদ্যাপি জীবিত আছেন। যাহাতে তোমার স্বাতন্ত্র-স্থিতি হয়, একবাক্যে তাঁহারা বাসনা করেন। তুমি তাঁহাদিগকে ভীতি-প্রপীড়িত করিও

না। তুমি শক্তিত হইয়াছ, বুঝিতে পারিলে, তাঁহারা তোমায় ত্যাগ করিবেন।

বৎসে! আমি তোমার বুদ্ধি ও পুরুষত্ব-প্রভাব পরীক্ষার্থ ও শক্তি বর্দ্ধন জন্য এই সকল কহিলাম। এগুলি যদি তোমার হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে, তবে সহিষ্ণুতা সহকারে জয় জন্য অভ্যুত্থান কর। আমাদের সুবিপুল ধনভাণ্ডার আছে, তাহা তুমি জান না। আমি ব্যতীত অপর কেহ তাহা জ্ঞাত নয়। তোমার ব্যথায় ব্যথী কত শত মিত্র আছে, পূর্ব্বেই তাহা বলিয়াছি। তাঁহারা মঙ্গলবিধাতা, গৌরবাভিলাষী পুরুষের সহায় ও অমাত্য তুল্য।

বলা বাহুল্য, বিদুলার উৎসাহ, সদুপদেশ, ও যুক্তিতে সঞ্জয়ের দিব্য জ্ঞান জন্মিয়াছিল এবং তিনি ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম পালন করিয়া অতুল কীর্ত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন।

বিবি গ্লাডষ্টোন্।

ভূতপূর্ব্ব রাজমন্ত্রী উইলিয়ম ইওয়ার্ট গ্লাডষ্টোন সাহেব ইংলণ্ডের বর্ত্তমান রাজনৈতিক জগতের এক জন প্রধানতম লোক। ইনি গত ৫০ বৎসরের মধ্যে অনেক বার মহারাণীর মন্ত্রিত্ব পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইনি এক জন অসাধারণ ব্যক্তি, বর্ত্তমান সময়ে ইংলণ্ডের মস্তকস্বরূপ। ইনি যখন মন্ত্রীর পদে অধিরূঢ় থাকেন না, তখনও লক্ষ লক্ষ ইংরাজ ইহাঁর রাজনৈতিক মতের অনুসরণ করিয়া থাকেন।

গ্লাডষ্টোনের বিবি এক সদ্‌গুণসম্পন্না রমণী, গ্লাডষ্টোন সাহেব স্বয়ং সর্ব্বদাই স্বীকার করিয়া থাকেন যে তিনি যদি তাঁহার স্ত্রীর সাহায্য ও সহানুভূতি না পাইতেন, তাহা হইলে আজ তিনি যে উচ্চপদে আরূঢ় হইয়াছেন, তথায় উত্থিত হইতে পারিতেন না। গ্লাডষ্টোন যখন যে বৃহৎ কার্য্য করিয়াছেন, বিবি গ্লাডষ্টোন তখন তাঁহার সেই কার্য্যেরই সহকারিণী হইয়াছেন। যেখানে তিনি গমন করিয়াছেন, তাঁহার স্ত্রীও ছায়ার ন্যায় তথায় তাঁহার অনুসরণ করিয়াছেন। গ্লাডষ্টোন যখন যে রাজনৈতিক বিষয় লইয়া আন্দোলন করেন, সেই বিষয়ে তাঁহার পত্নী তাঁহার সহায়তা করিয়া থাকেন। কোন একটী রাজনৈতিক নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিতে গেলে, বা কোন রাজনৈতিক সংস্কার সংসাধন করিতে হইলে, কত পুস্তক ও পত্রিকা অধ্যয়ন করিতে হয়, কত লোকের সঙ্গে চিঠি পত্র লেখালেখি করিতে হয়, কত কত নগরে বক্তৃতা করিতে হয়, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। গ্লাডষ্টোন এইরূপ রাজনৈতিক কার্য্যে গত পঞ্চাশ বৎসর অবধি ব্যাপৃত আছেন, এবং বিবাহ হওয়া অবধি পত্নীর নিকট হইতে

সকল কার্য্যে সকল সময়ে সম্যক্ সাহায্য পাইয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে যেরূপ গম্ভীর ও অকপট সদ্ভাব অব্যাহত রূপে চলিয়া আসিতেছে, মহারাণী ও তাঁহার স্বামী ভিন্ন অন্য কোন দম্পতির মধ্যে ঐ রূপ অকৃত্রিম প্রগাঢ় সদ্ভাব হইয়াছে কি না, তদ্বিষয়ে ইংলণ্ডবাসীরা সন্দেহ করিয়া থাকেন। অল্প দিন হইল ইহাঁদের ৫০ বৎসর সুখের দাম্পত্য জীবন পূর্ণ হওয়াতে স্বর্ণ-বিবাহ হইয়া গিয়াছে। অল্প লোকের অদৃষ্টে এরূপ সৌভাগ্য ঘটিয়া থাকে।

কার্য্যপ্রিয়তা ও কার্য্যকুশলতা বিবি গ্লাডষ্টোনের এই দুইটী বিশেষ গুণ। যখন তিনি বালিকা এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন, তখন তিনি এক দিন তাঁহার দৈনন্দিন লিপিতে লিখিয়াছিলেন যে "যদি কোন কার্য্য সম্পন্ন হইবে প্রত্যাশা কর, তাহা হইলে সে কাজটী নিজে করিও" এই বাক্য যেন তাঁহার জীবন-পরিচালক বাক্য হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় তিনি তদবধি অদ্য পর্য্যন্ত এই বাক্যানুসারে কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। এক্ষণে তাঁহার ৭৬ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছে, কিন্তু আজও তিনি গার্হস্থ্য, সামাজিক ও দেশহিতকর কার্য্যে সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকেন।

বিবি গ্লাডষ্টোন অতিশয় দয়ার্দ্রহৃদয়া। প্রিয়বাক্য, অর্থ ও কার্য্য এই তিন উপায়ে তিনি দুঃখীদিগের দুঃখ দূরীকরণে সর্ব্বদা তৎপরা। এক দিন কোন এক সম্ভ্রান্ত ইংরাজ মহিলা বিবি গ্লাডষ্টোনকে বলিতেছিলেন "অর্থবল না থাকাতে লোকের কিছু উপকার করিতে পারি না।" বিবি গ্লাডষ্টোন তাঁহাকে বলিলেন "অর্থ বল না থাকিলেও আপনি লোকের বিশেষ উপকার করিতে সক্ষমা। আপনি তাঁহাদেরত ভাল বাসিতে পারেন।" উক্ত মহিলা উত্তর করিলেন "কেবল ভাল বাসিলে দরিদ্রের দারিদ্র্য কষ্ট ঘুচিবে না, রোগীর রোগ দূর হইবে না।" বিবি গ্লাডষ্টোন উত্তর করিলেন "ভালবাসা দ্বারা আপনি রোগীর নিরাশা এবং দরিদ্রের মনোদুঃখের অনেক লাঘব করিতে পারিবেন এবং আপনি ইহার পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।" বিবি গ্লাডষ্টোনের এই উপদেশ বাক্যে উক্ত মহিলার চৈতন্য হইল। তিনি সেই হইতে বুঝিলেন যে সকল লোকের প্রতি প্রেম করাই এই পৃথিবীতে আনন্দের প্রস্রবণ।

প্রয়াগে রামলীলা।

রামলীলা যদিও বাঙ্গালীর উৎসব নয়, ইহার নাম পাঠিকারা অবশ্যই অবগত আছেন। বিশেষতঃ কয়েক বৎসর হইতে রামলীলা ও মহরম এক সময়ে হওয়াতে তদুপলক্ষে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের কয়েকটী সহরের হিন্দু মুসলমানদিগের মধ্যে

যেরূপ শোচনীয় বিবাদের কথা সংবাদ পত্রাদিতে আন্দোলিত হইতেছে, তাহাতে ইহার সম্বন্ধে একটী ধারণাও অনেকের মনে জন্মিয়াছে। তথাপি যাঁহারা কখনও উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ভ্রমণ করেন নাই, তাঁহাদের অবগতির জন্য রামলীলায় একটু সামান্য সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত হইতেছে।

রামের বিবাহ হইতে অযোধ্যা প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত রামচরিতের এই অংশটুকু উপলক্ষ করিয়া রামলীলা হইয়া থাকে। ইহাকে রামচরিতের ঐ অংশটুকুর এক প্রকার অভিনয় বলিলেও বলা যাইতে পারে। বাস্তবিকই ইহা এক প্রকার জীবন্ত অভিনয়। নাটকাদির অভিনয়ের ন্যায় ইহাতে কথাবার্ত্তার ভাগ নাই, তদ্ভিন্ন অন্য সমুদয় কার্য্যই প্রায় হইয়া থাকে এবং এ অভিনয় এক দিনে হয় না, সাত আট দিনে সমাপ্ত হয়।

বঙ্গদেশে রামলীলা হয় না এবং রামের আধিপত্য বঙ্গদেশে নাই বলিলেই হয়। অবশ্য রামের জন্ম, বিবাহ, বন গমন, বনবাস, সীতাহরণ, লঙ্কাযুদ্ধ প্রভৃতি বৃত্তান্ত প্রায় সকলেই অবগত আছেন; এবং তাঁহাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়াও অনেকে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। কিন্তু এদেশীয়দিগের মনের উপর রামের যেরূপ প্রবল আধিপত্য, ইহারা যেমন রামনামকে ঈশ্বরের প্রতিশব্দ বলিয়া মনে করে, এবং খাইতে, বসিতে, শুইতে, এমন কি অভিবাদন করিবার সময়েও রাম নাম ব্যবহার করিয়া থাকে, আমাদের দেশে সেরূপ নাই। আমাদের দেশে কৃষ্ণই সর্ব্বে সর্ব্বা। আশ্চর্য্য, কৃষ্ণের জন্মভূমি এই দেশে, তথাপি তিনি এদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া সুদূর বঙ্গদেশে গিয়া আশ্রয় লইয়াছেন। ইহার কারণ কি? আমার বোধ হয় যে, এই দুই জাতির স্বভাবের বৈলক্ষণ্যবশতঃ এই প্রকার হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালীর স্বভাবে দয়া, দাক্ষিণ্য, ভক্তি, প্রেম, প্রভৃতি কোমল মনোবৃত্তি গুলি অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়। এদেশীয়দিগের স্বভাবে শৌর্য্য, বীর্য্য, স্বাধীনতা প্রভৃতি পুরুষোচিত গুণের ভাগ অধিক। বাঙ্গালীর স্বভাবে কবিতার ভাগ অধিক; এদেশীয়দিগের স্বভাবে তাহা নাই বলিলেই হয়। কৃষ্ণচরিতে ভক্তি প্রেম প্রভৃতির অধিক অবসর আছে, সুতরাং কৃষ্ণচরিত অধিকতর কবিতাময়, রামচরিত সেরূপ নয়। রাম চরিতে শেষোক্ত গুণগুলির অধিক বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। এই কারণ বশতঃই বোধ হয়, এই দুই জাতি স্বাভাবিক নিয়মানুসারে স্ব স্ব স্বভাবোপযোগী এই দুইটি চরিত্র অবলম্বন করিয়াছে।

আর একটি ঘটনা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত যুক্তিটি প্রমাণীকৃত হইতেছে। পাঠক পাঠিকাগণের বোধ হয় স্মরণ থাকিতে পারে যে, রামচন্দ্রই দুর্গা পূজার প্রথম প্রবর্ত্তয়িতা। এদেশীয় লোকেরা রাম চরিত্রের এ অংশটুকু একেবারে ছাড়িয়া

দিয়াছে। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের কোন স্থলে দুর্গার নাম গন্ধ পর্য্যন্ত নাই। আমাদের দেশের লোকেরা রাম চরিত্রের বীর-রসময় অংশ ছাড়িয়া দিয়া এই ভক্তিরসময় অংশটুকুই লইয়াছে। এদেশীয় লোকেরা ভক্তিরসময় অংশটি একেবারে ছাড়িয়া দিয়া বীররসময় অংশগুলি অবলম্বন করিয়াছে।

রামলীলা উত্তর পশ্চিম প্রদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই হইয়া থাকে। ইহা একটি জাতীয় উৎসব এবং ছোট বড় ধনী দরিদ্র সকলেই প্রায় অতিশয় আনন্দের সহিত ইহাতে যোগদান করিয়া থাকে। ইহার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য প্রভূত চাঁদা সংগ্রহ হয়। এতদ্দেশীয় ধনী, মহাজন এবং ছোট বড় সকল প্রকারের দোকানদার-দিগের নিকট হইতেই প্রায় তাহাদের অবস্থানুযায়ী চাঁদা লওয়া হয়। সকলেই আহ্লাদের সহিত চাঁদা দিয়া থাকে। স্থধু আহ্লাদ নহে, লোকে ধর্ম্মভয়েও এই সকল চাঁদা দিয়া থাকে। তাহাদের বিশ্বাস যে এসব কার্য্যে যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য না করিলে তাহাদের অমঙ্গল হইবে। দোকানদার প্রভৃতি একেবারে চাঁদাদান করা কষ্টকর বিবেচনায় প্রত্যহ দোকান বন্দ করিবার সময় একটি নির্দ্দিষ্ট পাত্রে, আপন আপন অবস্থানুসারে ছকড়া, চারি কড়া, এক পয়সা, দু পয়সা করিয়া ফেলিয়া রাখে। অন্য কোন কার্য্যের জন্য তাহারা ঐ অর্থ কদাচ স্পর্শ করে না। বৎসরান্তে রামলীলার সময় সেইগুলি একত্র করিয়া চাঁদা দিয়া থাকে।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশের মধ্যে কাশীতে রামলীলার বেশ জাঁক হইয়া থাকে। প্রয়াগেও খুব ধুমধাম হয়। রামলীলা হইবার প্রায় এক মাস পূর্ব্ব হইতে সমুদয় বন্দোবস্ত হইতে থাকে। আমাদের যে সময়ে দুর্গা পূজা হয়, সেই সময়েই রামলীলা হইয়া থাকে। ষষ্ঠীর চারি পাঁচ দিন পূর্ব্ব হইতে রামলীলা আরম্ভ হয়, বিজয়াদশমীর দিন সমাপ্ত হয়। প্রয়াগে চারি পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন পল্লীতে ভিন্ন ভিন্ন রাম লীলা হয়। কার্য্যাবলী সব গুলিতেই এক রূপ, তবে ধুমধাম জাঁক জমকের অবশ্যই প্রভেদ আছে। আমরা ইহার মধ্যে একটি দেখিতে গিয়াছিলাম।

রামের জীবনের ঘটনা গুলি যেটি যাহার পর হইয়াছিল, রামলীলাতে সেইরূপ হয়। প্রথম দিন রামের বিবাহ হয়, সেই দিন দুইটি বালককে রাম ও লক্ষ্মণ সাজাইয়া ও অপর একটী বালককে সীতা সাজাইয়া তাহাদিগকে একটী চতুর্দ্দোলায় বসাইয়া বাজনা বাদ্য, লোক জনের সহিত খুব ধুমধাম করিয়া একটি নির্দ্দিষ্ট মাঠে লইয়া যাওয়া হয়। সেই মাঠটিতে লোকে লোকারণ্য হইয়া থাকে, নানাবিধ দোকানদার আসিয়া বসে; নাঁচ গান রং তামাসা প্রভৃতিরও অভাব থাকে না। সেই মাঠে এইরূপে কিয়ৎক্ষণ অবস্থান করিয়া সন্ধ্যার সময় রাম, লক্ষ্মণ, ও সীতাকে লইয়া সেই রূপ বাজনা বাদ্য করিয়া এবং অনেক

আলো জালিয়া বাড়ী ফিরিয়া আনা হয়। এই সময়ে এই নকল রাম লক্ষণের বিষয়ে একটি কথা বলা আবশ্যক। এ দেশের লোকের একটি কুসংস্কার আছে যে, যাহাদিগকে রাম লক্ষ্মণ সাজান হয়, তাহাদের মধ্যে এক জন অতি শীঘ্রই মরিবে। এই জন্য রাম লক্ষ্মণ সাজাইবার জন্য বালক সর্ব্বদা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না এবং যাহাদিগকে রাম লক্ষ্মণ করা হয়, তাহাদিগের পিতা মাতা প্রভৃতিকে যথেষ্ট অর্থ দিয়া সন্তুষ্ট রাখিতে হয়। এ বিশ্বাসের কোন মূল আছে কিনা জানি না এবং যথার্থই ইহাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হয় কি না তাহা আমি অবগত নহি। তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে যদিও ইহাদের মধ্যে কেহ কখন মরিয়া যায়, তাহা তাহাদিগকে রাম লক্ষ্মণ করা হয় বলিয়া হয় না, কিন্তু এতদুপলক্ষে তাহাদের যে অনিয়ম হয় তাহাতেই উহা হয় বলিয়া বোধ হয়। কারণ, এই নকল রাম লক্ষ্মণদিগকে অনেক নিগ্রহ ভোগ করিতে হয়। যে কয়েক দিন রামলীলা হয়, সে কয়েক দিবস তাহাদিগকে সমস্ত দিন উপবাসে থাকিয়া রাত্রে হবিষ্য করিতে হয়। আরও অনেক অনিয়ম হয়। ইহারা প্রায়ই অতি অল্পবয়স্ক; সুতরাং এরূপ অনিয়মে তাহারা যে রোগাক্রান্ত হইয়া মরিয়া যাইবে ইহা কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নহে।

দ্বিতীয় দিবসে রামের বন গমন। সে দিবসও ঐরূপে নিয়মিত সময়ে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে সেই মাঠে লইয়া যাওয়া হয় এবং সন্ধ্যার সময় সেইরূপ করিয়া আবার বাড়ী ফিরাইয়া আনা হয়। তৃতীয় দিবসে লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক সূর্পনখার নাসা কর্ণ ছেদন ও রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণ। তার পর হইতে কেবল রাম ও লক্ষ্মণকে মাঠে লইয়া যাওয়া হয়। অনন্তর ক্রমান্বয়ে হনুমান কর্ত্তৃক লঙ্কা দাহন এবং রাম ও লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক কুম্ভকর্ণ, মেঘনাদ প্রভৃতি রাক্ষস বধ হইয়া, দশমীর দিন রাবণ বধ হইয়া রাম লীলা শেষ হয়। এই কয়েক দিবসই রাম লীলা দেখিতে বেশ আমোদ পাওয়া যায়। লঙ্কা দাহের দিন গিয়া দেখিলাম যে সেই মাঠে কাগজের একটি লঙ্কাপুরী তৈয়ার করা হইয়াছে। তাহার উপর হনুমান মুখোসধারী এক জন লোক বসিয়া আছেন। তিনিই বীর হনুমান; সাগর ডিঙ্গাইয়া লঙ্কাতে গিয়া বসিয়াছেন। আমাদের যাইতে কিছু দেরি হইয়াছিল, সমুদ্র লঙ্ঘনটা কিরূপ হয় দেখি নাই। অন্য দিকে নানা প্রকার দৃশ্য দেখা গেল। কপি-বেশধারী রামের অনুচরগণের লম্ফ, ঝম্ফ, চিৎকার; রাক্ষসবেশী রাবণ চরদিগের বিকট আস্ফালন; লোকদিগের কলকল রব ইত্যাদি নানা প্রকার শব্দে স্থানটী অতিশয় কোলাহলময় হইয়া উঠে। এইরূপ করিয়া কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে, সন্ধ্যার প্রাক্কালে হনুমানজী স্বহস্তে একটি মশাল লইয়া সেই কাগজের লঙ্কায় অগ্নি সংযোগ করিয়া দিল। তাহাতে পূর্ব্ব হইতেই

তুবড়ি, বোম, হাউই প্রভৃতি বাজি সংযুক্ত ছিল। অগ্নি সংস্পর্শ মাত্র অতি ভীষণ অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইল।

লঙ্কা দাহের পর হইতে রাক্ষস বধ আরম্ভ হয়। এ কয়েক দিনও দেখিতে বিলক্ষণ আমোদ পাওয়া যায়। সেই মাঠে বাঁশ, কাগজ, ও কাপড় নির্ম্মিত এক একটি প্রকাণ্ড কৃষ্ণবর্ণ রাক্ষসমূর্ত্তি লইয়া যাওয়া হয়। সেই মূর্ত্তিগুলির পদ-দেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাকা থাকে, সুতরাং তাহাদিগকে যেখানে সেখানে ঠেলিয়া লওয়া যাইতে পারে এবং তাহাদের মুখ ও হস্তের সহিত এক একটি দড়ি সংলগ্ন থাকে। সেই দড়িগুলি টানিলে রাক্ষসটি মুখ ব্যাদান করে এবং হস্তস্থিত কৃত্রিম তরবারী নাড়িতে থাকে। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে রাক্ষস বধ হয়, অর্থাৎ সেই সময়ে সেই মূর্ত্তিগুলিকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দড়ি টানিতে টানিতে ঠেলিয়া লইয়া যাওয়া হয় এবং রাম ও লক্ষ্মণ উভয়েই তীর দ্বারা তাহাদিগকে ভেদ করিতে করিতে যাইতে থাকেন। সেই প্রদোষ সময়ে কৃষ্ণবর্ণ সেই প্রকাণ্ড বিকট মূর্ত্তিগুলি দেখিলে সত্য সত্যই রাক্ষস বলিয়া ভ্রম হওয়া বিচিত্র নহে! কিছুক্ষণ এইরূপ করিয়া তাহাদের কলেবর রাম লক্ষ্মণ শরে ছিন্নময় হইলে তাহাতে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অগ্নি সংযোগ করিয়া দেওয়া হয়।

নবমী ও দশমীর দিনই এখানে রাম লীলার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধুম। নবমীর দিন 'রাম দল' বাহির হয়। 'রাম দল' আর কিছুই নহে, কেবল সহরের একটি প্রকাশ্য রাস্তা দিয়া রাম ও লক্ষ্মণকে অতি-শয় সমারোহের সহিত লইয়া যাওয়া হয়। এই রাম দল দেখিবার জন্য বহুসংখ্যক লোকের সমাগম হয়। রাস্তার ধারের বাড়ীগুলির ছাদ, বারাণ্ডা, গবাক্ষ, সমুদয়ই স্ত্রীলোকে পূর্ণ হইয়া যায়। আমরাও একটি ছাদের উপর হইতে 'রাম দল' দেখিলাম। প্রথমে কতকগুলি নিশানধারী লোক চলিয়া গেল। তার পর উষ্ট্রের উপর চড়িয়া আরও কতকগুলি লোক নিশান ধরিয়া গেল। তৎপরে একটি গণেশ মূর্ত্তি ও তৎপরে নন্দী, ভৃঙ্গি সহিত বৃষভারূঢ় মহাদেব মূর্ত্তি। মহাদেবের সহিত অগ্র পশ্চাতে কতক গুলি লোক গায়ে ভস্ম প্রভৃতি মাখিয়া, সন্ন্যাসী বেশ ধারণ করিয়া নানা প্রকার অঙ্গ ভঙ্গি করিতে করিতে চলিয়া গেল। তৎপরে দোলায় চড়িয়া দশমুণ্ডের একটি মুখোস পরিয়া ও বামে রাণী মন্দোদরীকে লইয়া রাবণ চলিয়া গেল। তৎপশ্চাতে রাবণের বহুসংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য। তার পর বহুসংখ্যক দোলায় চড়িয়া কপিবেশ-ধারী কতকগুলি লোক বিকট চিৎকারে কাণ ঝালা পালা করিতে করিতে চলিয়া গেল। ইহারা রামের সৈন্য সামন্ত। তৎপরে হস্তীর উপর চড়িয়া রাম লক্ষ্মণ আসিলেন। হস্তীর অগ্র পশ্চাতে শত শত লোক 'রাজা রামচন্দ্রকী জয়' বলিয়া ভয়ানক শব্দ করিতে করিতে চলিয়া গেল। ইহাই 'রাম দল'। রাত্রে ইহারাই আবার

অনেক আলো জ্বালিয়া বাড়ী ফিরিয়া যায়। একটি কথা বলিতে ভুল হইয়াছে, রাম লক্ষ্মণ আসিবামাত্র চারি দিক হইতে তাহাদের উপর ফুল তুলসীর মালা বৃষ্টি হইতে লাগিল। রাম লক্ষ্মণের সহিত হস্তীর উপর এক জন লোক বসিয়াছিল, সে সেই মালাগুলি রাম লক্ষ্মণের পায়ে ছুয়াইয়া পুনরায় ফেলিয়া দিতে লাগিল। সেই মালা পাইবার জন্য লোকের কতই আগ্রহ। শুনিয়াছি সেই মালার অনেক গুণ। দোকানদারগণ সেই মালা গুলিকে শুভ চিহ্ন স্বরূপ বলিয়া দোকানে টাঙ্গাইয়া রাখে। শুনিতে পাই যে, রাম লক্ষ্মণ বেশধারী এই বালকদিগকে রীতিমত পূজা করা হয়। ইহা শুনিয়া আমাদের এক জন বন্ধু বলিলেন যে এদেশে পৌত্তলিকতার চরম সীমা দেখিতেছি। মনুষ্য পূজা অপেক্ষা প্রতিমাপূজা অনেক ভাল। কিন্তু ইহাকেইবা পৌত্তলিকতার চরম অবস্থা কেমন করিয়া বলিব? আমাদের দেশে সর্প, বিড়াল প্রভৃতি অতি নিকৃষ্ট জীবের পূজা হইয়া থাকে। মনুষ্যত শ্রেষ্ঠ জীব।

দশমীর দিনও অবিকল এইরূপ হইয়া থাকে। কেবল প্রভেদ এই যে, সেই দিন যমুনা তীরস্থ একটি প্রশস্ত মাঠে ইহারা সকলে একত্রিত হয় এবং তথায় পূর্ব্বোক্ত প্রকারে রাবণের একটি প্রকাণ্ড মূর্ত্তি দগ্ধ করিয়া অনেক বাজি পোড়াইয়া যে যাহার গৃহে প্রত্যাগমন করে।

উজ্জয়িনী।

ভারতের পুরাকালীন ইতিহাসে উজ্জয়িনী নগরের নাম জলন্ত অক্ষরে লিখিত আছে। শিক্ষিতা পাঠিকার নিকট ঐ নাম প্রাচীন ভারতের কত কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। আজও ঐ সুবিখ্যাত নগরী বর্ত্তমান। উজ্জয়িনী মালওয়া রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী ছিল। ইহার আর একটী সংস্কৃত নাম অবন্তী। মিসরীর বিজ্ঞান ও ভূগোলবৃত্তান্ত-লেখক টলেমি তাঁহার কৃত গ্রন্থে উজ্জয়িনীর উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লাটিন ভাষায় উহাকে 'Ozeni' নামে অভিহিত করিয়াছেন। যখন ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচলিত হয়, তখন এই নগরবাসীগণ বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিশেষ অনুরাগী হইয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম ভারতের নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে প্রচার করিতে বহির্গত হয়েন। খৃষ্টের জন্ম গ্রহণের ২৭৪ বৎসর পূর্ব্বে অশোক রাজা উজ্জয়িনী নগর তাঁহার কয়েকটী রাজধানীর মধ্যে প্রধান জ্ঞান করিতেন, এবং তিনি কিছু

কাল ঐ নগরে বাস করিয়া তথা হইতে স্বীয় সুবিস্তৃত রাজ্যের কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এই সময়ে গ্রীক বণিকগণ উজ্জয়িনী নগরে আগমন করিতেন। তাঁহারা এখানে আসিয়া গ্রীক ক্রীত দাস দাসী, গ্রীস দেশ-জাত মদ্য ও স্বর্ণ রৌপ্য পাত্র বিক্রয় করিতেন। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজধানী বলিয়া উজ্জয়িনী নগরী সুবিখ্যাত। খ্রীষ্টের জন্ম গ্রহণের ৩০ বৎসর পূর্ব্বে বিক্রমাদিত্য বর্ত্তমান ছিলেন এবং এই স্থানে রাজত্ব করিতেন। এই সময়ে মধ্য-ভারতবর্ষে ভয়ানক ভূমিকম্প হয়, তাহাতে এই নগরী প্রায় ধ্বংসাবশেষ হয়। বিক্রমাদিত্যের পরে তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে ভোজরাজা স্বীয় বাহু বলে ও অন্যান্য রাজোচিত গুণে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি উজ্জয়িনী নগরের বিশেষ উন্নতি সাধন করেন, কিন্তু পরে ঐ নগর পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। ১২০০ খৃঃ অব্দে উজ্জয়িনী মুসলমানদিগের অধিকারভুক্ত হয়। ইহার পর উজ্জয়িনী মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধীন হয় এবং অদ্যাবধি উহা সিন্ধিয়ার রাজ্যের অন্তর্গত আছে। ইহা কিছু কাল মহারাষ্ট্রীয় পেশওয়াদিগের রাজধানী ছিল। ১৮১০ শালে গোয়ালিয়র সিন্ধিয়া রাজ্যের রাজধানী হয়, তদবধি উজ্জয়িনী নগরীর গৌরব লুপ্ত হইয়াছে।

বর্ত্তমান উজ্জয়িনী একটী ছয় ক্রোশ ব্যাপিনী নগরী। তাহার চতুর্দ্দিক প্রস্তরের প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। ইহার প্রাচীন গৌরবের নানা চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এখানে অনেক গুলি হিন্দুমন্দির আজও দেখা যায়। উহার মধ্যে কোন কোনটী যে রাজা বিক্রমাদিত্যের সমকালীন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। নগরের স্থানে স্থানে মৃত্তিকার নীচে অদ্যাপি পুরাতন মন্দিরের ভগ্নাংশ ও প্রাচীন কালের মুদ্রা প্রাপ্ত হওয়া যায়। মুসলমান বাদসাহ মহম্মদ শার রাজত্ব কালে জয়সিংহ নামে জয়পুরের একজন জ্যোতির্ব্বিদ এই স্থানে মানমন্দির নির্ম্মাণ করেন, তাহা আজিও বর্ত্তমান আছে। কথিত আছে এই হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদই জয়পুর, দিল্লি, কাশী মথুরা প্রভৃতি স্থানে এক একটী মানমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের সহিত জড়িত বলিয়া উজ্জয়িনী নগরী প্রত্যেক অনুসন্ধিৎসু ভারতবাসীর পক্ষে একটী প্রধান দর্শনীয় স্থান বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

'নওশেরার যুদ্ধ'।

শঠতার বলে—যে পাঠান জাতি
করেছিল আর্য্যভূমি অধিকার,
সে পাঠানে শিক্ষা দিতে সমুচিত
রণমদে মত্ত 'রণজিৎ' আজ।

প্রাতঃস্মরণীয় সে পবিত্র দিন!
বিজয়-পতাকা উড়িল যে দিন
'আফগানি স্থানে;'—'পঞ্জাব-কেশরী'
শিখ সেনাসহ সেথায় উতরি,
'কাবুল নদীর' পার্শ্ববর্ত্তী স্থান—
রঙ্গভূমি—যার 'নওশেরা' নাম;
মহাবীর দাপে আরম্ভিলা রণ,
নাশিলা সমরে অসংখ্য যবন!
মহাবীর সেই শিখ সেনাপতি
'রণজিৎ সিংহ'—রাখিলা যে খ্যাতি,
অতুল সে যশ—বীর পরাক্রম
দেখালে জগতে, বীর্য্য অনুপম!
গাইবে সকলে অনন্ত কাল।
সমস্ত দিবস করিলা সংগ্রাম,
শ্রান্তি নাহি পল—তিলেক বিরাম।
ব্যূহভেদ করি শিখ সৈন্যগণ
করিলা সবেগে শত্রু আক্রমণ।
সমাগত নিশি—ঘোর অন্ধকার
সে দিগে ভ্রূক্ষেপ নাহিক কাহার;
রণমদে মত্ত—মাতঙ্গের প্রায়—
উন্মত্ত সকলে, শত্রুপানে ধায়।
লোকাতীত বল—সাহস বিক্রম
প্রকাশিলা রণে,—উৎসাহ-উদ্যম!
শিখ সেনাদল—সমর-কুশল
যুঝিলা কিরূপে? নির্ভীক অটল

অসম সাহসী কিবা দৃঢ়কায়,
ভীষণ মূরতি—অসুরের প্রায়—
পাঠানের সনে?—করি মহারণ
রাখিলা যে কীর্ত্তি, করিয়ে স্মরণ
কৃতার্থ সকলে ভারত বাসী।
পার হয়ে 'সিন্ধু'—হিন্দুজয় ভেরী
বাজাইলা আজ বীরেন্দ্র-কেশরী!
ধন্য রণজিৎ, তব যশোগীত
গাবে কোটিকণ্ঠে জানিও নিশ্চিত।
যে বীরত্ব আজ দেখাইলা ভবে,
ধন্যা আর্য্যভূমি তাহার গৌরবে।
মহা মহা বীর জনমিলা যারা
(যাহাদের যশে ধন্যা বসুন্ধরা!)
তাঁদের সমাজে তুমি এক জন,—
বীর চূড়ামণি—বিখ্যাত ভুবন!
বীরদাপে 'সিংহ' ছাড়ি সিংহনাদ
যুঝিলা 'পাঠানে,'—গণি পরমাদ
ভঙ্গ দিল রণে! সহিতে না পারি;
সিংহের বিক্রম—যাই বলিহারী!
বিজয় নিশান উড্ডীন সেথায়
পাঠানের দেশ—বিখ্যাত ধরায়—
পরাস্ত মানিল শিখের করে!
কোথা সে বীরত্ব—কোথা রণজিৎ,
কোথা সের সিংহ—? এবে তিরোহিত!
নাহি সে গৌরব—শৌর্য্য বীর্য্য সব

খ্যাতি প্রতিপত্তি বিপুল বৈভব ;
চির বিসর্জ্জিত বিস্মৃতি-সাগরে,
বলিতে সে কথা হৃদয় বিদরে !
'ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ' জন্মিলা যে ভূমে
সে ভারত আজ থাকি ঘোর ঘুমে
বীরত্ব বিহীন,—শৃগাল আবাস !
বীর পুত্রগণ ভীরুতার দাস।
নাহি ধর্ম্মবল—একতা বন্ধন,
কে করিবে মার মঙ্গল সাধন ?
দ্বেষ হিংসা স্বার্থ একান্ত প্রবল !
নাহি ভ্রাতৃভাব,—বিদ্বেষ অনল
এবে প্রজ্বলিত ! ঈর্ষা পরস্পর
বাড়িছে নিয়ত—দহিছে অন্তর।
অজ্ঞানতা বিষ—পান করি তায়,
অবশ শরীর—যেন মৃতপ্রায় !

কে জাগাবে আজ অচেতন প্রাণ ?
হীনবীর্য্য সব ভারত সন্তান,—
আর্য্য কীর্ত্তি তাই বিলুপ্ত ভবে !
এস ভ্রাতৃগণ করি প্রাণ পণ
নাশি অন্ধকার ; সৌভাগ্য তপন
উঠুক আবার ভারত-আকাশে।
আলোকিত হ'ক তাহার প্রকাশে
সমস্ত জগত ;—গিরিগুহা বন
সিন্ধু-নদ নদী—করুক কীর্ত্তন
ভারতের যশ সদা—অবিরল,
চেতনা আসুক—হৃদয়েতে বল ;
করিয়ে শ্রবণ,—মোহ-মুগ্ধ-মন
জাগিয়া উঠুক ভাঙ্গিয়ে স্বপন,
প্রাচীন বীরত্ব-কাহিনী সব।

শারীরিক স্বাস্থ্যবিধান।

চর্ম্ম দন্তাদির ব্যবহার।

আমাদের গাত্রোপরিস্থ চর্ম্ম সুধু যে কেবল ত্বগিন্দ্রিয় তাহা নহে। ইহার আরও এক কার্য্য আছে। ইহা কতক পরিমাণে ফুসফুসের ন্যায় কার্য্য করে অর্থাৎ ফুসফুস্ যেমন রক্ত হইতে দূষিত কারবনিক এসিড্ (carbonic acid) বাষ্প বাহির করিয়া নাসিকা পথে বাহিরে নিক্ষেপ করে, ইহাও সেইরূপ রক্ত হইতে কারবনিক এসিড্ প্রভৃতি দূষিত পদার্থ বাহির করিয়া ঘর্ম্মরূপে শরীরের বাহিরে নিক্ষেপ করে। আমাদের শরীরের চর্ম্ম অতি সুন্দররূপে গঠিত হইয়াছে। বাহির হইতে দেখিতে ইহা অতি পাতলা বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এত পাতলা হইলেও ইহা দুই ভাগে বিভক্ত আছে। আমরা আমাদের শরীরের উপরে যে চর্ম্ম দেখিতে পাই, উহার তলে আর এক প্রকার চর্ম্ম আছে। আমরা উহাদিগকে যথা ক্রমে বাহ্যত্বক্ (Epidermis) এবং অন্তত্বক্ (dermis) বলিব। ইহারা প্রত্যেকে আবার দুই ভাগে বিভক্ত ; সুতরাং আমাদের শরীরের চর্ম্ম চারি ভাগে বিভক্ত।

বাহ্যত্বকের উপরিভাগ কঠিন ও অতিশয় বন্ধুর; কিন্তু সর্ব্বদা অঙ্গবস্ত্রাদির ঘর্ষণে উহা প্রায় এরূপ সমান হইয়া যায় যে উহাকে মৎস্যের আঁইসের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। এই কঠিন ত্বক ভিতরকার কোমল ত্বক্‌কে আঘাত প্রভৃতি হইতে রক্ষা করে। এই চর্ম্মে অন্য কোন দ্রব্যের আঘাত লাগিলে আমরা ব্যথা অনুভব করি না, কেবল সেই দ্রব্যের স্পর্শ অনুভব করি। কিন্তু যদি কোন কারণ বশতঃ উপরকার এই ত্বক্ উঠিয়া যায়, তাহা হইলে ভিতরের ত্বকের সহিত কোন বস্তুর সামান্য সংযোগ হইবা মাত্র আমরা ঘোরতর যাতনা অনুভব করিয়া থাকি।

বাহ্যত্বকের নিম্নে এবং অন্তস্ত্বকের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহুসংখ্যক মাংস গ্রন্থি (glands)* আছে, ইহাদিগকে ঘর্ম্ম গ্রন্থি (sweat glands) বলা যাইতে পারে। বাহ্যত্বকের উপরিভাগের সহিত এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র সরু সরু নল দ্বারা ইহাদের যোগ আছে। ইহাদিগকেই লোমকূপ কহে। ঐ গ্রন্থিসকল রক্ত হইতে কারবনিক গ্যাস প্রভৃতি দূষিত পদার্থ সকল বাহির করিয়া ঘর্ম্মরূপে ঐ সকল নলপথে শরীরের বাহিরে নিক্ষেপ করে। কেবল ঘর্ম্মরূপেই যে ঐ সব পদার্থ আমাদের চর্ম্ম হইতে নির্গত হয়, তাহা নহে। যে সময় ঘর্ম্ম হয় না, তখনও আমাদের শরীরস্থ সহস্র সহস্র লোমকূপ পথে ঐ সব দূষিত পদার্থ বাষ্পরূপে অদৃশ্যভাবে আমাদের শরীর হইতে অবিরত বহির্গত হইতেছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে বাহ্যত্বকের উপরিভাগ মৎস্যের আঁইসের ন্যায়। অঙ্গ বস্ত্রাদির ঘর্ষণে ঐ সব আঁইস সর্ব্বদা ভাঙ্গিয়া যাই-তেছে এবং তৎপরিবর্ত্তে নূতন আঁইসের সৃষ্টি হইতেছে। ঐ সব শল্কবৎ পদার্থ ভগ্ন হইয়া এত সূক্ষ্ম চূর্ণ হইয়া যায়, যে আমরা সচরাচর তাহা দেখিতে পাই না, রোগের পর মরা মাসরূপে দেখা যায়।

শরীরের চর্ম্ম পরিষ্কার রাখা উচিত কেন তাহা বোধ হয় এক্ষণে অনেকেই বুঝিতে পারিবেন এবং ইহার উপকারিতা ও প্রয়ো-জন কিরূপ তাহাও বোধ হয় আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। চর্ম্ম উত্তম-রূপে পরিষ্কার না রাখিলে উল্লিখিত শল্ক-চূর্ণ সকল শরীর-বিনির্গত ঘর্ম্মের সহিত ও ধূলা প্রভৃতি অন্যান্য পদার্থের সহিত মিলিত হইয়া বাহ্যত্বকের উপর জমাট বান্ধিয়া যায়। ইহাতে লোমকূপ সকলের মুখ রুদ্ধ সুতরাং রক্ত-স্থিত দূষিত পদার্থ সকল আর এ পথে বাহির হইতে পারিবে না। ইহাতে নানা প্রকার চর্ম্ম রোগ জন্মে এবং অন্যান্য নানাবিধ উৎকট ব্যাধি উৎপন্ন হয়; এমন কি ইহাতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে যদি কাহারও শরীর কোন ঘন রং বা ঐরূপ অন্য কোন পদার্থ দ্বারা এরূপ ভাবে লেপিয়া দেওয়া যায় যে তাহার সমুদয় লোমকূপের মুখ বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে অল্পক্ষণ মধ্যেই তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে।

অতএব প্রত্যেক লোকেরই, যাহাতে

শরীরের চর্ম্ম পরিষ্কার থাকে, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। প্রত্যহ প্রাতঃকালে শীতল জলে স্নান করা অতি উত্তম নিয়ম। ইহাতে চর্ম্ম পরিষ্কার রাখে, বল বৃদ্ধি করে, রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার সহায়তা করে, এবং শরীর ও মনের স্ফূর্ত্তি বৃদ্ধি করে। কিন্তু শীতল জলে স্নান করিবার পরেই শুষ্ক বস্ত্র দিয়া সমুদয় গাত্র উত্তমরূপে ঘর্ষণ করা উচিত। ইহাতে যে কেবল চর্ম্ম পরিষ্কার হয় তাহা নহে; ইহার আরও এক উপকারিতা আছে। শীতল জল স্পর্শে আমাদের শরীরের চর্ম্ম শীতল হইয়া যায়। ইহাতে চর্ম্মের নিম্নস্থ রক্ত ভিতর দিকে চলিয়া যায়। শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা গাত্র উত্তমরূপ ঘর্ষণ করিলে সে শীতলতা দূর হয়; গাত্রচর্ম্ম স্বাভাবিক উষ্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং রক্ত পুনরায় স্বস্থানে আইসে।

দন্তের যথোচিত যত্ন করা অতিশয় আবশ্যক। খাদ্য দ্রব্য সুন্দররূপে জীর্ণ করিবার পক্ষে দন্ত কিরূপ সহায়তা করে, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমরা দন্তের মহৎ উপকারিতা যথার্থরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইব। জঠরের খাদ্য দ্রব্য জীর্ণ করিবার শক্তি আছে বটে, কিন্তু খাদ্য দ্রব্য দন্ত দ্বারা সুন্দররূপে চর্ব্বিত না হইলে জঠর তাহা জীর্ণ করিতে পারে না। সুতরাং দন্ত যাহাতে ভাল থাকে, সে বিষয়ে আমাদের যত্ন করা উচিত।

আহারের পর খাদ্য দ্রব্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ সকল দন্তের পার্শ্বে লাগিয়া থাকে, ইহাতে প্রায়ই দন্তের অনিষ্ট ঘটে। অতএব আহারান্তে জল দ্বারা উত্তমরূপে মুখ প্রক্ষালন করা উচিত। এই সকল দ্রব্য বাহির না হইলে মুখের লালার সহিত মিলিত হইয়া দন্তের নিম্নে ও পার্শ্বে এক প্রকার পদার্থের সৃষ্টি হয়; ইহাকে সচরাচর পাথুরি বলিয়া থাকে। ইহা দন্তের পক্ষে অতিশয় অপকারী এবং প্রায়ই দন্ত নষ্ট করিয়া থাকে। এই জন্য প্রতিদিন আমাদের দন্ত পরিষ্কার করা উচিত। দন্তমার্জ্জনের জন্য আজকাল নানা প্রকর দন্ত চূর্ণ প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু এই সকল ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে উত্তমরূপে ইহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া লওয়া উচিত। যদি ইহাতে অম্লরসযুক্ত কোন পদার্থ থাকে, তাহাহইলে ইহা ব্যবহার করা উচিত নহে। কারণ অম্লরসে দন্তের সমূহ অনিষ্ট সাধিত হয়। প্রত্যহ প্রাতঃকালে উঠিয়া দন্তমার্জ্জনী দ্বারা দন্তমার্জ্জন করিলে অনায়াসে চলিতে পারে। অথবা কর্প্পূর, খড়ি এবং কয়লা অতি সূক্ষ্মরূপে চূর্ণ করিয়া ব্যবহার করিলেও চলিতে পারে। ঐ তিনটি দ্রব্য অতি সূক্ষ্মরূপে চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করিয়া লইলে উত্তম দন্ত চূর্ণ প্রস্তুত হইতে পারে। যদি সুবিধা হয় দিনে দুই বার করিয়া দন্ত মর্জ্জন করিলে ভাল হয়।

কোষ্ঠ শুদ্ধির বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আর একটি প্রয়োজনীয় বিষয়। কোষ্ঠ বদ্ধ হইলে নানা রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। সচরাচর তলপেটের কতকগুলি নাড়ীর

দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত, অথবা পাকস্থলীর খাদ্য জীর্ণকারী দুই একটী রসের অল্পতা প্রযুক্ত কোষ্ঠ বদ্ধ হইয়া থাকে। যদি প্রথমোক্ত কারণ বশতঃ কোষ্ঠ বদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ সকল নাড়ীর যথোচিত চালনা হওয়া আবশ্যক। মাটি খুঁড়িলে অথবা ঐ প্রকারের অন্য কোন ব্যায়াম করিলে ঐ সকল নাড়ীর যথেষ্ট চালনা হইতে পারে। যদি দ্বিতীয়োক্ত কারণ বশতঃ কোষ্ঠ বদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রত্যহ প্রাতঃকালে উঠিয়া এক গ্লাস শীতল জল পান করিলে উহা প্রায়ই আরোগ্য হইয়া যায়। যে সকল খাদ্যে কোষ্ঠ বদ্ধ করে সে সকল খাওয়া উচিত নহে। রুটী খাইতে হইলে ময়দার রুটি না খাইয়া আটার রুটি খাওয়া উচিত। ময়দার রুটিতে কেবল যে কোষ্ঠ বদ্ধ হয় তাহা নহে; ময়দাতে গমের সার অংশ অতি অল্প পরিমাণেই থাকে। সময়ের ফল খাওয়া উচিত; ইহাতে বিলক্ষণ কোষ্ঠ শুদ্ধি করে। কোষ্ঠ বদ্ধ হইলে কতকগুলা ঔষধ প্রভৃতি খাওয়া উচিত নহে। সর্ব্বদা জোলাপ লওয়াও অতিশয় মন্দ অভ্যাস। ইহাতে জীর্ণ করিবার শক্তি হ্রাস হইয়া যায়। জোলাপ লইতে হইলে মৃদু জোলাপ লওয়া উচিত। মৃদু জোলাপ দুই তিন দিন উপরি উপরি লওয়া ভাল, কিন্তু এক দিনে অতি তীব্র জোলাপ লওয়া ভাল নয়। ঔষধ যথাসাধ্য ত্যাগ করিতে পারিলেই ভাল হয়। আহারের সুনিয়ম করিতে পারিলে প্রায়ই রোগ আরোগ্য হইয়া যায়।

বিবিধ তত্ত্ব সংগ্রহ।

ব্রহ্মমহিলা।

ব্রহ্মদেশে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বিরাজমান। ব্রহ্মমহিলা অবগুণ্ঠনবতী নহেন। তিনি স্বামীর সহিত বা একাকিনী হাটে, বাজারে, আত্মীয় পরিজনের আলয়ে গমনাগমন করিয়া থাকেন। এরূপ স্ত্রীস্বাধীনতা ব্রহ্মদেশে অতি আদিম কাল হইতে প্রচলিত আছে, ব্রহ্মবাসীগণের মধ্যে এই প্রবাদ। এক জন ইংরাজ বহুকাল ব্রহ্মদেশে বাস করিয়া ঐ জাতির আচার ব্যবহার বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া বলিয়াছেন যে ইংলণ্ডে আজ পর্য্যন্ত পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে আইনের চক্ষে যে পার্থক্য আছে, ব্রহ্ম পুরুষ ও রমণীগণের মধ্যে সে পার্থক্যও বর্ত্তমান নাই। অল্প দিন পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ যখন স্বাধীন ছিল, তখন রাজার প্রবর্ত্তিত আইনানুসারে স্ত্রীলোক ও পুরুষের মধ্যে কোনরূপ প্রভেদ করা হইত না। ইংরাজাধীনে ব্রহ্মদেশে সে প্রথা পরিবর্ত্তিত হয় নাই। ব্রহ্মদেশে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে সাম্যভাব রক্ষা

করিবার এতদূর চেষ্টা যে স্বামী সন্তান দিগের মধ্যে পুত্রের সম্পূর্ণ অধিকারী ও স্ত্রী কন্যার সম্পূর্ণ অধিকারিণী হইয়া থাকেন। যদি মনোবাদ বশতঃ কোন স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে, তাহা হইলে স্বামী পুত্র সন্তান লইয়া স্ত্রী হইতে বিভিন্ন হয়েন, এবং স্ত্রী কন্যা লইয়া অন্য স্বামী গ্রহণ করেন। বিষয় সম্পত্তি বিভাগ সম্বন্ধেও স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সম্পূর্ণ সমান অধিকার।

পারসী মহিলাদিগের মধ্যে প্রচলিত সাধভক্ষণ রীতি।

বোম্বাইয়ের পারসী স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত সাধভক্ষণ রীতি প্রচলিত আছে। সম্ভবতঃ তাঁহারা এই রীতিটী হিন্দুদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। গর্ভাবস্থার নয় মাস পূর্ণ হইলে সাধ ভক্ষণোপলক্ষে উৎসব হইয়া থাকে। উৎসবের দিন প্রাতে শ্বশ্রূ গর্ভবতী বধূকে নূতন পরিচ্ছদে সুশোভিতা করিয়া দেন। তৎপরে বধূর পিতামাতাকে নানা আহারীয় দ্রব্য উপঢৌকন স্বরূপ প্রেরণ করেন। তৎপরে বধূর পিতা মাতাও জামাতার পিতা মাতাকে উপঢৌকন প্রেরণ করেন। তৎপরে সন্ধ্যাকালে দুই পরিবারের সকলে একত্রিত হয়েন। বাটীর যে প্রকোষ্ঠের দ্বার পূর্ব্বদিকে, সেই প্রকোষ্ঠটী পুষ্প ও লতা পত্রে সুসজ্জিত করা হয় এবং মেজের উপর নানা প্রকার সুগন্ধময় দ্রব্য রক্ষিত হয়। প্রকোষ্ঠের একটী উচ্চ স্থানে বধূ উপবিষ্টা হইলে তাহার ললাটে সিন্দুরের চিহ্ন দেওয়া হয় এবং তাহাকে এক সুট নূতন পরিচ্ছদ উপহার প্রদত্ত হয়। পরে একটী নারিকেল, একটী পান ও অন্যান্য ফল তাঁহার ক্রোড়ে রক্ষিত হয়। এই অবস্থায় তিনি সমস্ত আত্মীয় পরিজন পরিবৃতা হইয়া পিতৃগৃহে আগমন করেন। তথায় উপস্থিত হইলে তাঁহার মাতা তাঁহার হস্তে এক থালা অন্ন প্রদান করেন এবং তাঁহার সম্মুখে একটী হাঁসের ডিম ও একটী নারিকেল ভাঙ্গেন। তৎপরে যে ঘরটি সূতিকাগৃহরূপে ব্যবহৃত হইবে, গর্ভবতী মহিলা তথায় গমন করেন এবং সেই ঘরটীর চারিদিক সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া এই প্রার্থনা করেন যে তাঁহার যে সন্তান হইবে তাহার যেন কখনও জল ও সূর্য্যালোকের অভাব না হয়।

নিরাহারিণী মহিলা মলিফাস্পার।

আমেরিকার ব্রুকলিন নগরে মলিফাস্পার নাম্নী একটী মহিলা আছেন, তাঁহার জীবনের ঘটনা অতি কৌতুককর। আজ কুড়ি বৎসর হইল ইনি নিরাহারে আছেন। ইনি ভদ্রবংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং বাল্যকালে বিদ্যালয়ে নিয়মিত শিক্ষা প্রাপ্ত হন। এক দিন অশ্বারোহণে বেড়াইবার কালে ফাস্পার অশ্ব হইতে ভূপতিতা হয়েন। পৃষ্ঠে অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হইয়া চিকিৎসালয়ে নীত হয়েন

সেখানে চিকিৎসকগণ তাঁহার আরোগ্য জন্য বিশেষ যত্ন করেন। ক্ষত শুষ্ক হইলে, বেদনার শান্তি হইল, কিন্তু ক্রমে অন্যান্য নানা উপসর্গ জুটিতে লাগিল। এক এক বার তাঁহার শরীর ও মন অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিত, আবার মধ্যে মধ্যে তিনি সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িতেন। তাহার পর ক্রমে ক্রমে তাঁহার দৃষ্টি বাক্ ও শ্রবণ শক্তি অন্তর্হিত হইল। ইহার পর মধ্যে মধ্যে তিনি দশ দিন পনর দিন বা বিশ দিন মৃতবৎ হইয়া পড়িয়া থাকিতেন। প্রথম দুই মাস যখন এইরূপ ঘটিত, তখন ফান্সার কিছুই আহার করেন নাই। উহার পর কয়েক দিন অত্যল্প আহার করিয়াছিলেন। তাহার পর আজ পর্য্যন্ত কুড়ি বৎসর কাল তিনি কিছুই আহার করেন নাই। এই সময়ের অধিকাংশ কাল তিনি মৃতবৎ শয়ান থাকেন। আশ্চর্য্যের বিষয় যে এতকাল অনাহারে থাকিয়াও মধ্যে মধ্যে তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া বসেন এবং আত্মীয়গণের সহিত কথাবার্ত্তা কহেন। তিনি বলেন যে নিদ্রিত বা অচৈতন্য অবস্থায় তিনি এক সুন্দর লোকে গমন করেন, তাঁহার বিশ্বাস তাহা স্বর্গ। সেখানে তাঁহার মৃত আত্মীয় পরিজনগণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ফান্সার দৃষ্টিশক্তিহীনা হইয়াছেন, কিন্তু কখন কখন তাহার দৃষ্টিশক্তির স্ফূর্ত্তি হয়। কখন কখন শ্রবণ শক্তিও ফিরিয়া আইসে। যখন কথাবার্ত্তা কহেন, তখন ফান্সারকে বেশ প্রফুল্লিতা দেখা যায়। তাঁহার মুখে বিষাদের চিহ্ন কখনও দেখা যায় না। ফান্সারের শরীর শুষ্ক হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার মুখমণ্ডল সুস্থকায়া মহিলার ন্যায় লাবণ্যপূর্ণ।

এসকুইমা জাতির বিবরণ।

ডাক্তার নানসেন সম্প্রতি ব্রিটীষ আসোসিয়েসন সভায় গ্রীনলণ্ডবাসী এসকুইমাদিগের বিষয়ে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাঁহার মতে ইহারা উত্তর আমেরিকা হইতে গ্রীনলণ্ডে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। ইহারা সভ্য ও অসভ্য দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। পূর্ব্বাঞ্চলের অধিবাসীরা পশ্চিমাঞ্চলের লোকদের অপেক্ষা সভ্য ও গরম পোসাক পরিধান করে। ছোট বালিকারা মুক্ত কেশে থাকে। যাহারা কেশগুচ্ছ একত্র করিয়া সম্মুখে একটী ঝুঁটী বাঁধে, তাহারা বিবাহের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে বুঝা যায়।

এসকুইমাদিগের পূর্ব্বানুরাগ ও বিবাহ প্রথা আশ্চর্য্য। যুবক যুবতী পরস্পর প্রণয়বদ্ধ হইয়া পরিণয় সূত্রে গ্রথিত হইবার ইচ্ছা করিলে অধিক আড়ম্বর করিতে হয় না। বর কন্যার বাটীতে প্রবেশ করিয়া কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক টানিতে টানিতে তাহাকে আপনার কুটিরে লইয়া যায়। কন্যা অবশ্য ইহা পছন্দ করে না এবং স্বামিগৃহ হইতে দুই তিনবার পিত্রালয়ে পলাইয়া

আইসে। বর ইহাতে আপত্তি করে না, বরং শিষ্টাচার ও সুশিক্ষার চিহ্ন বলিয়া মনে করে। কিন্তু অধিকবার সেরূপ করিলে বিরক্ত হয়। ডাক্তার নান্‌সেন বলেন একটী স্ত্রীলোককে বার বার তাহার স্বামী কেশাকর্ষণ করিয়া নিজ বাটীতে আনে এবং সে বার বার চলিয়া যায়। স্বামী কিছুদিন ক্ষান্ত থাকিয়া পুনরায় চেষ্টা করে। দূর হইতে তাহাকে দেখিতে পাইয়া আত্মরক্ষার জন্য স্ত্রী আত্মীয় বন্ধু-গণের সাহায্য চায়, তাহাতে স্বামী বিরক্ত হইয়া চলিয়া যায়। পর দিন যুবতী অদৃশ্য হইল। তাহার বন্ধু বান্ধবেরা খুঁজিয়া দেখে সে স্বামীকে সান্ত্বনা করিবার জন্য তাহার গৃহে গিয়াছে!

পুরুষেরা সচরাচর অলস। তাহারা সমুদ্রে সিল মৎস্য ধরে, অস্ত্র সুশাণিত করিয়া রাখে এবং গৃহে বসিয়া পরিপাটীরূপে আহারাদি করে। স্ত্রীলোকেরা সূতা কাটে, বস্ত্র বয়ন করে, সন্তানের লালনপালন এবং গৃহের অন্যান্য সমস্ত কার্য্য করে। সিল মৎস্য ধৃত হইলে তাহার ছাল ছাড়ান ও আর আর কাজও স্ত্রীলোকদিগকে করিতে হয়। এসকুইমা রমণীগণ সন্তানদিগের প্রতি অত্যন্ত যত্নবতী। পুরুষেরা সিলের চামড়া ও বস্ত্রাদি রক্ষণাবেক্ষণ জন্যই দার-পরিগ্রহ আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করে! পূর্ব্বা-ঞ্চলীয় এসকুমাদিগের মধ্যে যাহারা অধিক মৎস্য ধরে, তাহাদের একাধিক স্ত্রীলোকের প্রয়োজন হয়, এজন্য দুইটী রমণীর পাণি-গ্রহণ করে, ইহার অধিক বড় দেখা যায় না। বড় নৌকা চালাইবার জন্যও দুইটী স্ত্রীর প্রয়োজন হয়। এরূপ স্থলে প্রথম স্ত্রী কার্য্যের গুরুত্ব অনুভব করিয়া স্বামীকে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করিতে অনুরোধ করে। ইহাদের স্বামিস্ত্রীর সোহাগের বা অভ্যর্থনার চিহ্ন নাকে নাক ঘর্ষণ, অনেক অসভ্য জাতির মধ্যে এ প্রথা দেখা যায়। পিতা মাতা সন্তানদিগকে দণ্ড দেয় না, অথচ তাহারা বেশ বাধ্য হয়। শৈশবকাল হইতে ছেলেরা সীল ধরিতে এবং মেয়েরা তাহার চামড়ার কাজ করিতে শিক্ষা করে। ইহারা সন্তানদিগকে সবল ও সুস্থকায় দেখিতে চায়। এই জন্য রুগ্ন, বিকলাঙ্গ ও মাতৃহীন সন্তানদিগকে বাটীর বাহির করিয়া দিয়া বা জলে নিক্ষেপ করিয়া মারিয়া ফেলে। কি কুসংস্কার ও তজ্জনিত নিষ্ঠুরতা! কিন্তু গ্রীনলণ্ডবাসীরা যেরূপ আত্তি থেয়, এরূপ কুত্রাপি দেখা যায় না।

বিবাহ অনুষ্ঠানের ন্যায় এসকুইমাদের বিবাহচ্ছেদও বিনাড়ম্বরে সম্পন্ন হয়। স্ত্রী ও পুরুষ ৭।৮ বার বিবাহ করিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্তও দেখা যায়। তবে সন্তানাদি হইলে পরস্পরের প্রতি আসক্তি দৃঢ় হয় এবং বিবাহচ্ছেদের সম্ভাবনা কম হয়। স্ত্রী পুরুষে বিবাদ কলহেও খুব হয়, তবে অচিরে ভাব হইয়া যায়। ইহাদিগের মধ্যে একটী সুপ্রথা দেখা যায়, নিকট সম্পর্কীয় স্ত্রী পুরুষ প্রায় পরস্পরের সহিত বিবাহিত হয় না, বিবাহস্থলে বর কন্যা যত দূর সম্পর্কীয় হয়, তাহাই প্রার্থনীয় বলিয়া মনে করে।

গৃহধর্ম্ম।

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্ যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥

ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহী তত্ত্বজ্ঞান-পরায়ণ,
করিবেন সব কর্ম্ম ব্রহ্মে সমর্পণ।১

মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতাং
মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্ব্বপ্রযত্নতঃ।

মাতা পিতা সাক্ষাৎ দেবতা জানি মনে,
করিবে তাঁদের সেবা সদা প্রাণ-পণে।২

শ্রাবয়েন্মৃদুলাং বাণীং সর্ব্বদা প্রিয়মাচরেৎ
পিত্রোরাজ্ঞানুসারী স্যাৎ সৎপুত্রঃ কুলপাবনঃ॥

আজ্ঞাবহ মৃদুভাষী প্রিয়কারী যেই,
সুপুত্রকুলপাবন ধন্য ধন্য সেই।৩

গুরূণামেব সর্ব্বেষাং মাতা পরমকো গুরুঃ
মাতা গুরুতরা ভূমেঃ খাৎ পিতোচ্চতরস্তথা॥

জননী পরম গুরু ধরার উপর,
আকাশ হইতে পিতা হন উচ্চতর।৪

যং মাতাপিতরৌ ক্লেশং সহেতে সম্ভবে নৃণাং
ন তস্য নিষ্কৃতিঃ শক্যা কর্ত্তুং বর্ষশতৈরপি।

সন্তান জন্মিলে তাঁরা সহেন যেক্লেশ,
শতবর্ষে ঋণ তার নাহি হয় শেষ।৫

ভ্রাতা জ্যেষ্ঠঃ সমঃ পিত্রা ভার্য্যাপুত্রঃ স্বকা তনুঃ।
ছায়া স্বদাসবর্গশ্চ দুহিতা কৃপণং পরং।
তস্মাদেতৈরধিক্ষিপ্তঃ সহেতা সংজ্বরঃ সদা॥

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য, ভার্য্যা-পুত্র কায়া,
দুহিতা কৃপার পাত্রী দাস দাসী ছায়া।
উত্ত্যক্ত করিলে তারা সদা সর্ব্বক্ষণ
সহিবেক,না হইবে সন্তাপিত মন।৬

অতিবাদাং স্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন।।
নচেমং দেহমাশ্রিত্য বৈরীং কুর্ব্বীত কেনচিৎ।

সহিবে অত্যুক্তি না হেলিবে কোনজনে,
বৈরিতা এ দেহে না করিবে কারো সনে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম ২য় খণ্ড হইতে অনুবাদিত।

পতির পরিবর্ত্তে পত্নীর আত্মসমর্পণ।

ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় এত লোকের জীবন সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল, এবং তদুপলক্ষে কত ব্যক্তি আপনাপন ধর্ম্মের উজ্জ্বল উদাহরণ সকল প্রদর্শন করিতে পারিয়াছেন, সে তাহার ইয়ত্তা নাই, ঐ সময়ে লাইয়ন্স নগরে এক ব্যক্তিকে

বিদ্রোহী বলিয়া ধরিবার আদেশ হইয়াছে, শুনিয়া তাহার পত্নী ব্যাকুল হইয়া স্বামীকে বলিলেন, তুমি আমার পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া প্রস্থান কর। সুযোগক্রমে সে ব্যক্তি তাহাই করিয়া পলায়ন করিল, তাহার প্রতি কাহারও কোন সন্দেহ হইল না। তাঁহার পত্নী স্বামীর পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া তাহার নামে ধরা দিল। পরে বিচারসভায় নীত হইলে তাহার ছদ্মতা প্রকাশ হইয়া পড়িল। বিচারকেরা বলিল,—তোমার স্বামীকে উপস্থিত কর। সে বলিল, তিনি এক্ষণে তোমাদের অধিকার স্থান অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। পরে তাহারা তাহাকে দণ্ডকাষ্ঠ প্রদর্শন পূর্ব্বক ভয় দেখাইয়া বলিল, "তোমার স্বামী কোন্ পথে গিয়াছে, শীঘ্র সে পথ বলিয়া দাও।" তাহাতে সেই নির্ভীকা স্ত্রী বলিল, "দুরাত্মাগণ! আমাকে বধ কর, আমি তজ্জন্য প্রস্তুত আছি।" বিচারকেরা বলিল, "দেখ, তোমার দেশের কুশলের নিমিত্ত সেই ব্যক্তিকে ধরাইয়া দেওয়া উচিত। তখন সেই পতিপরায়ণা নারী উত্তর করিল—"রে বর্ব্বরগণ! আমাকে স্বদেশের হিতসাধন ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে বলিতেছিস্, কিন্তু আমি কেমন করিয়া তদপেক্ষা মহত্তর পাতিব্রত্য ধর্ম্ম লঙ্ঘন করিব?" বিচারসভা এই স্ত্রীর দৃঢ়তা ও মহত্ত্ব দর্শন করিয়া তাহাকে বিনা দণ্ডে ছাড়িয়া দিল।

মৃত্যু বিষয়ক প্রার্থনা।*

হে ধ্রুব সত্য সনাতন, একমাত্র তুমিই নিত্য ও অপরিবর্ত্তনীয়। আর সকলই পরিবর্ত্তনশীল; কিছুই চিরস্থায়ী নহে। নাথ! আমরাও পরিবর্ত্তনশীল, আমরা এক্ষণে এলোকে অবস্থিতি করিতেছি, আবার তোমার ইচ্ছা হইলে পরলোকে গমন করিব। প্রভো! তোমার ইচ্ছা হইলে আমরা একবালে বিনষ্ট হইতে পারি, কিন্তু হে বিশ্বপালক! আশা বলবতী হইয়া অন্তর হইতে উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে যে "যিনি প্রীতির উৎস, মনুষ্যের প্রতি যাঁহার প্রীতিপ্রবাহ অশেষ প্রকারে নিরন্তর বহমান হইতেছে, যিনি এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড মনুষ্যের সুখোপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার সহবাসের জন্য ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন, তিনি কি সেই মনুষ্যের প্রাণস্বরূপ আত্মাকে বিনাশ করিবেন? সে আত্মা যতকাল তাঁহার সহিত শাশ্বত পরমানন্দ ভোগ করিতে সমর্থ না হয়, তত কাল এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থা, উন্নত অবস্থা হইতে উন্নততর অবস্থাতে অবস্থিতি করিতে থাকিবেক।"

আশার এই সকল বাক্য নিয়ত শ্রবণ করিয়াও আমরা ইহলোক হইতে লোকান্তরিত হইবার কাল উপস্থিত হইলে যৎ-

* কোন প্রাচীন ঈশ্বরপরায়ণ বন্ধুর লিখিত।

পরোনাস্তি ভীত ও দুঃখিত হই, সংসার মোহে আমরা এমনই মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছি; নাথ! এ মোহ হইতে উদ্ধার কর। সংসার আকর্ষণ শক্তি হইতে রক্ষা কর। আমাদিগকে তোমার প্রতি প্রীতিবলে বলীয়ান কর।

হে বিশ্ববিধাতা করুণাময় পরমপিতা! ইহ জীবনের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে আমাদিগকে এরূপ ক্ষমতা দাও, যেন মৃত্যুকালে অকপট চিত্তে বলিতে পারি যে

"হে জগৎপতে।

"মরণ সময়ে প্রভো! তোমাকে যেন ভুলিনে,
এই ভিন্ন তব ঠাঁই বাসনা কিছু করিনে॥
স্বজন আত্মীয় যত, কেহ নাহি করে হিত
সে সময় দয়াময়! তোমার করুণা বিনে।
ইন্দ্রিয় অবশ হবে, বাক্য যবে না সরিবে,
দরশন দিও নাথ! হৃদি মাঝে দীন হীনে॥"

নাথ! এই প্রাণের অভিলাষ যেন পূর্ণ হয়।

ভারতের দুঃখিনী অনাথা বিধবাদিগের জীবিকোপায়।

(২৯৭ সংখ্যা ১৬৯ পৃষ্ঠার পর)

আলোকে অন্ধকারে, জ্ঞানে অজ্ঞানে কখনই সংগ্রাম চলিতে পারে না। ধর্ম্মনীতির আদেশ যাহাই হউক না কেন, সংসার সমরাঙ্গণে জীবন রক্ষা করিতে হইলে স্বার্থরক্ষাই প্রধান আদেশ। "Survival of the fittest" অযোগ্যের বিনাশ হইয়া যোগ্যের স্থিতি, ইহা দর্শনের প্রলাপ বাক্য নহে—জীবনের কঠোর সত্য। অন্নসংগ্রামে সুনিপুণ পাশ্চাত্য জাতিদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হইতে হইলে আমাদিগকেও সে সংগ্রামের সমস্ত রণকৌশল শিক্ষা করিতে হইবে, নহিলে জাতির বিলোপ অবশ্যম্ভাবী। একদিকে যেমন আমাদিগকে সমরকুশল হইতে হইবে—অন্য পক্ষে আমাদের তেমনই লোকবল থাকা প্রয়োজন। একেইত আমরা সুসভ্য, সুশিক্ষিত পুরুষদিগের দ্বারা বিধ্বস্ত হইতেছিলাম, তাহাতে আবার শৌর্য্যশালিনী রমণীগণ এই সমরাঙ্গণে দেখা দিয়াছেন। অনতিকাল মধ্যেই পাশ্চাত্য পুরুষদিগের হস্ত দ্বিগুণিত হইয়া উঠিবে। তখন এই জাতির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমাদিগের আত্মরক্ষা করা অধিকতর দুষ্কর হইয়া উঠিবে। এখন হইতেই আমাদিগের সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। যাহাতে এই অন্ন সংগ্রামের মধ্যে অন্ন সংস্থান করিয়া জাতীয় জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হই, তদ্বিষয়ে সকলেরই বিশেষ মনোযোগী হওয়া বিধেয়। উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে নানাপ্রকার শিল্প শিক্ষা হয়, তাহার যথেষ্ট আয়োজন না হইলে আমাদের ভবিষ্যৎ নিতান্তই অন্ধকারময়। চারিদিকে বিজ্ঞানপ্রদর্শিত পন্থানুযায়ী শিল্প বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া ধনাগমের সুবিধা করিয়া দেওয়া সমস্ত

দেশহিতৈষি লোকের একটী সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। ইহাতে দেশের ধনী দরিদ্র সকলেরই সমান স্বার্থ।

পুরুষদিগের জন্ত এরূপ শিল্প বিদ্যালয়ের যে নিতান্ত প্রয়োজন, তাহা আজ কাল দেশের সমস্ত শিক্ষিত লোকেই বুঝিতে পারিয়াছেন, এবং চারি দিকে এ সম্বন্ধে আন্দোলন হইতেছে। আশা করা যায় অনতিদীর্ঘকাল মধ্যেই আমাদের এই জাতীয় মহা অভাব বিদূরিত হইবে। কিন্তু পুরুষ জাতির পক্ষে প্রয়োজনীয় বোধ হইলেও স্ত্রীজাতির সম্বন্ধে ইহার প্রয়োজনীয়তা আজও পর্য্যন্ত—এমন কি যাঁহারা শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদেরও অন্তরে প্রবেশ লাভ করে নাই। স্ত্রীজাতির যে স্বতন্ত্র সত্তা আছে, তাহাদের যে আবার স্বীয় স্বীয় জীবন ধারণের জন্য স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জ্জনের অধিকার আছে—এক কথায় স্ত্রীলোক যে আবার পুরুষের কৃপা-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র জীব, ইহা আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকের নিকট হাস্যরসোদ্দীপক বিকৃত মস্তিষ্কের প্রলাপ মাত্র। সৌভাগ্যের বিষয় আমাদের দেশে কতকগুলি উদারচেতা অবলাবান্ধব জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—তাঁহারা মানব প্রকৃতিকে মানব প্রকৃতি বলিয়াই শ্রদ্ধা করেন—তাঁহারা মানব প্রকৃতিতে কোন প্রকার জাতিভেদ স্বীকার করেন না। এই উদারহৃদয় মহাত্মাগণ আমাদের মাতৃজাতিকে ন্যায্য অধিকার সমস্ত দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তাঁহাদেরই বিবেচনা ও সহৃদয়তার জন্য এ প্রস্তাবের বিশেষ অবতারণা।

আমাদের মাতা ও ভগিনীগণ যাহাতে কোন প্রকার লাঞ্ছনা ভোগ না করিয়া সৎপথে থাকিয়া স্বচ্ছন্দে জীবিকা উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হন, তজ্জন্য নানাপ্রকার বিদ্যালয় সংস্থাপন করা আবশ্যক? আমাদের দেশে রমণীগণের উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য দুই একটী স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত আছে। তদ্ভিন্ন তাঁহাদের জন্য মেডিকেল কলেজের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে। তথায় যাঁহারা উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহারা পুরুষ ছাত্রদিগের সহিত একত্র অধ্যয়ন করিতেছেন ও তাঁহাদের সহিত তুল্য অধিকার লাভ করিতেছেন। এতদ্ভিন্ন তথায় অল্প শিক্ষিতা রমণীদের জন্য একটি 'Certificate Class' খোলা হইয়াছে। উদারচরিতা উন্নতপ্রাণা শ্রীমতী লেডী ডফারিণের প্রযত্নে মহিলাদের চিকিৎসা ব্যবসায়ের পথ প্রমুক্ত হইয়াছে। ভূতপূর্ব্ব ছোট লাট কাম্বেল সাহেব প্রতিষ্ঠিত মেডিকেল স্কুলেও মহিলাদের জন্য একটি শ্রেণী খোলা হইয়াছে। আশা করা যায় সুসভ্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ক্রমে ক্রমে অন্যান্য সমস্ত উন্নতির পথই স্ত্রীজাতির জন্য নির্ম্মুক্ত করিয়া দিবেন।

কিন্তু আমরা যে শ্রেণীর রমণীগণের জন্য চিন্তা করিতেছি, তাঁহাদের পক্ষে ইহার কোনও পথই (বর্ত্তমান সময়ে) উন্মুক্ত নহে। তাঁহারা হিন্দু সমাজের

অন্তঃপুর কারার চিরবন্দিনী। তাঁহাদের পক্ষে স্কুল কলেজের অতটা মুক্ত বায়ু সহ্য হইবে না। তাঁহাদের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি উপযুক্ত শিক্ষা না পাইলে কোন ব্যবসাতেই উদারান্নের সংস্থান করিতে পারা যায় না। আরও ইহা বলিয়াছি যে শিক্ষা দিতে হইলে বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের অনুদার, কঠোর মত ও রীতিপদ্ধতির কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন অত্যাবশ্যক। সকলের গৃহে গৃহে যাইয়া সকল বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা একেবারেই অসম্ভব। শিক্ষা দিতে হইলে আমাদিগের নূতন পন্থা উদ্ভাবন করিতে হইবে না। যে সুসভ্য জাতির দৃষ্টান্তে আমরা পুনরায় আত্মচিন্তা করিতে শিখিতেছি—নবপ্রাণতা অনুভব করিয়া উল্লসিত হইতেছি—এবিষয়েও সেই জাতির পন্থানুসরণ করিয়া চলিতে পারিলেই সিদ্ধ-মনোরথ হইতে পারিব। আবশ্যকহলে দেশ কাল পাত্র ভেদে কিঞ্চিন্মাত্র পরিবর্ত্তন করিয়া লইলেই হইবে। (ক্রমশঃ)

কৃষি-কার্য্য।

বারমেসে।

যে কার্য্য বৎসরের মধ্যে বার মাসই চলিয়া থাকে, তাহাকে বারমেসে কহে। যতপ্রকার দরকারী ফুল, শাক ও শস্য আছে, সে সমস্ত তৈয়ার করিতে লইলে বার মাসই চাসবাস করিতে হয়,একটি দিনও নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিলে চলে না। তবে বৈশাখ মাস ও কার্ত্তিক মাসই বপনের প্রধান সময়। যে সকল ফসল বর্ষাকালে হয়, তাহার অধিকাংশরই বীজ বা চারা বৈশাখ মাসে বপন বা রোপণ করিতে হয়—যেমন আউশ ধান, পাট, হলুদ, কচু, শশা, কুমড়া ইত্যাদি। আর যে সকল ফসল শীতকালে জন্মে তাহার অধিকাংশের আবাদ কার্ত্তিক মাসে করিতে হয়—যেমন ছোলা, মটর, তামাক, আলু, মূলা, কপি ইত্যাদি। বৈশাখ ও কার্ত্তিক মাসে যেমন কোন কোন শস্যের আবাদ করিতে হয়, তেমনি অন্যান্য মাসেও কোন কোন শস্যের আবাদ করা যায়। এই রূপে বৎসরের মধ্যে সকল মাসেই কৃষি সম্বন্ধীয় কিছু না কিছু কার্য্য করিতে হয়। কৃষিপ্রবেশের তৃতীয় ও চতুর্থ পাঠে সার ও পাইট বিষয়ে যে সকল উপদেশ আছে, তদনুসারে ঐ সকলের আবাদ করিতে পারিলে ভাল হয়। ইহাতে কৃষিকার্য্য শিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা সংসারের উপকার এবং সেই সঙ্গে বিলক্ষণ আমোদ লাভ হইবে।

কার্ত্তিক।

ফল পাকিলেই যে সকল গাছ মরিয়া যায়, তাহাদিগকে ওষধি কহে। এই মাসে

অনেক প্রকার ওষধির গাছই রোপণ করিতে পার। সকল প্রকার তরু, গুল্ম ও লতার গোড়া খুঁড়িয়া, পরিষ্কার করিয়া এবং গোড়ায় মাটী ধরাইয়া দিবে। আলু, কপি, মূলা ইত্যাদি এ মাসেও রোপণ করা যাইতে পারে। যদি তোমার ফুলের বাগান থাকে, তবে গোলাপ ও করবীর শাখা কলম করিবে। উহাদিগের পাকা ডাল আধ হাত পরিমাণে কাটিয়া হাপরে ঈষৎ হেলাইয়া পুতিবে এবং প্রত্যহ জল দিবে। ঐ হাপোরের নীচে বালি কিম্বা খোয়া দিবে, নহিলে কলম পচিয়া যাইবে। গোলাপের গোড়া খুঁড়িয়া যদি এই মাসের রৌদ্র ও শিশির লাগাইতে পার, তাহা হইলে ফুল অতি উত্তম হইবে। ধনে, কাপাস, তরমুজ, কাঁকুড়, ভূঁয়ে শশা, উচ্ছে পটোল, পিঁয়াজ, মটর, বরবটি, ছোলা ইত্যাদি আবাদ করিবে। এ মাসেও বিলাতী কুমড়া পোতা যায়। ধনে যেমন তেমন জমি একটু নামাল হইলেই যথেষ্ট পরিমাণে হইতে পারে। মৌরি, মেথি, কালজিরে, মৌরি, রাঁধুনি ইত্যাদি এদেশে ভাল ফলে না; কিন্তু উহাদিগের শাক খাইবার জন্য কিছু কিছু বুনিতে পার। কাপাসের দুই চারিটী গাছ, বাগানের এক পার্শে দিয়া রাখিতে পারিলে গৃহস্থের কাজে লাগে। তরমুজাদি, বালুকা মিশ্রিত পলিমাটিযুক্ত চড়া জমিতেই ভাল হয়। তুমি যে জমিতে ঐ সকল ফসল করিবে, তাহাতে অন্য অন্য সারের সঙ্গে কিছু বালি মিশাইয়া দিবে। চড়ার কাঁকুড় কার্ত্তিক মাসে পুতিতে হয়। তরমুজ, মাটি চাপা দিতে পারিলে বড় হয়। তিন চারি হাত অন্তর উচ্ছের থানা দিবে, নচেৎ পাইট করিতে ও উচ্ছে তুলিতে কষ্ট হইবে। উচ্ছের বীজ একটি থানায় তিন চারিটার অধিক পুতিবেনা। ভূয়েশশার পাইট কাঁকুড়ের ন্যায়। পটোলের গেঁড়, সকল প্রথমে গোবরের সার মিশ্রিত অল্প জলে দুই তিন দিন ভিজাইয়া রাখিবে, তাহাতে ঐ সকল গেঁড় হইতে নূতন কল বাহির হইলে ভূমিতে পুতিয়া দিবে। পুনঃ পুনঃ নিড়াইয়া ও খুঁড়িয়া দেওয়াই পটোল ক্ষেতের প্রধান পাইট। পিঁয়াজের এক একটী কলি আধ হাত অন্তর পুতিয়া দিবে এবং জমি নিতান্ত শুকাইয়া গেলে মধ্যে মধ্যে জল দিয়া খুঁড়িয়া দিবে। শুটী খাইবার জন্য মটর বরবটী ও ছোলা বুনিবে। ঘাস নিড়াইয়া দেওয়া ভিন্ন ইহাদের বিশেষ পাইট কিছুই করিতে হয় না। আলু, কপি ইত্যাদির জমিতে জল দিয়া খুঁড়িয়া দেওয়া ভিন্ন এ মাসে উহাদিগের আর কোন পাইট নাই।

কৃষি পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত।

নূতন সংবাদ।

১। দস্যু তান্তিয়া ভীলের পুনর্বিচার হইয়া প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে। এ দণ্ড অনেকেরই নিকট অতিরিক্ত বলিয়া বোধ হইয়াছে।

২। ৫ম ভারত জাতীয় কনগ্রেস সভা আগামী ডিসেম্বরের শেষে বোম্বাইতে হইবে। সার উইলিয়ম ওয়েডার বরন্ ইহার সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন।

৩। ধর্ম্মবীর ডামিয়েনের স্মরণার্থ যে ফণ্ড হইতেছে, আমাদের যুবরাজ তাহার প্রধান উদ্যোগী। তিনি বলিয়াছেন এই ফণ্ড হইতে ২॥ লক্ষ ভারতবর্ষীয় কুষ্ঠ রোগীকে সাহায্য করা হইবে। এরূপ হিতকর কার্য্যে এ দেশের ধনীদিগের সহায়তা করা উচিত।

৪। মেঃ শিবরাম সস্ত্রীক বিলাত হইতে লাহোরে প্রত্যাগত হইয়াছেন। কৃতবিদ্য দল—বিশেষতঃ তত্রত্য কায়স্থ সমাজ তাঁহাদিগকে সাদর অভ্যর্থনার সহিত গ্রহণ করিয়াছেন।

পুস্তক প্রাপ্তি ও সমালোচনা।

১। ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা ২য় ভাগ শ্রীনগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ॥০ আনা মাত্র। ইহাতে প্রার্থনাতত্ত্ব, প্রকৃত শাস্ত্র, আত্মার স্বাধীনতা, পাপ কি? এবং পাপের প্রায়শ্চিত্ত এই ৫টী গুরুতর বিষয় অতি বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রথম ভাগের ন্যায় এ ভাগও ধর্ম্মার্থীদিগের বিশেষ উপকারে আসিবে।

২। ছায়াময়ীর পরিণয়—শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত, মূল্য ॥০ আনা। এখানি রূপক কাব্য এবং ধর্ম্মজীবনের সাধনারম্ভ হইতে সিদ্ধি লাভের অবস্থা পর্য্যন্ত সুন্দর ভাবে ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। সহজ ভাষায় উচ্চভাবের কাব্য রচনায় ইহা এক প্রকার প্রথম দৃষ্টান্ত এবং ইহার অনেক স্থানে কবির প্রতিভার বেশ পরিচয় আছে। পাঠিকাগণ ইহা পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীত ও উপকৃত হইবেন।

৩। কমলিনী—নীতিবিষয়ক উপন্যাস—শ্রীপ্যারীশঙ্কর গুপ্ত প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা। ইহার রচনা সহজ, বিশুদ্ধ ও মধুর হইয়াছে। ইহাতে বিধবা নারী জীবনের অতি উৎকৃষ্ট আদর্শ আছে। ইহা একখানি সুপাঠ্য নীতিগর্ভ উপন্যাস বলিয়া গণনীয়।

৪। কৃষিপঞ্জিকা, শ্রীকৃষ্ণানন্দ ঘটক প্রণীত, মূল্য /০ আনা। কৃষি শিক্ষার ইহা প্রথম পুস্তক। ইহা আমাদের এত ভাল লাগিল যে ইহার দুইটী প্রবন্ধ পত্রিকাতে উদ্ধৃত করা গেল। আমাদের মফস্বলের পাঠিকারা ইহার ও ইহার আদর্শ-গ্রন্থের সাহায্যে কিছু কিছু কৃষিকার্য্য শিক্ষা করেন,ইহা আমাদের নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।

বামা রচনা।

সোহাগ।

(সন্তানের প্রতি)

আয়রে সুধীর, প্রাণের কুমার !
আয় আয় তোরে হৃদয়ে ধরি।
বহুক্ষণ হ'ল মুখানি তোমার,
না হেরিয়া আমি পরাণে মরি। ১
কত ভাল বাসি, দেখিতে মুখানি,
কি আছে ওমুখে তা'ত জানি না।
সরলতাময়, যেন ছবি খানি ;
আছে কি মরতে এর তুলনা ? ২
কতই সৌন্দর্য্য কতই মাধুরী,
কেমনে বলিব, আছে ঐ মুখে ?
যখনি মুখের সুষমা নেহারি,
অমনি হৃদয় উথলে সুখে। ৩
রোগ শোক আর সংসারের দুঃখ
যখনি হৃদয় অধীর করে,
হেরিলে তখন ঐ চন্দ্রমুখ,
সকল যাতনা যায়রে দূরে। ৪
যখন মাণিক ! মৃদু মৃদু হেলে,
কররে খেলা আধ আধ বোলে
আবার যখন নেচে নেচে এসে
আঁচল ধরিয়া উঠরে কোলে ; ৫
হেরিলে তখন ওরে যাদুমণি !
তোররে কোমল মুরতি মোহন,
শুনিলে মধুর আধ আধ বাণী,
গলে যায় সুখে পরাণ মন। ৬
চারু কর দুটি নাড়িয়া নাড়িয়া,
'তাই তাই তাই' যখন কর ;
হামা দিতে দিতে হাসিয়া হাসিয়া,
নিকটে আসিয়া আঁচল ধর। ৭
আবার যখন উঠি মম কোলে,
ছোট ছোট ছোট আঙ্গুল নাড়ি,
চাঁদ পানে চেয়ে 'চাঁদ আয়' বলে
ডাকরে, তখন কি সুখ হেরি ? ৮
হেরিয়ে নয়নে এরূপ মাধুরী,
সুধা সম স্বর শুনিয়ে যবে,
কি সুখ যে হয় বুঝিতে না পারি,
স্বর্গে কি মরতে না পাই ভেবে। ৯
কোলেতে যখন করিয়ে ধারণ,
ওই চাঁদমুখে চুম্বন করি,
আপনা পাশরি যাইরে তখন,
এখানেই যেন স্বরগ হেরি। ১০
ইচ্ছা হয় সদা ওরে যাদুমণি।
তোমা ধনে সদা রাখিলে বুকে ;
দিন রাত শুদু হেরি ও মুখানি,
আধ আধ ভাবা শুনিয়ে মুখে। ১১
হাসরে সুধীর ! প্রাণের রতন !
সুমধুর হাসি হাসরে পুন,
আধ, আধ বোলে বলরে বচন,
শুনিয়া জুড়াক তাপিত প্রাণ। ১২
তাথেই তাথেই নাচ নীলমণি !
তাই তাই তাই করয়ে ফিরি ;
'চাঁদ আয়' বলি তুলি হাত খানি,
ডাক পুন, দেখি নয়ন ভরি। ১৩
হাসিতে তোমার, কথাতে তোমার,
কতই অমৃত আছে না জানি,
করিয়া বিধাতা অমৃতভাণ্ডার,
সৃজেছেন তব ঐ মুখ খানি। ১৪
এ নশ্বর ভবে সকলি অসার,
দুঃখময়, যত হেরি সকলি ;
এক মাত্র সুখ, স্নেহের আধার,
প্রাণের কুমার, নয়ন পুতলি। ১৫
হে মঙ্গলময় করুণানিধান !
মাগে এই ভিক্ষা চরণে দাসী,
দিয়াছ যেমন দুইটি রতন,
অধীনীরে কত দয়া প্রকাশি। ১৬
সেইরূপ দয়া করি, দয়াময় !
বাঁচাইয়ে রাখ, বিপদ হর !
দেখিতে যেমন মধুরতাময়,
অন্তর (ও) তাদের মধুর কর। ১৭

কলিকাতা শ্রীনী—